بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

কোরআন সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে

বায়াত বা পীর মুরিদী

ও

উছিলার বিধান

গ্রন্থনা ও সংকলনে

মুফতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলাউদ্দিন জিহাদী

প্রকাশনায়ঃ

সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ।

কোরআন সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে

বায়াত বা পীর মুরিদী ও উছিলার বিধান

গ্রন্থনা ও সংকলনেঃ

মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী

খাদেমঃ বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

সম্পাদনায়

সুলতানুল মুনাজেরীন, আল্লামা মুফতী আবু নাছের জেহাদী ছাহেব।

প্রকাশকঃ

মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

প্রকাশক, সাকলাইন প্রকাশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়ঃ সাকলাইন প্রকাশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

01723-933396/01973-933396

পৃষ্টপোষকতায়ঃ জনাবা মিনা বেগম, দক্ষিণ বিয়ানী বাজার, সিলেট (লন্ডন প্রবাসী)।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

পরিবেশনায়ঃ *আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিসার্চ সেন্টার, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।*

শুভেচ্ছা হাদিয়া ২৪০/= টাকা

যোগাযোগঃ দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইলঃ **01723-511253**

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক ও মহান স্রষ্টা। সালাত ও সালাম প্রিয় নবীজি রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর প্রতি, যিনি মহান আল্লাহ তা'আলার একান্ত বন্ধু এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহমত ও সর্বশেষ নবী। এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত, খোলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মুমিনীন, শোহাদায়ে কেরাম তামামের প্রতিও।

প্রিয় মুসলীম ভাই ও বোনেরা! ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। সারা পৃথিবী জুড়েই আউলিয়ায়ে কেরামগণ ইসলামের এই শান্তি ও বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। সেই আউলিয়ায়ে কেরামগণ যুগ যুগ ধরে মু'মীন মুসলমানদেরকে বায়াত করে আসছেন। তাঁদের এই বায়াতের মূল ধারা এসেছে স্বয়ং রাসূলে আকরাম (ﷺ) থেকেই। প্রিয় রাসূল (ﷺ) থেকে বায়াত করানোর এজাযতের শাজারা বা সিলসিলা তাঁদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এই যামানায় কিছু জ্ঞান পাপী ও অজ্ঞ লোকেরা পীর-মুরিদী বা বায়াতের এই সিস্টেমকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা করছে। তারা ভুলেই গেছে এই ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বহু স্থানে ইসলাম প্রচার করেছেন পীর-মাশায়েখগণ। সেক্ষেত্রে তাদের অনেকে জিজ্ঞাসা রয়েছে যার দলিল ভিত্তিক জবাব এই কিতাবে আমি দিয়েছি।

তাই সরলমনা সুন্নী মুসলমানদের ঈমান রক্ষার সহযোগী হিসেবে এই অধম ছহীহ্, হাসান ও দ্বায়িফ হাদিস সাথে মুহাদ্দিছিনে কেরামগণের অভিমতসহকারে অত্র কিতাবে উল্লেখ করেছি এবং পীর-মুরিদী বা মুর্শীদের বায়াতের বিষয়টি দলিলসহ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কিতাবটির নাম রেখেছি 'বায়াত বা পীর মুরিদী ও উছিলার বিধান'। ছাপা, খণ্ড, হাদিস নাম্বার ও পৃষ্ঠা নাম্বারের সহযোগীতার জন্য সংকলকের সাথে যোগাযোগ করা অনুরোধ রইল। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অত্র কিতাবে কামেল পীরের বায়াত ও উছিলার পক্ষেই দালাইল সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, কোন ভণ্ড বা নাকেস পীরের পক্ষে নয়।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। এরপরও ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। ভুল-ত্রুটি যা রয়েছে তা মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত। মহৎ পাঠকগণ ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এটিই আশা করি। কোন ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টি গোচর হলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব ইনশা আল্লাহ। সকলের দোয় কামনায়, ইতিঃ-

মুফতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলাউদ্দিন জিহাদী

উৎসর্গ

আরেফে কামেল, মুর্শীদে মুকাম্মেল, মুজাদ্দেদে জামান,
বিশ্বওলী, আমার দয়াল পীর, দস্তগীর,
খাজাবাবা শাহ্সূফী হযরত মাওলানা
ফরিদপুরী নকশ্বন্দী মুজাদ্দেদী (কুঃ ছেঃ আঃ) ছাহেবের-
দস্ত মোবারকে।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পীর কাকে বলে?/
কামেল পীর ও নাকেস পীর চিনার উপায়/
পবিত্র কোরআনে দুই প্রকার ইলম রয়েছে/
পবিত্র কোরআনে ইলমে বাতিনের কথা কি আছে?/
হাদিসের আলোকে ইলম দুই প্রকার/
আনুগত্যের বায়াত (পুরুষের)/
আনুগত্যের বায়াত (মহিলাদের)/
নসিহত প্রদানের উদ্দেশ্যে বায়াত/
জিহাদের জন্য বায়াত/
ইলম অন্বেষণের জন্য বায়াত/
কোন কোন নিয়মে বায়াত হওয়া যায়/
হাতে হাত রেখে বায়াত/
জবানে জবান মিলিয়ে বায়াত/
পীরের স্বীকৃতির মাধ্যমে বায়াত/
মহিলাদের বায়াত হওয়ার পদ্ধতি/
বায়াতে রাসূল (রঃ) নাকি বায়াতে শায়েখ?/
বায়াত না হওয়ার কূফল/
রাষ্ট্র প্রধানের কাছে বায়াত নাকি মুর্শীদের কাছে বায়াত/
ইসলামে কি একাধিক খলিফা স্বীকৃতি দেয়?/
'উলিল আমর' কারা?/
আল্লাহকে ভয় করে কারা?/
পীর-মুর্শীদকে উছিলা ধরার কথা কি কোরআনে আছে?/
উছিলা ধরার কথা কি রাসূল (ﷺ) বলেছেন?/
নেক বান্দাহগণের ছোহবতের গুরুত্ব/

মুর্শীদের অনুসরণ না করার কূফল/
তাজকিয়ে নাফ্ছ বা আত্মশুদ্ধির কথা কি কোরআনে আছে?/
চার মাজহাবের ইমামগণ তাসাউফ মানতেন/
ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ওলী থেকে ফায়েয লাভ/
ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ওলীগণ বিচরণ করতে পারেন/

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরআন সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে
নবী-রাসূল ও ওলী-আল্লাহ্গণের উছিলা

দোয়ার মধ্যে উছিলা ধরার হুকুম/
পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে উছিলা/
রাসূল (ﷺ)'র উছিলা ধরা/
হযরত আব্বাস (রাঃ)'র উছিলা/
আব্দালগণের উছিলা/
দুর্বল মু'মীনদের উছিলা/
গরীব মুহাজিরদের উছিলা/
সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈর উছিলা/
শিশুকালেও প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র উছিলা/
মৃত ব্যক্তির উছিলা/
পূর্বের সকল নেক বান্দাগণের উছিলা/
প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র রওজা মুবারকের উছিলা/
রওজা মুবারকে গিয়ে প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র উছিলা/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেও উছিলা/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) নিজেই পূর্ববর্তী নবীদের উছিলা দিয়েছেন/
এ বিষয়ে ফকিহ্ মুজতাহিদগণের অভিমত/
কোরআনে কি উছিলা ধরতে নিষেধ করেছে?/
আল্লাহ তো দোয়া করলে শুনেন, তাহলে উছিলা কেন?/

পীর-মুর্শীদ কি মুরীদকে সুপারিশ করতে পারবে?/
পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ওলীগণের শাফায়াত/
পবিত্র হাদিসের দৃষ্টিতে ওলীগণের শাফায়াত/
আমলদার হাফিজে কোরআন সুপারিশ করবে/
তিন শ্রেণীর লোক শাফায়াত করবে/

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পীর কাকে বলে? ঃ 'পীর' শব্দটি ফারসী শব্দ, যার বাংলা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বয়োজেষ্ঠ, বৃদ্ধ বা মুরুব্বী'। পরিভাষায় বলা হয়: যিনি শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত তথা ইসলামের জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা অর্জন করতে করতে জ্ঞানের পর্যায়ে জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে গেছেন তাকে বলা হয় 'পীর'। পবিত্র কোরআনে এরূপ লোকদেরকে 'মুর্শীদ' অথবা 'হাদী' অথবা 'ওলী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমার হযরত পীর কেবলাজান খাজাবাবা শাহ্সূফী ফরিদপুরী (রাঃ) ছাহেব তদীয় নসিহত শরীফে বলেছেন-

"যে বা যাহারা জ্ঞানের দুই ধারা তথা এলমে শুছুলী ও এলমে শুজুরীর পরিপুর্ন জ্ঞানবৃদ্ধ তিনি বা তাহারাই পীরে কামেল হিসেবে পরিচিত।"[১]

সুতরাং যারা ইসলামের এলমে জাহের ও এলমে বাতেন এই উভয় প্রকার বিদ্যা অর্জন করতে পারবে তারাই 'কামেল পীর' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে, অন্যথায় নয়। জাহেরী ও বাতেনী এই দুই প্রকার ইলিমের দ্বারা পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান হাছিল করা সম্ভব। আর এ কারণেই ইসলামে দুই প্রকার ইলম এর কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে।

কামেল পীর ও নাকেস পীর চিনার উপায়

বায়াত হওয়ার পূর্বে অবশ্যই কামেল পীর চিনতে হবে, অন্যথায় আল্লাহর মারেফত হাছিল তো দূরের কথা পরকালে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়াই

১. শাহ্সূফী ফরিদপুরী: কামেল পীরের আবশ্যকতা, ৫৮ পৃ:;

দুষ্কর হয়ে যাবে। কারণ কামেল পীর আপনাকে জান্নাতের পথ দেখাবে ও আল্লাহর মারেফত হাছিল করিয়ে দিবে; অপরদিকে নাকেস পীর আপনাকে দুনিয়া মুখী করবে ও নাফছের দাসত্বের দিকে নিয়ে যাবে, ফলে পরকালে জাহান্নাম হবে ঠিকানা। কামেল পীর অবশ্যই শরিয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হবেন ও শরিয়তের প্রতিটি আমলের প্রতি যত্নশীল হবেন। রাসূলে আকরাম (ﷺ) এঁর সকল সুন্নাতের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখবেন। কামেল পীর ও নাকেস পীর সম্পর্কে আমার হযরত পীর কেবলাজান শাহসূফী খাজাবাবা ফরিদপুরী (কুঃ ছেঃ আঃ) ছাহেব তদীয় ১১৬ এবং ১১৯ নং নসিহতে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। জগৎ বিখ্যাত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ) বলেছেন,

"মানব রূপী বহু শয়তান রয়েছে, কাজেই যার তার কাছে হাত রেখ না।"

তিনি আরো বলেছেন, *"যেন রেখ, ভন্ড পীর শুষ্ক বালু রাশি তুল্য; সে তোমার জিবনের সময় রূপ পানি সর্বদা চুষিতে থাকবে। আর কামেল পীর এমন এক বালু ভূমি যা হতে পানির ঝর্ণা উঠে থাকে; অবশ্য কামেল পীর খুবই দুর্লভ, ইহা তালাশেই জিবন পন চেস্টা কর।"*

কামেল পীর ও ভন্ড পীর উভয়ই পীর নামে পরিচিত। অথচ দুই জনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। যেমন কাক ও কোকিল দেখতে একই রকম কিন্তু তাদের কণ্ঠের আওয়াজ ভিন্ন। কামেল পীরের জবানে সর্বদাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমের কথা ফুটে থাকে; অপরদিকে নাকেস পীরের জবানে দুনিয়াবী বিভিন্ন প্রাপ্তি ও নাফছের কু-খায়েশের কথা থাকবে। কামেল পীরের সান্নিধ্যে মুরীদের ক্বাল্বের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে আল্লাহ মুখী হয়। আর ভন্ড পীরের সংস্পর্শে মুরীদের ভয়াবহ ক্ষতি হয়।

কামেল পীর ও ভন্ড পীর উভয়ই চেহারা সূরত ও পোশাক পরিচ্ছদ একই রকম। বরং ভন্ডের পোশাক পরিচ্ছদ ও চেহারা সূরত বেশী মার্জিত হয়। বাহিরের অবস্থা দৃষ্টে তাদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরহ। তবে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, কামেল পীর শরিয়তের যাবতীয় হুকুম আহকাম পালনে সদা ব্যস্ত থাকেন। আমলের দিকে তারা প্রখর দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু ভন্ড পীরেরা বই পুস্ত থেকে জ্ঞান

অর্জন করে ঠিকই তবে মানুষকে প্রতারণা ও ধোকা দেয়। তারা দুনিয়ার মোহে অন্ধ থাকে। তাদের উদ্দেশ্য যশ-খ্যাতি অর্জন এবং ধন সম্পদের পাহাড় গড়া। কামেল পীরের সংসর্গে মুরীদের অসৎ ও মন্দ কাজ করার খায়েশ দূরীভূত হবে। কোন অন্যায় কাজ করলে মনের মধ্যে তৎক্ষনাৎ অনুতাপ ও অস্থিরতা বিরাজ করবে। ইহার ফলে দেলে অমূল্য মতি জন্মিবে।

কামেল পীর লোভশূন্য হবেন; লোভী ব্যক্তি কখনও ফকির বা কামেল পীর হতে পারেনা। কামেল পীর সাধারণত আল্লাহ মুখী হয়, অপরদিকে নাকেস পীর দুনিয়ামুখী ও নাফছের পুজারী হয়। নিচে কামেল পীর তথা আল্লাহর ওলী চিনার জন্য বিষয়ে কয়েকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হল,

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابِ بْنِ عَاصِمٍ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْأَشْعَرِيُّ يَعْنِي الْقُمِّيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ تَعَالَى**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আউলিয়া কারা? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন: যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।"[২] এ সম্পর্কে আরেকটি সূত্র এভাবে রয়েছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُعَدِّلِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُلْوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ**

২. ইমাম ইবনে মুবারক: আয যুহদে ওয়ার রাকাইক, হাদিস নং ২১৭; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৫০৩৪; ইমাম দুলাভী: আল কুনা ওয়াল আসমা, হাদিস নং ৪৫০; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১১ তম খণ্ড, ১৯৪ পৃ:; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১১১৭১; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিছ, ৩য় খণ্ড, ৩০৩ পৃ:; ইমাম হাকেম তিরমিজি তাঁর "নাওয়াদেরুল উছুল" কিতাবে, ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃ:; ইমাম হায়ছামী তাঁর 'মজমুয়ায়ে' হাদিস নং ১৬৭৭৮; তাফছিরে ইবনে কাছির, ২য় খণ্ড, ৫২৪ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ খণ্ড, ৭৬ পৃ:; তাফছিরে খাজেন শরিফ, ২য় খণ্ড, ৪৫০ পৃ:; তাফছিরে আবু ছাউদ, ৩য় খণ্ড, ৫১৭ পৃ:; ইমাম তাবারানী তাঁর কবিরে, ১২তম খণ্ড, ১৩ পৃ:; ইমাম ইবনে আবীদ্ব দুনিয়া তাঁর 'আউলিয়া' গ্রন্থে হা: নং ১৬; মুসনাদে আহমদ,৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৫৯ পৃ:; তাফছিরে মায়ালেমুত তানজিল, ৩য় খণ্ড, ৯৯ পৃ:; ইমাম আবু নুয়াইম তাঁর 'হিলিয়া' গ্রন্থে ৭ম খণ্ড, ২৩১ পৃ:; তাফছিরে তাবারী শরিফ, ১১ তম খণ্ড, ১৪৫ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, ২১৪ পৃ.

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আউলিয়া কারা? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্বরণ হয়।"[৩]

হাদিসটি ইমাম আবু বকর বায্যার (রহঃ) তদীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে হাফিজুল হাদিস, ইমাম হায়ছামী (রহঃ) বলেন,

رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ شَيْخِهِ: عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الرَّازِيِّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا.

-"ইমাম বাজ্জার (রঃ) তার শায়েখ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আর তাকে আমি চিনিনা, এছাড়া বাকী সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত।"[৪]

সর্বোপরি হাদিসটি মারফুভাবে ছহীহ্ সূত্রে বর্ণিত আছে এবং একাধিক দ্বায়িফ সূত্রেও বর্ণিত আছে। পাশাপাশি মুরছাল রূপে ছহীহ্ ভাবে বর্ণিত আছে। অতএব, আল্লাহর ওলী বা কামেল পীর তিনিই হবে যাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে হবে তথা আল্লাহর ভয় ও রাসূলে পাক (ﷺ) এর মহব্বত অন্তরে পয়দা হবে। কামেল পীর অবশ্যই ইলমে জাহেরের পাশাপাশি ইলমে বাতেন অর্জন করে থাকেন। এই কারণেই তিনি আল্লাহর মারেফত সম্পর্কে জ্ঞাত হন ও অপরকে পথপ্রদর্শন করতে পারেন। তাইতো পবিত্র কোরআনে তাদেরকে হাদী ও মুর্শীদ বলা হয়েছে। এ জন্য ইসলামী দৃষ্টিতে জাহিরী ইলিমের পাশাপাশি বাতিনী ইলমের গুরুত্ব রয়েছে।

পবিত্র কোরআনে দুই প্রকার ইলম

পবিত্র কোরআনে দুই প্রকার ইলম রয়েছে। একটি হল ইলমে জাহের এবং আরেকটি হল ইলমে বাতেন। পবিত্র কোরআনের এই দুই প্রকার ইলম অর্জন করতে পারলেই ইসলামের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। যারা এই দুই প্রকার

৩. ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, ৬ পৃ.
৪. ইমাম হায়ছামী তাঁর 'মজমুয়ায়ে' হাদিস নং ১৬৭৭৮;

ইলম অর্জন করেছেন, তারাই মূলত কামেল পীর হতে পারেন। অন্যথায় তিনি পবিত্র কোরআনের নিগূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন না। পবিত্র কোরআনের দুই প্রকার ইলম সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، **عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: পবিত্র কোরআন সাত হরফে নাজিল করা হয়েছে, আর ইহার প্রত্যেকটি আয়াতের জাহেরী ও বাতেনী দিক রয়েছে।"[৫]

এই হাদিস সম্পর্কে প্রখ্যাত হাফিজুল হাদিস, ইমাম নূরুদ্দিন হায়ছামী (রঃ) বলেছেন, **وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.** অর্থাৎ, এটির একটি সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত। অতঃপর তিনি আরো বলেছেন: **فَرِجَالُ الْبَزَّارِ أَيْضًا ثِقَاتٌ.** অর্থাৎ, আর মুসনাদে বাজ্জার এর রাবীগণ অনুরূপ বিশ্বস্ত ।[৬]

হাদিসটি ফকিহ্ সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে মারফূ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পবিত্র কোরআনের জাহেরী বিদ্যা অর্জন করা হয় জাহেরী বিদ্যার আলিম ও উস্তাদের মাধ্যমে। অপরদিকে জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকার বিদ্যার জ্ঞানী হলেন মুত্তাক্বী বা পরহেযগার আলিম তথা কামেল-মোকাম্মেল পীর-মাশায়েখগণ। তাই তাদের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের উভয় প্রকার ইলম অর্জন করা সম্ভব।

---

৫. ইমাম তাহাবী: শারহু মুশকিলিল আছার, হাদিস নং ৩০৭৭ ও ৩০৯৫; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৭৫; ইমাম বাগভী: মাসাবিহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৩৫ পৃ: হাদিস নং ২৩৮; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২৬৩ পৃ:; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৫৪০৩ ও ৫১৪৯; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খণ্ড, ৪৫০ পৃ:; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৭৭৩; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ১০১০৭; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ২০৮১; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছগীর, ১ম জি: ১৬৩ পৃ:;

৬. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১১৫৭৯

পবিত্র কোরআনে ইলমে বাতিনের কথা কি আছে?

পবিত্র কোরআনে ইলমে বাতিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন হযরত খিজির (আঃ)কে ইলমে গায়েব তথা ইলমে বাতিন দান প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন,

آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

-"আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ রহমত দান করেছি এবং আমি তাঁকে (খিজিরকে) ইলমে লাদুন্নি দান করেছি।" (সূরা কাহাফ: ৬৫ নং আয়াত)

এই আয়াতের 'ইলমে লাদুন্নী' এর তাফছিরে প্রখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা কাজী নাছিরুদ্দিন বায়জাবী (রঃ) {ওফাত ৬৮৫ হি.} বলেন:

مما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب

-"আমি খিজির (আঃ) কে এমন কিছু শিখিয়ে দিয়েছি যা আমিই অবগত, আমি না জানালে কেউ এটি জানতে পারে না; আর এটিই হল ইলমে গায়েব।"[৭]

এ বিষয়ে রইছুল মুফাচ্ছেরীন ও ফকিহ্ সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বক্তব্য হচ্ছে,

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, খিজির (আঃ) বলেছিল: তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। (ইহা বলার কারণ) তিনি ইলমে গায়েব অবগত ছিলেন।"[৮]

এ বিষয়ে অপর তাফছিরে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী বরুছয়ী হানাফী (রঃ) {ওফাত ১১২৭ হি.} বলেন,

هو علم الغيوب والاخبار عنها باذنه تعالى على ما ذهب اليه ابن عباس رضى الله عنهما او علم الباطن

-"ইহা ইলমে গায়েব, এটির আল্লাহর ইচ্ছায় জানানো হয়, যেমনটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন। অথবা এটি ইলমে বাতেন।"[৯]

এই আয়াতের তাফছিরে 'আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (রঃ)' {ওফাত ৭৪১ হি.} তদীয় কিতাবে উল্লেখ আছে,

أي علم الباطن إلهاما -"ইহা ইলমে বাতেন, যা ইলহাম দ্বারা লাভ হয়।"[১০]

---

৭. তাফছিরে বায়জাবী, ২য় খণ্ড, ২১ পৃ.
৮. তাফছিরে তাবারী, ১৫তম খণ্ড, ২৭৯ পৃ.
৯. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খণ্ড, ৩০৯ পৃ.
১০. তাফছিরে খাজেন, ৩য় খণ্ড, ১৭১ পৃ.

প্রিয় পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন! হযরত খাজা খিজির (আঃ) কোন নবী নন, বরং একজন নেক বান্দাহ্ ও আল্লাহর ওলী। অথচ পবিত্র কোরআনের ভাষায় মহান আল্লাহ পাক তাকে ইলমে লাদুন্নী বা ইলমে বাতিন দান করেছেন। যাকে অনেকে ইলমে গায়েব বলেছেন। (সুবহানাল্লাহ)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কিছু বান্দা রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ পাক ইলমে বাতিন দান করেন। যাদেরকে আল্লাহ পাক ইলমে বাতিন দান করেন তারাই আল্লাহ পাকের দয়ায় কামেল পীর বা মুর্শীদ (পথপ্রদর্শক) হতে পারে।

হাদিসের আলোকে ইলম দুই প্রকার

ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে ইলম দুই প্রকার, যথা ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেন। যেমন ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনু আলী বাগদাদী (রহঃ) ওফাত ৪৬৩ হিজরী, যিনি খতিবে বাগদাদী (রহঃ) নামে প্রসিদ্ধ, তিনি নিজ সনদে বর্ণনা করেন, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন-

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُكَيْرٍ النَّجَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ العَبَّاسِ الْمُسْتَمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ الْقَاضِي النَّفَّرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ نِفَّرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ **عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعلم علمَان علم فِي الْقلب فَذَاك الْعلم النافع وَعلم على اللِّسَان فَذَاك حجَّة الله على ابْن آدم**

-"হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: ইলম দুই প্রকার। একটি ইলম থাকে ক্বাল্বের ভিতরে যার আসল ও উপকারী ইলম, আরেকটি থাকে জ্বিহবার উপরে যা আদম সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলা পক্ষে দলিল।"[১১]

এই হাদিস উল্লেখ করে হাফিজুল হাদিস ইমাম মুনজিরী (রঃ) বলেন,

---

১১. খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ৫ম খণ্ড, ৫৬৮ পৃ: হাদিস নং ১৫৮০; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড ৫৮ পৃ: হাদিস নং ২৮৬৬৭; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খণ্ড, ৭২ পৃ: হাদিস নং ১৩৯; ইমাম মানাভী: ফায়জুল কাদির, হাদিস নং ৮৩১৪; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৭৯৮৭

رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب فِي تَارِيخه بِإِسْنَاد حسن

-"হাফিজ আবু বকর খতিব (রহঃ) তাঁর তারিখে 'হাছান' সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"[১২]

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস, ইমাম যায়নুদ্দিন ইরাকী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

وأسنده الْخَطِيب فِي التَّارِيخ من رِوَايَة الْحسن عَن جَابر بِإِسْنَاد جيد

-"হাছান বছরী হযরত জাবের (রাঃ) হতে খতিবে বাগদাদীর সনদটি অতিউত্তম।"[১৩] এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম মানাভী (রঃ) বলেছেন,

عَن الْحسن الْبَصْرِيّ مُرْسلا وَإِسْنَاده صَحِيح خطّ عَنهُ عَن جَابر وَإِسْنَاده حسن

-"হাছান বছরী (রঃ) থেকে ছহীহ্ সনদে এবং তারিখে বাগদাদে হাছান বছরী (রঃ) হযরত জাবের (রাঃ) থেকে হাছান সনদে বর্ণনা করেছেন।"[১৪]

আল্লামা ইমাম আব্দুর রউফ মানাভী (রঃ) অন্যত্র আরো বলেন,

عن الحسن البصري مرسلا قال المنذري: إسناده صحيح وقال الحافظ العراقي: إسناده صحيح (خط عنه) أي الحسن عن جابر مرفوعا قال المنذري: إسناده صحيح قال الحافظ العراقي: وسند جيد وقال السمهودي: إسناده حسن ورواه أبو نعيم والديلمي عن أنس مرفوعا

-"হযরত হাছান বছরী (রঃ) মুরছালরূপে বর্ণনা করেছেন, ইহার সনদ ছহীহ। হাফিজ ইরাকী (রঃ) বলেছেন: এর সনদ ছহীহ্। খতিবে বোগদাদী (রঃ) হাছান বছরী (রঃ) হতে তিনি হযরত জাবের (রাঃ) হতে মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুনজেরী (রঃ) বলেন: এর সনদ ছহীহ্। হাফিজ ইরাকী (রঃ) বলেন: এর সনদ যায়্যেদ বা অতি-উত্তম। ছামহুদী (রঃ) বলেন: এর সনদ হাছান। আবু নুয়াইম ও দায়লামী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মারফূরূপে ইহা বর্ণনা করেছেন।"[১৫]

এই হাদিস সম্পর্কে মাওলানা উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন,

---

১২. ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খণ্ড, ৭২ পৃ: হাদিস নং ১৩৯;

১৩. হাফিজ ইরাকী: তাখরিজু আহাদিছিল এহইয়া, ১ম খণ্ড, ৭১ পৃ: হাদিস নং ২;

১৪. ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শারহে জামেইছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ১৫৭ পৃ:;

১৫. আল্লামা মানাভী: ফায়জুল কাদীর, ৫৭১৭ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

وأخرجه الخطيب في تاريخه، عن الحسن، عن جابر مرفوعاً بإسناد حسن، وأبونعيم في الحلية، والديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعاً، العلم عن الحسن مرسلاً بإسناد صحيح،

-"খতিবে বাগদাদী (রঃ) তাঁর তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে হযরত হাছান বছরী (রঃ) হতে, তিনি হযরত জাবের (রাঃ) হতে মারফূরূপে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু নুয়াইম (রঃ) তার হিলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে ও দায়লামী (রঃ) তার মুসনাদে ফেরদৌস গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। হযরত হাছান বছরী (রহঃ) থেকে মুরছাল রেওয়ায়েতটির সনদ ছহীহ।"[১৬] এ বিষয়ে ইমাম দায়লামী (রহঃ) তদীয় কিতাবে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন,

عن عَائِشَة الْعلم علمَان فَعلم ثَابت فِي الْقلب وَعلم فِي اللِّسَان فَذَلِك حجَّة على عباده

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক প্রকার ইলম ক্বাল্বের মধ্যে প্রমাণিত, আরেক প্রকার ইলম জিহ্বার উপর যা বান্দার জন্য প্রমাণ।"[১৭] এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قال: ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ الْمِسْمَعِيُّ قال: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ قال: ثنا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ **عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على بني آدم**

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: ইলম দুই প্রকার। একটি ইলম থাকে ক্বাল্বের ভিতরে যা আসল উপকারী ইলম, আরেকটি ইলম থাকে জ্বিহবার উপরে যা আল্লাহ তা'আলা পক্ষে দলিল।"[১৮] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

---

১৬. মুবারকপুরী: মেরআত শরহে মেসকাত, ২৭২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

১৭. মুসনাদে ফেরদৌস, হাদিস নং ৪১৯৪;

১৮. ইমাম আবুশ শায়েখ ইস্পাহানী: তাবকাতুল মুহাদ্দেছীন, ৪র্থ খণ্ড, ১০১ পৃ:; ইমাম আবুল কাশেম ইসমাঈল ইস্পাহানী: আত্তারগীব ওয়া তারহীব লি'কাওয়াইমিস সুন্নাহ, হাদিস নং ২১৩৯; তারতিবুল

أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، **عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ ,وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَتِلْكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ**

-"হযরত হাছান (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইলম হচ্ছে দুই প্রকার। একটি থাকে ক্বাল্বের ভিতর যা মূলত উপকারী ইলম, আরেকটি থাকে জ্বিহবার উপর, যা আল্লাহ তা'আলা পক্ষে দলিল।"[১৯]

এই হাদিস সকল ইমামদের মতে ছহীহ্। উপরে উল্লেখিত ৩টি রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়, ইসলামী জ্ঞানে ২ প্রকার ইলম বা জ্ঞান রয়েছে, তথা জাহেরী ইলম ও বাতেনী ইলম। মুমিনের জীবনে উভয় প্রকার বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে উভয় প্রকার ইলম অর্জন করতেন। যেমন এই ইলম সম্পর্কে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) বলেছেন,

وَعَنِ الْحَسَنِ: أَيِ: الْبَصْرِيِّ قَالَ: الْعِلْمُ: أَيِ الْمَعْرِفَةُ أَوِ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ عِلْمَانِ أَيْ: نَوْعَانِ

-"হযরত হাছান অর্থাৎ বাছরী, তিনি বলেছেন: ইলম তথা মারিফতের ইলম অথবা শরিয়াতের এলেম দুই প্রকার।"[২০] তিনি আরো বলেছেন,

وَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى عِلْمِ الْبَاطِنِ، وَالثَّانِي عَلَى عِلْمِ الظَّاهِرِ،

-"প্রথম ইলম দ্বারা ইলমে বাতেন বহন বুঝায় এবং দ্বিতীয়টি হল জাহিরী (বাহ্যিক) ইলম।"[২১]

আমালী, হাদিস নং ৩০০; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খণ্ড, ৭২ পৃ: হাদিস নং ১৩৭; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ২৮৯৪৬; মুসনাদে ফেরদৌস;

১৯. মেসকাত শরীফ, ৩৭ পৃ: হাদিস নং ২৭০; সুনানু দারেমী, ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃ: হাদিস নং ৩৭৬; মুছান্নাফু ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩৪৩৬১; ইমাম ইবনে আব্দিল বার্: জামেউল বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী, হাদিস নং ১১৫০; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খণ্ড, ৪৭৮ পৃ: ২৭০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২০. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শারহে মিসকাত, ২৭০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২১. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শারহে মিসকাত, ২৭০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

সুতরাং ইসলামী জ্ঞানে দুই প্রকার ইলম রয়েছে, একটি হল ইলমে জাহের ও আরেকটি হল ইলমে বাতেন। এই দুই প্রকার ইলম যিনি অর্জন করতে পারেন তিনি কামেল পীর হতে পারেন যাকে মুহাক্কিক মু'মীন বলা হয়। যেমন ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) উল্লেখ করেন,

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ،

-"ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি শরিয়তের গভীর জ্ঞান অর্জন করল কিন্তু তাসাউফ অর্জন করলনা সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি তাসাউফ অর্জন করল কিন্তু শরিয়তের গভীর জ্ঞান অর্জন করলনা সে কাফির। আর যে ব্যক্তি দুইটি বিদ্যা অর্জন করল সেই প্রকৃত মুমিন।"[২২]

তাই শরিয়তের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাসাউফের জ্ঞান যে ব্যক্তি হাছিল করেছে সে ব্যক্তিই মুহাক্কিক মু'মীনে কামিল তথা কামেল পীর হতে পারে। ইসলামে এই দুই ধরণের ইলম অর্জনের কথাই রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জাহেরী ইলম অর্জনের পাশাপাশি বাতিনী ইলম অর্জন করেছে। যেমন ছহীহ্ রেওয়ায়েতে আছে-

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا البُلْعُومُ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করিম (ﷺ) এঁর কাছ থেকে দুই প্রকার ইলম অর্জন করেছি। এক প্রকার ইলম আমি লোক সমাজে প্রচার করি। আরেক প্রকার ইলম যদি আমি লোক সমাজে প্রচার করি তাহলে লোকেরা আমার কণ্ঠনালী কেটে ফেলবে।"[২৩]

সুতরাং প্রমাণিত হল, আল্লাহর নবী (ﷺ) দুই প্রকার ইলম শিক্ষা দিতেন। এ জন্যেই বলা হয় যারা এই দুই প্রকার ইলম অর্জন করেছেন তারাই মু'মীনে কামেল তথা কামেল পীর। তাদের কাছে যারা বায়াত হন তাদেরকে প্রচলিত

---

২২. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শারহে মিসকাত, ২৭০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২৩. ছহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, ২২ পৃ: হাদিস নং ১২০; মেসকাত শরীফ, ২৭১ নং হাদিস;

ভাষায় বলা হয় 'মুরিদ'। 'মুরিদ হওয়া' কথাটিকে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ভাষায় বলা হয় 'বায়াত হওয়া'। অপরদিকে প্রচলিত 'পীর' হল কোরআনের ভাষায় **مرشد** 'মুর্শীদ'। আর মুর্শীদ বা পীর তিনিই হবে যিনি পর্যায়ক্রমে মাশায়েখে কেরাম মাধ্যমে রাসূলে পাক (ﷺ) এর খেলাফতপ্রাপ্ত বা এজাযতপ্রাপ্ত হবেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বায়াতের ফাতওয়া হয়ে থাকে। যেমন বায়াত হওয়া অনেক সময় ওয়াজিব, আবার অনেক সময় মুস্তাহাব হয়। অনেকটা বিবাহের মাসয়ালার মতই। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাত কিন্তু যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকলে বিবাহ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে যায়। তেমনিভাবে মারাত্মক ফাসিকদের জন্য কামেল পীরের বায়াত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, অন্যথায় বায়াত হওয়া ওয়াজিব নয়। কোন কোন তাসাউফপন্থিগণ বায়াত হওয়াকে আরো কঠিন গুরুত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বায়াত হওয়ার কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন,

১. আনুগত্যের বায়াত।

২. জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বায়াত।

৩. খোদা প্রাপ্তিতত্ত্বজ্ঞান তথা জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা হাছিলের উদ্দেশ্যে বায়াত। যাকে তাজকিয়ায়ে নাফছ এর বায়াত বলা হয়।

আনুগত্যের বায়াত (পুরুষের)

যেকোন ভাল কাজ করা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে একজন শায়েখ বা মুর্শীদের কাছে বায়াত হওয়া। যে কোন ভাল কাজের জন্য ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (রঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূল (ﷺ) এর নিকট তাঁর কথা শ্রবণ করব ও মেনে

চলব বলে বায়াত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি বলতেন: তোমরা যা পার।"[২৪] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، **عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ،**

-"হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলে করিম (ﷺ)'র কাছে বায়াত হয়েছি যে, আমরা সুখে ও দুঃখে তিঁনার কথা শুনব ও আনুগত্য করব।"[২৫] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ، مَوْلَى ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ **أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، فَقَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলে পাক (ﷺ)'র কাছে তিঁনার কথা শুনা ও তিঁনার আনুগত্য করার বিষয়ে বায়াত হয়েছি। তখন তিঁনি বলতেন: তোমরা যা পার।"[২৬] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَايَعْنَا نَبِيَّ اللهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ**

-"হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর নবী (ﷺ)'র কাছে হুদাইবিয়ার দিন বায়াত হয়েছি যে, আমরা উদাসীন হবো না।"[২৭] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

---

২৪. মুয়াত্তায়ে মালেক, ৩৮৫ পৃ: হাদিস নং ৮১১; মেসকাত শরীফ, ৩১৯ পৃ:; ছহীহ্ বুখারী হাদিস নং ৭১৪৪; ছহীহ্ মুসলীম; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৫২৮২; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ২৬২৬; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৭ম খণ্ড, ২২৫ পৃ:;

২৫. ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ১৭৯৮৩; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৭১৯৯; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৫৪৭;

২৬. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২২০৩

২৭. মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ১৪১১৪; মুসনাদু আবী ইয়ালা, হাদিস নং ২৩০১; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৯১৫;

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، **عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلاَ تُبَايِعُ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي**

-"হযরত ছালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর নবী (ﷺ) এর কাছে বাবলা গাছের নিচে বায়াত হয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, হে ছালামাহ! তুমি কি বায়াত হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রথমবার আপনার কাছে বায়াত হয়েছি, এখন দ্বিতীয়বার বায়াত হলাম।"[২৮]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, **একজন ব্যক্তি একজন পীরের কাছে একাধিকবার বায়াত হতে পারবে, এটা তার জন্য বৈধ হবে।** এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদিনে দুইবার রাসূলে পাক (ﷺ)'র কাছে বায়াত হয়েছি।"[২৯] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ **عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ**

-"হযরত মাকিল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলে আকরাম (ﷺ)'র কাছে বায়াত হয়েছি।"[৩০] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ

---

২৮. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস ন ৭২০৮;

২৯. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৬৩৪৫;

৩০. ছহীহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৪৫৫১;

الْجَوْهَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَوا: ثنا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، **عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْلِ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءَ**

-"হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহিলারা যেমনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছে তেমনি আমরাও প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি।"[৩১] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، **عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي هَذِهِ، فَقَبَّلْنَاهَا، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ**

-"হযরত সালামাতা ইবনে আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার এই হাতে রাসূলে করিম (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি। ফলে তিনি ইহাকে গ্রহণ করলেন, এরুপ করাতে অপছন্দ করলেন না।"[৩২] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَتَّابًا، مَوْلَى ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ **أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي هَذِهِ يَعْنِي الْيُمْنَى عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ،**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর কাছে এই হাতে অর্থাৎ ডান হাতে বায়াত হয়েছি যেন তিনার কথা শুনি ও তিনার আনুগত্য করি।"[৩৩]

এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদিস বর্ণিত রয়েছে। উপরে উল্লেখিত পবিত্র হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, যে কোন ভাল কাজের জন্য এবং মন্দ কাজ থেকে বেচে থাকার উদ্দেশ্যে আনুগত্যের নিয়তে শায়েখ বা পীরের নিকট বায়াত হওয়া জায়েয ও সুন্নাতে সাহাবা।

আনুগত্যের বায়াত (মহিলাদের)

৩১. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ২২৬০;

৩২. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৬৫৭;

৩৩. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৭৬৩;

রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর যামানায় মহিলারাও বায়াত হয়েছেন। এ সম্পর্কে বহু সংখ্যক দালাইল রয়েছে। এ বিষয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। যেমন এই মর্মে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ.... فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-"ওহে আমার নবী! যখন আপনার কাছে মু'মীন মহিলারা বায়াত হতে আসবে এই মর্মে যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক করবেনা, চুরি করবেনা, যিনা করবেনা, সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা,..... আপনি তাদেরকে বায়াত করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা মুমতাহিনা: ১২ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, হযরত রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে মহিলা সাহাবীগণ সৎ কাজ করার জন্য ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বায়াত হয়েছেন। আর ইহা সরাসরি পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، **عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَرَأَ عَلَيْنَا {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا}** [الممتحنة: 12] **وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ**

-"হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি, অতঃপর তিনি পাঠ করলেন: তোমরা আল্লাহর সাথে কিছু শরীক করোনা এবং তিঁনি আমাদের বিলাপ করতে নিষেধ করলেন।"[৩৪] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، **عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَسْرِقَ، الْآيَةَ كُلَّهَا،**

৩৪. ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭১০৪; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৪৮৯২ ও ৭২১৫;

-"হযরত উমায়মাতা বিনতে রুকাইবা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে আমি বায়াত হয়েছি। তিঁনি আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যেন চুরি না করি... (সম্পূর্ণ আয়াত)।"[৩৫] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي حَمَادَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ **عَنْ عَمَّتِهَا آمِنَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ لَيْلَى، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،**

-"আমিনা বিনতে আব্দির রহমান তিনার দাদী উম্মু লায়লা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা রাসূল পাক (ﷺ) এর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছি।"[৩৬] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ أَبُو سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ الْإِسْوَارِيُّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، **عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَفِيفٍ، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا تُحَدِّثْنَ الرَّجُلَ إِلَّا مُحْرِمًا، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ**

-"জনৈক মহিলা যাকে উম্মু আফিফ বলা হয়, তিনি বলেন: আমরা রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি যখন তিনি মহিলাদের বায়াত করান। তিনি তাদের কাছ থেকে অঙ্গিকার নেন যে, মুহরিম পুরুষ ব্যতীত কারো সাথে যেন কথা না বলি এবং আমাদের মায়্যেতের জন্য সূরা ফাতেহা যেন পরি।"[৩৭] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، **عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ**

৩৫. মুসনাদু আবী দাউদ ত্বায়ালিছী, হাদিস নং ১৭২৬;

৩৬. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৩৩৪;

৩৭. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৪১০;

-"সালমা বিনতে ক্বায়েছ (রাঃ) বলেন, আমরা আনসার মহিলাদের সাথে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি।"[৩৮] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

نا عَلِيٌّ نا أَحْمَدُ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا وَرْقَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ **عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ وَكَانَتْ خَالَةَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

-"উমাইমাতা বিনতে রুকাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ফাতেমা বিনতু রাসূলিল্লাহ (ﷺ) এর খালা ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি।"[৩৯] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ: ذَكَرَهُ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، **عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ، تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ مَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ،**

-"মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি উমাইমাতা বিনতে রুকাবা (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি। মু'মীন মহিলাদের জন্য তিনি যে শর্ত দিতেন আমাকেও সেই শর্ত দিলেন।"[৪০]

এ বিষয়ে বহ সংখ্যক হাদিস বর্ণিত রয়েছে। উপরে উল্লেখিত পবিত্র কোরআনের আয়াত ও পবিত্র হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, মহিলারা যে কোন ভাল কাজের জন্য এবং মন্দ কাজ থেকে বেচে থাকার উদ্দেশ্যে শায়েখ বা পীরের নিকট পর্দার আড়াল থেকে শরিয়ত সম্মতভাবে বায়াত হতে পারবে।

নসিহত প্রদানের উদ্দেশ্যে বায়াত

৩৮. মুসনাদু ইসহাক্ব ইবনে রাহ্‌বিয়া, হাদিস নং ২২০৭; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ২৭৩৭৫;
৩৯. সুনানু দারা কুতনী, হাদিস নং ৪২৮৪;
৪০. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৯১৮৫;

প্রিয় রাসূল (ﷺ)'র কাছে সাহাবীগণ সাধারণ মুসলমানদেরকে উত্তম নসিহত প্রদানের উদ্দেশ্যে বায়াত হয়েছেন। যেমন এ বিষয়ে নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

ثنا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُوَيْهِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، **عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّصِيحَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ**

-"হযরত জারির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলে পাক (ﷺ) এর কথা শুনা ও তিনার আনুগত্য করার উপর বায়াত হয়েছি। নসিহত সকল মুসলীমের জন্য, আর তিনার বায়াত ইসলামের জন্য আর নসিহত সকল মুসলীমের জন্য।"[৪১]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, **وَالنَّصِيحَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ** সাধারণ মু'মীন মুসলমানদের জন্য উত্তম নসিহত প্রদানের জন্য বায়াত হওয়া জায়েয। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়-

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، **عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ**

-"হযরত জারির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি যে, সালাত কায়েম করব, যাকাত প্রদান করব, প্রত্যেক মুসলীমকে নসিহত দিব।"[৪২]

সুতরাং এই হাদিস গুলো প্রমাণিত হয়, মানুষদেরকে উত্তম নসিহত প্রদানের উদ্দেশ্যে বায়াত হওয়া জায়িয। পীর-মাশায়েখগণের কাছে সাধারণত লোকেরা তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ তথা আত্মশুদ্ধির নসিহত লাভ ও লোকদেরকে উক্ত নসিহত

৪১. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ২৪৭২;

৪২. ইমাম তাবরানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৫৮৫; মুজামে ইবনে আরাবী, হাদিস নং ১২৩৮; সুনানু দারেমী, হাদিস নং ২৫৮২; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ১৯১৬৩; সুনানু নাসাঈ, হাদিস নং ৪১৫৭

প্রদানের উদ্দেশ্যে বায়াত হয়ে থাকেন। যেটা মূলত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অন্তর্ভূক্ত। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, **تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** -"তোমরা সৎকাজে আদেশ দাও এবং অসৎ কাজের নিষেধ করো।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১১০)

জিহাদের জন্য বায়াত

জেহাদের ময়দানে যুদ্ধ করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবীজি (ﷺ) এঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর প্রমাণ হল 'বাবলা গাছের' নিকট সাহাবায়ে কেরাম হযরত উছমান (রাঃ) এর হত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে জেহাদ করার জন্য তাঁরা নবী করিম (ﷺ) এর হাঁত মুবারকে হাঁত রেখে বায়াত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, হযরত উছমান (রাঃ) কে হত্যার গুজব রটেছিল, মূলত হযরত উছমান (রাঃ) কে তখন হত্যা করা হয়নি। জেহাদের জন্য বায়াত হওয়ার বিষয়ে ছহীহ্ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، **عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى الإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَدًا**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মুহাজির ও আনছার সাহাবীরা খন্দকের যুদ্ধের সময় খাল খনন করছিল। ফলে তাদের মাথায় মাটি লেগেছিল। তখন তারা সবাই বলতেছিল: আমরা নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে বায়াত হয়েছি যে, যতদিন বেচে থাকব ইসলামের উপর থাকব।"[৪৩] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، سَمِعْتُ **أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدَقِ تَقُولُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى الجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا**

৪৩. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ২৮৩৫; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৭৩২;

-"হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আনসারগণ বলতে লাগল, আমরা সেই লোক যারা নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ)'র কাছে যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন জিহাদ করার বায়াত গ্রহণ করেছি।"[৪৪]

সুতরাং সাহাবীগণ রাসূলে আকরাম (ﷺ)'র কাছে জিহাদের জন্য বায়াত গ্রহণ করেছেন এবং বহু যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তাই জেহাদের জন্য বায়াত হওয়া জায়েয ও সুন্নাতে সাহাবা। তবে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা ফরজে কেয়াফা।[৪৫]

ইলম অন্বেষণের জন্য বায়াত

শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মা'রিফত তথা ইসলামের জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা অর্জনের জন্য কামেল পীরের নিকট বায়াত হওয়ার শরিয়তে বিধান রয়েছে। এটা মূলত জ্ঞান আহরণের জন্য বায়াত। কেননা মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ)'র তরফ থেকে ইলম অর্জন করা ফরজ বা আবশ্যক করা হয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে আছে,

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حفص بن سليمان، حَدَّثنا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، **عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.**

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।"[৪৬]

---

৪৪. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৭৯৬;

৪৫. এ বিষয়ে বিস্তারিত মাসয়ালা রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে শুধু হুকুমটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৬. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৪; ইমাম বায়হাক্বী: শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ১৫৪৭; মেসকাত শরীফ, ৩৪ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৮ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, ৬০ পৃ:; ইমাম বাগভী: মাসাবিহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃ:; মাদখাল লিল বায়হাক্বী, হাদিস নং ৩২৯; মুসনাদে শিহাব, হাদিস নং ১৭৫; ইমাম তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ৩৩৭৫; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ১০৪৩৯; ইমাম তাবারানী: মু'জামুছ ছাগীর, হাদিস নং ২২; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৬৭৪৬; মু'জামু আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩২০; মু'জামু ইবনে

এই হাদিসটি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে **ابْنِ سِيرِينَ** 'ইবনে সিরিন' ব্যতীত আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে। যেমন,

نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، نا الْمُثَنَّى بْنُ دِينَارٍ، **عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**

-"হযরত মুছান্না ইবনে দিনার (রঃ) সূত্রে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।"[৪৭]

অতএব, উক্ত হাদিসটি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মোট **১১**টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ফলে সবকটি সূত্র একত্রিত হয়ে অবশ্যই ক্বাবী বা শক্তিশালী রেওয়ায়েত হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এ বিষয়ে মোট ৮ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৮৫টি হাদিসের কিতাবে উক্ত হাদিস মারফূ রূপে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য আমার লিখিত "ওহাবীদের ঘোষিত অনেক জাল হাদিসই আল হাদিস" কিতাব দেখার অনুরুধ রইল। এই হাদিস সম্পর্কে চূড়ান্ত গবেষণা করে আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেছেন,

لَكِنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ وَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. -"কিন্তু এর অনেক গুলো সূত্র রয়েছে যা এক অপরকে শক্তিশালী প্রমাণ করেছে।"[৪৮] হাফিজুল হাদিস ইমাম ইরাকী (রহঃ) এর অভিমত,

قَالَ الْعِرَاقِيُّ. قَدْ صَحَّحَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ بَعْضَ طُرُقِهِ، -"ইরাকী বলেন: কিছু আইম্মাগণ এর কোন কোন সূত্রকে ছহীহ্ বলেছেন।"[৪৯] ইমাম আব্দুর রউফ মানাভী (রঃ) বলেন: **وَأَسَانِيده ضَعِيفَة لَكِن تقوى بِكَثْرَة طرقه** -"ইহার প্রত্যেকটি সনদ দুর্বল, কিন্তু প্রচুর সূত্র থাকার কারণে ইহা শক্তিশালী হয়েছে।"[৫০]

আরাবী, হাদিস নং ৩১২; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ২০০৮; ইমাম বাগভী: শারহু সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃ:; ইমাম আজলুনী: কাশফুল খফা, হাদিস নং ১৬৬৫;

৪৭. মুজামে ইবনে আরাবী, হাদিস নং ২০৯৫;

৪৮. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ২১৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

৪৯. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ২১৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

৫০. আল্লামা মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ১১৫ পৃ:;

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে বদরুদ্দিন যারকাশী শাফেয়ী (রঃ) ওফাত ৭৯৪ হিজরী এবং ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) বলেন: **فَالْحَدِيث حسن** -"এই হাদিস হাছান।"[৫১] হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আস্কালানী (রহঃ) বলেছেন, **وهو حسن.** -"ইহা হাছান।"[৫২]

ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে রাসূলে আকরাম (ﷺ) বিভিন্নভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন এ বিষয়ে নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ زِيَادٍ، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ عَامِرٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَا: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبُو عَاتِكَةَ الْبَصْرِيُّ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ حدثنا أَبُو عَاتِكَةَ الْبَصْرِيُّ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**

-"হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেছেন: এলম অর্জন কর যদিও চীনে হয়। কেননা সকল মুসলমানের জন্য এলেম অর্জন করা ফরজ।"[৫৩]

এই হাদিস সম্পর্কে **ইমাম আবু বকর বায়হাক্বী (রহঃ)** বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ مَتْنُهُ مَشْهُورٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ -"এই হাদিসের মতন মশহুর বা সু-পরিচিত আর সনদ 'দ্বায়িফ'।"[৫৪]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম আব্দুর রউফ মানাভী (রহঃ) বলেছেন,

---

৫১. আত তাজকিরা ফি আহাদিছিল মুশতাহিরা, ১ম খণ্ড, ৪২ পৃ:; আদ দুরারুল মুনতাশিরা ফি আহাদিছিল মুশতাহিরা, হাদিস নং ২৮৩;

৫২. ইমাম আজলুনী: কাশফুল খাফা, ২য় খণ্ড, ৪৯ পৃ:;

৫৩. ইমাম বায়হাক্বী: শুআবুল ঈমান, ২য় খণ্ড, ৭২৪ পৃ: হাদিস নং ১৫৪৩; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৯৫; ইমাম বায়হাক্বী: আল মাদখাল, হাদিস নং ৩২৫; জামেউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী, হাদিস নং ২০; ইমাম ইবনে আদী তাঁর 'কামিল' গ্রন্থে, ৪৯৬৩ নং রাবীর ব্যাখ্যায়; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খণ্ড, ৪০২ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১০ খণ্ড, ৬০ পৃ: হাদিস নং ২৮৬৯৭; খতিবে বোগদাদী তাঁর 'তারিখে' ১০ম খণ্ড, ৪৯৭ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিছ, ১ম খণ্ড, ৪৬৩ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ১৯২৫; ইমাম উকাইলি তাঁর 'কিতাবুদ দ্বোয়াফায়' ১ম খণ্ড, ২৩০ পৃ:; ইমাম আবু নুয়াইম: তারিখে ইছবাহানে, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃ:;

৫৪. ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ২য় ড, ৭২৪ পৃ:;

عَن أنس بن مَالك قَالَ الْبَيْهَقِيّ مَتنه مَشْهُور وَأَسَانِيده ضَعِيفَة وَقَالَ غَيره يرتقي بِمَجْمُوع طرقه إِلَى الْحسن

-"হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেছেন: এই হাদিসের মতন মশহুর বা সু-পরিচিত আর সনদ 'দ্বায়িফ'। অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, সকল রেওয়ায়েত একত্রিত হয়ে ইহার মর্যাদা হাছান এর স্তরে পৌছবে।"[৫৫]

সুতরাং উল্লেখিত হাদিস গুলো প্রতিয়মান হয়, ইলম অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ, সেটা যত দূরেই হোক। এখানে মুসলমান বলতে নারী-পুরুষ সকলকেই বুঝানো হয়েছে। পাশাপাশি 'ইলম' বলতে জাহেরী ইলম এবং বাতেনী ইলম উভয়কেই 'মত্বলকান' বা সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে। কারণ পূর্বেই একাধিক ছহীহ্ হাদিস দ্বারা আলোচনা করেছি যে, ইসলামে দুই প্রকার ইলম রয়েছে যথা: জাহেরী ইলম ও বাতেনী ইলম। আর এ দিকে লক্ষ্য করে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) বলেছেন,

واما لعلم اللدني فى الذي يسمون أهلها بالصوفية الكرام فهو فرض عين

-"সূফী-সাধকের মাধ্যমে আরেক প্রকার ইলমে লাদুন্নীর কথা শুনা যায়, আর এটা অর্জন করাও ফরজে আইন।"[৫৬]

ইলমে লাদুন্নী তথা ইলমে বাতেন অর্জন করার বায়াত মূলত শায়েখের কথা শুনা ও তিনার আনুগত্যের বায়াতের অন্তর্ভূক্ত। আর এ ধরণের বায়াত সাহাবীগণ প্রিয় রাসূল (ﷺ)'র কাছেও হয়েছেন। কেননা এ বিষয়ে হাদিস শরীফে আছে,

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، **عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ،**

৫৫. ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শারহি জামেইছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ১৬৪ পৃ:;
৫৬. তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৯ পৃ:;

-"হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলে করিম (ﷺ)'র কাছে বায়াত হয়েছি যে, আমরা সুখে ও দুঃখে তিঁনার কথা শুনব ও আনুগত্য করব।"[৫৭]

এ বিষয়ে আরো অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে যা অত্র কিতাবের প্রথম দিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মুর্শীদের কথা শুনার মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণ করা ও তিনার আনুগত্যের বায়াত হওয়া সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ইলম অর্জন বলতে জাহেরী ইলম ও বাতেনী ইলম উভয়ই সম্পৃক্ত। আপন মুর্শীদের মাধ্যমে এরুপ জ্ঞান অর্জন করা ফরজ বা আবশ্যক। আর এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ) ইলমে লাদুন্নী অর্জন করার জন্য হযরত খাজা খিজির (আঃ) এর কাছে গিয়েছিলেন, যা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। ইলম অন্বেষণের বিষয়টি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، **عَنْ سَخْبَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى**

-"হযরত সাখবারাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করবে, তার জন্যে তার পূর্ববর্তী পাপ সমূহ কাফ্ফারা হয়ে যাবে।"[৫৮] এ কারণেই ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেন হাসিলের জন্য শায়েখ বা মুর্শীদের প্রয়োজন হয়।

---

৫৭ ইমাম বায়হাক্বীঃ মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ১৭৯৮৩; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৭১৯৯; ছহীহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৪৫৪৭;

৫৮. জামে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৪৮; সুনানে দারেমী শরীফ, ১ম খণ্ড, ১৪৯ পৃঃ হাদিস নং ৫৮০; ইমাম ইবনে কানেঈঃ মুজামু ছাহাবা, ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃঃ; ইমাম আবু নুয়াইমঃ মারেফাতুস সাহাবা, হাদিস নং ৩৬৫৬; ইমাম ইবনুল আছিরঃ উসদুল গাবা, ১৯৪৩ নং রাবীর ব্যাখ্যা; ইমাম আসকালানীঃ আল ইছাবা ফি তামিজিছ ছাহাবা, রাবী নং ৩১০৫; ইমাম ছিয়তীঃ জামেউস ছাগীর, হাদিস নং ১২৪৬১; মেসকাত শরীফ, ২২১ নং হাদিস; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারীঃ মেরকাত শরহে মেসকাত, ১ম খণ্ড, ৪৩৬ পৃঃ; জামেউল উসুল, হাদিস নং ৫৮২৮; তুহফাতুল আশরাফ, হাদিস নং ৩৮১৩; হাফিজ ইবনে কাছিরঃ জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃঃ; ইত্তেহাফু মিহরাত, হাদিস নং ২৪৬০৬; ইমাম ছিয়তীঃ ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ১২০১৩; ইমাম হিন্দীঃ কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ২৮৭০০; মুসনাদে জামে, হাদিস নং ৩৯৮৮;

কোন কোন নিয়মে বায়াত হওয়া যায়

আল্লাহর হাবীব রাসূলে করিম (ﷺ)'র হাদিস দ্বারা জানা যায়, ৩টি নিয়মে বায়াত হাছিল করা যায়। যেমন ১. পীরের হাতে হাত রেখে, ২. জবানে জবান মিলিয়ে ও ৩. পীরের স্বীকৃতির মাধ্যমে।[৫৯] নিচে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা দলিল উল্লেখ করা হল।

হাতে হাত রেখে বায়াত

বায়াত হওয়ার অন্যতম নিয়ম হল হাতে হাত রেখে বায়াত হওয়া। প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর সাহাবীগণ এভাবেও বায়াত গ্রহণ করতেন। এ দিকে ঈশারা করেই মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

-"নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বায়াত হয়েছে ও হবে, তারা যেন আল্লাহর কাছেই বায়াত হল, নিশ্চয় আল্লাহর (কুদরতের) হাত আপনার হাতের উপর।" (সূরা ফাত্হ: ১০ নং আয়াত)

এই আয়াতে বুঝা যায়, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলে পাক (ﷺ)'র হাঁত মুবারকে হাত রেখেছেন আর রাসূলে পাক (ﷺ)'র হাঁতের উপরে ছিল মহান আল্লাহ তা'আলার (কুদরতের) হাত ছিল। হাতে হাত রেখে বায়াতের ব্যাপারে পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। যেমন-

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، **عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَايِعُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ،**

-"হযরত আবী নুখায়লাতাল বাজলী বর্ণনা করেন, হযরত জারির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) এর কাছে এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ) আপনি

৫৯. এছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতি থাকতে পারে, তবে আমি সেগুলোর কোন শারয়ী ভিত্তি খুজে পাইনি। কারো জানা থাকলে জানানোর অনুরূধ রইল।

আপনার হাঁত মুবারক বাড়িয়ে দিন যাতে আমি আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করতে পারি।"[৬০] অনুরুপ আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، **عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ،**

-"হযরত আবুল বাখতারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত উমর (রাঃ) আবু উবাইদাহ ইবনে যার্‌রাহ (রাঃ) কে বললেন, তোমার হাত প্রসারিত করো আমি তোমাকে বায়াত করবো।"[৬১]

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর কাছে হাঁতে হাত রেখেও বায়াত গ্রহণ করতেন এবং প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাদেরকে এরূপ বায়াত করতেন। বিশেষ করে বায়াতে রেদ্বওয়ানের সময়ও নবী করিম (ﷺ) এর হাতে হাত রেখেই সাহাবীরা (রাঃ) বায়াত হয়েছিল। যা সূরা ফাত্‌হ এর ১০ নং আয়াতে ইশারা করা হয়েছে।

জবানে জবান মিলিয়ে বায়াত

বায়াত হওয়ার আরেকটি নিয়ম হচ্ছে মুর্শীদের জবানের সাথে জবান মিলিয়ে বায়াত হওয়া। এ ক্ষেত্রে হাতে হাত রাখা শর্ত নয়। রাসূলে করিম (ﷺ) সাহাবীদেরকে এরূপ বায়াত করেছেন। যেমন ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَدِّهِ **عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ،....**

-"হযরত উবাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলে পাক (ﷺ) এ নিকট বায়াত গ্রহণ করলাম যে, অনুকূলে-প্রতিকূলে, সুখে-দুঃখে, সর্বাবস্থায় রাসূল (ﷺ) এর অনুগত থাকব।"[৬২]

---

৬০. সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ৪১৭৭; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৭৭৫১; ইমাম নাসাঈ: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭৭৫২; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ২৩১৮;
৬১. মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ২৩৩;

লক্ষ্য করুন! এই হাদিসে শুধু বায়াত হওয়ার কথা আছে কিন্তু হাঁতে হাত রাখার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে কলমী বায়াত তথা জবানের সাথে জবান মিলিয়ে বায়াত গ্রহণ করেছেন। মহিলাদের বায়াত করার সময়ও প্রিয় নবীজি (ﷺ) জবানে জবান মিলিয়ে বায়াত করাতেন। যেমন এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-

وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ

-"আল্লাহ তা'আলার কসম! রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর পবিত্র হস্ত মুবারক কোন মহিলার হস্ত স্পর্শ করেনি, নিশ্চয় তিনি মহিলাদেরকে মৌখিক বায়াত করতেন।"[৬৩]

সুতরাং উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, বায়াত করানোর দ্বিতীয় পদ্ধতি হল কামেল পীরের জবানে জবান মিলিয়ে বায়াত করানো। বিশেষ করে মহিলাদের বায়াত করানোর ব্যাপারে অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে জবানে জবান মিলিয়ে বায়াত করাতে হবে। অবশ্যই বায়াত করানোর সময় তাদের হাতে হাত রাখা যাবেনা।

পীরের স্বীকৃতির মাধ্যমে বায়াত

এক্ষেত্রে পীরের হাতে হাত রাখারও প্রয়োজন নেই, এমনকি জবানের সাথে জবান মিলিয়ে তওবারও প্রয়োজন নেই। কামেল পীর স্বীয় অনুগত ব্যক্তিকে কোন কারণ বশতঃ মুরীদ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেই তার বায়াত হাছিল হয়ে যাবে। যেমন ছহীহ্ রেওয়ায়েতে আছে-

---

৬২. সুনানে নাসাঈ শরীফ, ৪১৪৯ নং হাদিস; মুয়াত্তা মালেক, হাদিস নং ৫; ইমাম নাসাঈ: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭৭২৪; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, ৪৫৪৭; মুসনাদে শাশী, হাদিস নং ১১৮০; ইমাম বাগভী: শারহু সুন্নাহ, ১০ম খণ্ড, ৪৬ পৃ:; মুসনাদে মুয়াত্তা লিজ জাওহারী, হাদিস নং ৮১০;

৬৩. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৯৪১; সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ২৮৭৫; ইমাম নাসাঈ: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৮৬৬১;

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، **عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ**

-"হযরত আলে সারিদ (রঃ) এর একক ব্যক্তি যাকে হযরত আমর ইবনে উবাইয়া (রাঃ) বলা হয়, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি কুষ্ট রোগী ছিল এবং রাসূল (ﷺ) এর কাছে বায়াত হওয়ার জন্য গিয়েছিল। নবী পাক (ﷺ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি চলে যাও আমি তোমার বায়াত কবুল করেছি।"[৬৪]

হাদিসটি ছহীহ্। প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন! আল্লাহর নবী (ﷺ) কাছে ঐ সাহাবী গেলেন না, প্রিয় নবীজি (রঃ)'র জবান মোবারকের সাথে জবান মিলিয়ে কোন তওবা করলেন না, শুধু মাত্র আল্লাহ নবী (ﷺ) বলে দিলেন **فَقَدْ بَايَعْتُكَ** "আমি তোমার বায়াত কবুল করেছি" এতেই তার বায়াত সংগঠিত হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি ভাবেই বায়াতে রেদ্বওয়ানের সময় সকল সাহাবীর হাত রাখার পর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্বীয় বাম হাঁত রেখে বললেন 'ইহা আমার উছমানের হাত' অর্থাৎ প্রিয় নবীজি (ﷺ) ঐ বায়াতে সকলের সাথে হযরত উছমান (রাঃ) এর বায়াত গ্রহণ করে নিলেন। অথচ উছমান (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং পীর যদি নিজ থেকে কবুল করে নেন তাহলে আর কোন পর্দা থাকেনা। এ জন্যেই জগৎ বিখ্যাত সূফী, আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন রুমী (রহঃ) বলেছেন,

ছুতো যাতে পীরেরা কারদে কবুল–
হাম খোদা দার যাতাম আমাদ হাম রাসূল।

৬৪. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২২৩১; সুনানে নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৪১৮২; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ২৪৫৪২; সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ, হাদিস নং ৭৭৫৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫৪৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৯৪৭৪; ইবনু কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ৫২০০; মুসনাদে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৯০৯; ইমাম বায়হাক্বী: শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ১২৯৫; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, ২৫১৫; যখিরাতুল উকাবী শরহে সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ৪১৮৪;

অর্থাৎ, যেইমাত্র তোমার পীর তোমাকে মুরীদ হিসেবে কবুল করবেন, ঠিক তখনই রাসূল (ﷺ) তোমাকে খাটি উম্মত হিসেবে কবুল করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে খাস বান্দাহ হিসেবে কবুল করবেন।[৬৫]

সুতরাং কামেল পীর যদি কাউকে মুরীদ বলে গ্রহণ করে নেন, তাহলে অবশ্যই তিনি ঐ পীরের মুরীদ হিসেবে গন্য হবে। যেমন কবি বলেন,

পীর যারে দয়া করে– মুর্দা দেল তার জিন্দা হয়,

অকূল সাগরের মাঝে– ডুবা নৌকা ভেসে যায়।

সুতরাং আল্লাহর ওলীগণ অনুগত ব্যক্তিদের প্রবল ইচ্ছার দরুন তাদেরকে স্বীকৃতির মাধ্যমে বায়াত করাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণত শারয়ী ওজর সমূহকে বিবেচনা করা হয়।

মহিলাদের বায়াত হওয়ার পদ্ধতি

পুরুষের বায়াত ও নারীদের বায়াত হওয়ার পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। মহিলাদের বায়াত হবে পর্দার আড়াল থেকে জবানে জবান মিলিয়ে। অবশ্যই শায়েখ মহিলাদের হাত স্পর্শ করবে না। এ বিষয়ে নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ: {لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই আয়াত **لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا** তেলাওয়াত করতঃ মহিলাদের বায়াত করতেন। তিনি বলেছেন: রাসূলে পাক (ﷺ) এর পবিত্র হস্ত মুবারক কখনও কোন মহিলাদের হাত স্পর্শ করেনি, শুধুমাত্র তিনার স্ত্রীগণের হাত ব্যতীত।"[৬৬]

---

৬৫. মসনবী শরীফ;

৬৬. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৭২১৪৪; মুছান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, হাদিস নং ৯৮২৫; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৬৫৬৬;

প্রিয় নবীজি (ﷺ) মহিলাদের হাতে স্পর্শ ব্যতীত শুধু জবানে জবান মিলিয়ে কালমী বায়াত করাতেন। যেমন এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ

-"আল্লাহ তা'আলার কসম! ওাসূলে আকরাম (ﷺ) এর পবিত্র হস্ত মুবারক কোন মহিলার হস্ত স্পর্শ করেনি, নিশ্চয় তিনি মহিলাদেরকে মৌখিক বায়াত করতেন।"[৬৭]

প্রিয় নবীজি (ﷺ) কর্তৃক মহিলাদের বায়াত করানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ اذْهَبِى فَقَدْ بَايَعْتُكِ.

-"হযরত উরওয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলাদের বায়াত প্রসঙ্গে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম (ﷺ) কখনও মহিলাদের আপন হস্তে স্পর্শ করেননি, কেবল তার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। যখনই বায়াত গ্রহণ সংগঠিত হত তখন বলতেন চলে যাও তোমাকে বায়াত করা হয়েছে।"[৬৮]

এ বিষয়ে আরো বহু সংখ্যক হাদিস উল্লেখ করা যাবে। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, মহিলারা শায়েখের হাতে হাত রেখে বায়াত হবেনা বরং পর্দার আড়াল থেকে জবানে জবান মিলিয়ে বায়াত হবে, এটাই সুন্নাত ত্বারিকা। এ জন্যেই আল্লামা রুহুল আমিন বশিরহাটি (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, **আল্লামা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)** বলেছেন, নবী করিম (ﷺ) স্ত্রী লোকদের কাছ থেকে

৬৭. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৯৪১; সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ২৮৭৫; ইমাম নাসাঈ: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৮৬৬১;

৬৮. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৯৪২;

মৌখিক বায়াত গ্রহণ করতেন। হাদিস সূত্রে তাদের নিকট মৌখিক বায়াত গ্রহণ জায়েয হবে।"

আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতা শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) এর নিকট শুনেছি যে, তিনি সপ্নযোগে রাসূলে করীম (ﷺ) এঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছেন। এতে রাসূলে আকরাম (ﷺ) তাঁর দুই হস্ত মুবারক ধরে বায়াত করেছেন। স্ত্রীলোকদের মুরীদ করার সময় বস্ত্রের এক পাশে ধরবেন এবং উক্ত স্ত্রীলোক বস্ত্রের অপর প্রান্ত ধরবেন।"[৬৯]

এখানে আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) মতে, মহিলাদের দূর থেকে বায়াত করানোর ক্ষেত্রে বস্ত্র (পাগড়ী, রোমাল, চাদর ইত্যাদি) ব্যবহার করা যেতে পারে।

বায়াতে রাসূল (ﷺ) নাকি বায়াতে শায়েখ?

কিছু কিছু তাসাউফ পন্থীদের মাঝে এই নিয়ে মতবিরুধ দেখা যায় যে, আমরা কামেল পীরের কাছে বায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হব নাকি বায়াতে শায়েখ হব। এই অধমের ক্ষুদ্র তাহকিকে বুঝেছি যে, মু'মীনগণ মূলত বায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাছিল করার জন্যই বায়াতে শায়েখ গ্রহণ করেন। এখানে মূলত শায়েখের বায়াত উদ্দেশ্য নয়, বরং বায়াতে রাসূলই উদ্দেশ্য। আর বায়াতে রাসূলের মূল হল বায়াতে খোদা। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ** -"নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বায়াত হচ্ছে ও ভবিষ্যত হবে তারা সবাই আল্লাহর কাছেই বায়াত হল।" (সূরা ফাত্হ: ১০ নং আয়াত)

আরবী গ্রামার মোতাবেক কাল ৩ প্রকার, যথা বর্তমান ভবিষ্যত ও অতীত কাল। বাংলা ও ইংলিশ গ্রামার মোতাবেক এক শব্দে দুই কাল থাকেনা, কিন্তু আরবী গ্রামারে এক শব্দে দুই কাল থাকে যাকে **مضارع** 'মুজারে' বলা হয়। আরবী গ্রামার

৬৯. আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি: তাছাওয়ফ তত্ত্ব বা তরিকত দর্পণ, ১৬০ পৃ: প্রকাশনায় ছারছীনা লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা;

মোতাবেক এই আয়াতে **يبعونك** শব্দটি **مضارع** 'মুজারে' এর ছিগা, অর্থাৎ এর ভিতরে দুইটি কাল রয়েছে যথা: বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল। অতএব, আল্লাহর কোরআনে **يبعونك** মুজারের ছিগা মোতাবেক মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বায়াত হাছিল করবেন। দ্বিতীয়ত, নাহুর কায়দা মোতাবেক জুমলা বা বাক্যের শুরুতে **إِنَّ الَّذِينَ** (ইন্নাল্লাজিনা) এবং **أَنَّ الَّذِينَ** (আন্নাল্লাজিনা) থাকলে **ماضي** (মাজি) এর মায়ানা (ইস্তেমরারে দাওয়াম) বা সর্বকালের হয়ে যায়। যেমন **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا**.... এখানে **آمَنُوا** (আমানো) এবং **عَمِلُوا** (আমিলো) শব্দ দুটি **ماضي** (মাজি) বা অতীত কালবাচক, অথচ এর মায়ানা বা অর্থ দিবে সর্বকালের। অর্থাৎ যারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ঈমান আনবে ও আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। এর কারণ হল জুমলার শুরুতে **إِنَّ الَّذِينَ** (ইন্নাল্লাজিনা) রয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন বায়াতের আয়াতের শুরুতেও **إِنَّ الَّذِينَ** (ইন্নাল্লাজিনা) রয়েছে। যেমন আয়াতটি লক্ষ্য করুন, **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ** - "নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বায়াত হচ্ছে ও ভবিষ্যত হবে তারা সবাই আল্লাহর কাছেই বায়াত হল।" (সূরা ফাত্হ: ১০ নং আয়াত)

সুতরাং নাহুর কায়দা মোতাবেক, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কাছে বায়াত হওয়ার সুযোগ কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ কারণেই লোকেরা প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খলিফাগণের কাছে বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বায়াত হাছিল করা হয়। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আলিম ও মুফাচ্ছির আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) বলেছেন,

بيعة رسول الله ﷺ بوستة خلفاء

অর্থাৎ, বায়াতে রাসূল হাছিল করতে হলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খলিফাগণের মাধ্যমেই হাছেল করতে হবে।[৭০]

সুতরাং বায়াতে শায়েখের মাধ্যমেই বায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্জন করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনটাই অস্বীকার করা যাবেনা।

---

৭০. আল কাউলুল জামিল;

বায়াতে শায়েখ শুধুমাত্র বায়াতে শায়েখের জন্য হলে দূষনীয় হবে। আর সাধারণত লোকেরা বায়াতে শায়েখ মূলত বায়াতে রাসূলের জন্যই গ্রহণ করে থাকেন, এটাই সত্য ও প্রসিদ্ধ। কেননা খেলাফতপ্রাপ্ত পীর বা মুর্শীদ পর্যায়ক্রমে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ছিলছিলার খেলাফতপ্রাপ্ত খলিফা। তাই তিনার মাধ্যমেই রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বায়াত হাছিল করা হয়। এই দৃষ্টিতে বায়াতে শায়েখ ও বায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টি মূলত একই বিষয়ের দুইটি নাম। এক্ষেত্রে কেউ যদি বায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাছিলের উদ্দেশ্যে কোন মুর্শীদের কাছে বায়াত হয় এবং নিজেকে ঐ শায়েখের বায়াত বা মুরীদ বলেন, তাহলে জায়েয হবে। কেননা হযরত উমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীগণ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছেন ও বলেছেন আমরা আপনার (আবু বকর রাঃ) কাছে বায়াত হয়েছি। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ،

-"হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, বরং আমরা আপনার কাছে বায়াত হলাম, আপনি আমাদের ছর্দার ও উত্তম ব্যক্তি এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে অধিক পছন্দনীয় ব্যক্তি। ফলে হযরত উমর (রাঃ) তিনার (আবু বরক রাঃ) এর হাত ধরলেন ও তিনার কাছে বায়াত হলেন এবং লোকেরাও তিনার কাছে বায়াত হল।"[৭১]

এখানে **فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ** -"ফলে হযরত উমর (রাঃ) তিনার (আবু বরক রাঃ) এর হাত ধরলেন ও তিনার কাছে বায়াত হলেন এবং লোকেরাও তিনার কাছে বায়াত হল।" এই কথা প্রমাণিত হয়, শায়েখের কাছে বায়াত হয়েছি বলা জায়েয। কেননা হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর কাছে বায়াত হওয়ার কথা বলেছেন। মূলত হযরত আবু বকর

৭১. ছহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, ৫১৮ পৃ: হাদিস নং ৩৬৬৮; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৬৫৩৬;

(রাঃ) মাধ্যমে বায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হয়েছেন। অন্য হাদিসে আছে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেছেন,

وَأَخَذَ بِيَدِ عُثْمَانَ وَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ.

-"হযরত উছমান (রাঃ) এর হাত ধরলেন এবং বললেন, আমি আপনার কাছে আল্লাহর সুন্নাত ও আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাতের জন্য এবং তিনার পরবর্তী দুই খলিফার সুন্নাতের জন্য বায়াত হলাম। ফলে হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) তাঁর কাছে বায়াত হলেন এবং আনসার ও মুহাজিরদের লোকেরাও তিনার কাছে বায়াত হলেন এবং সকল মুসলমানদেরকে এই বিষয়ে আদেশ দেওয়া হল।"[৭২]

আল্লামা উমর ইবনু শিবাহ (রঃ) ওফাত ২৬২ হিজরী তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ: إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَاجْلِسْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَامَ إِلَيْهِ طَلْحَةُ فَبَايَعَهُ

-"হযরত ত্বালহা (রাঃ) তাকে বললেন, যখন জোহরের নামাজ আদায় করলেন ও মিম্বরের উপর বসলেন, আর যখনই হযরত উমর (রাঃ) মিম্বরের উপর বসলেন তখন ত্বালহা (রাঃ) তাঁর প্রতি দাঁড়ালেন ও তিনার কাছে বায়াত হলেন।"[৭৩]

আল্লামা উমর ইবনু শিবাহ (রঃ) ওফাত ২৬২ হিজরী তদীয় কিতাবে আরো উল্লেখ করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেছেন,

فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَبَايِعُوهُ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ

-"আমরা হযরত উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) এর কাছে বায়াত হলাম, লোকেরাও তাঁর কাছে বায়াত হল।"[৭৪]

---

৭২. ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৬৫৬৩;

৭৩. তারিখে মাদিনাহ, ৩য় খণ্ড, ৯১৮ পৃ:;

৭৪. তারিখে মাদিনাহ, ৩য় খণ্ড, ৯৫৭ পৃ:;

উল্লেখিত হাদিস গুলো থেকে বুঝা যায়, হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত ত্বালহা (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বায়াতে রাসূলের জন্য শায়েখের কাছে বায়াত হয়ে যদি ঐ শায়েখের কাছে বায়াত হয়েছি বলে তাহলে দূষের কিছুই নেই বরং ইহা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু মূল বায়াত হল বায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হয়ে ঐ বায়াত মূলত মহান আল্লাহ পাকের বায়াত, যেমনটা সূরা ফাত্হ এর ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

বায়াত না হওয়ার কূফল

ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে বায়াত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বায়াতের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ পাক নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে একাধিক আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন বায়াত সম্পর্কে প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، **عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً**

-"হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যারা মারা গেল অথচ বায়াতের রশি তার গলায় জুললনা, তার মৃত্যু যেন জাহেলীয়্যাতের মত হল।"[৭৫] এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে-

---

৭৫. ছহীহ্ মুসলীম শরীফ, হাদিস নং ১৮৫১; মেসকাত শরীফ, ৩২০ পৃ: হাদিস নং ৩৬৭৪; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯৭ পৃ:; ইবনে আছেম তাঁর 'আস সুন্নাহ' গ্রন্থে, ১০৮১ নং হাদিস; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৭৬৯; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, ১০ম খণ্ড, ৮১ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, ২৭০ পৃ:, হাদিস নং ১৬৬১২; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، **عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً**

-"হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: যারা মারা গেল অথচ বায়াতের রশি তার গলায় জুললনা, তার মৃত্যু যেন জাহেলীদের মতই হল।"[৭৬] এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، **عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً**

-"হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি ইমাম ব্যতীত মারা যাবে সে জাহেলীদের মত মারা যাবে।"[৭৭]

এই সনদ দুটি দুর্বল তবে ইহার সমর্থনে ছহীহ্ রেওয়ায়েত রয়েছে বিধায় ইহা শক্তিশালী হবে। এ বিষয়ে হাদিসটি আরেকটি সনদে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً،**

শরহে মেসকাত, ৭ম খণ্ড, ২৩৪ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড, ১৫৪ পৃ:; শায়েখ আব্দুল হাক্ব: লুমআতুত তানকীহ্; আলবানী: সিলসিলায়ে ছহিহা, হাদিস নং ৯৮৪;

৭৬. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৭৬৯; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৯১০৩;

৭৭. ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, হাদিস নং ৯১০; ইমাম তাবারানী: মুসনাদু শামেঈন, হাদিস নং ১৬৫৪; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৯১০২; ইমাম ইবনু কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ৯৮৭২; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ৪৬৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৬৮৭৬;

-"হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি ইমাম ব্যতীত মারা যাবে, সে যেন জাহেলীদের মত মারা গেল।"[৭৮]

এই হাদিস উল্লেখ করে হাদিসের মান সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রঃ) বলেছেন,

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ -"এই হাদিস ছহীহ্ প্রমাণিত।"[৭৯]

এই হাদিস গুলো দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হল, বায়াত না হয়ে ঐ অবস্থায় যারা মারা যাবেন তাদের মৃত্যু হবে জাহেলীদের মৃত্যুর ন্যায়। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

বর্ণনাকারী ছাওর ইবনু মাজরাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি জঙ্গে জামালের যুদ্ধের সময় ত্বালহা ইবনু উবাদিল্লাহ (রাঃ) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি খুবই আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন,

مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ، فَقَالَ: ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ، فَبَسَطْتُ يَدِي وَبَايَعَنِي، فَفَاضَتْ نَفْسُهُ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ طَلْحَةَ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَى اللهُ أَنْ يَدْخُلَ طَلْحَةَ الْجَنَّةَ إِلَّا وَبَيْعَتِي فِي عُنُقِهِ

-"আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) এর সঙ্গী কে? তিনি বললেন, তোমার হাত প্রসস্থ কর আমি তোমার কাছে বায়াত হব। ফলে আমি আমার হাত প্রসস্থ করলাম ও তিনি বায়াত হলেন। অতঃপর আমি হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে এসে ত্বালহা (রাঃ) এর বায়াতের বিষয়ে জানালাম। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যই বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ত্বালহার জান্নাতে যাওয়াকে ততক্ষন চাননি যতক্ষন পর্যন্ত আমার বায়াত তার গলায় ঝুলেনি।"[৮০]

---

৭৮. মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালিছী, হাদিস নং ২০২৫; হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, ২২৪ পৃ:;
৭৯. ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, ২২৪ পৃ:;
৮০. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৫৬০১; ইমাম বায়হাক্বী: আল এতেক্বাদ, ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃ:;

সুবহানাল্লাহ! হযরত ত্বালহা (রাঃ) ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীর একজন। অথচ মহান আল্লাহ পাক তিনাকেও হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে বায়াত হওয়া পছন্দ করেছেন। জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার পরেও হযরত ত্বালহা (রাঃ) বায়াতের বিষয়ে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ কিছু নীম মোল্লাদের কাছে বায়াতের কোন গুরুত্বই নেই! এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, বায়াতের ক্ষেত্রে কারো মাধ্যম নেওয়া যেতে পারে। কেননা হযরত ত্বালহা (রাঃ) এক ব্যক্তির মাধ্যমেই হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছেন। এটাও শায়েখের মাধ্যমে বায়াত হওয়ার অন্যতম দলিল। এ জন্যেই বায়াত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ), হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ), হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রঃ) ও বায়জীদ বোস্তামী (রঃ) বলেছেন: **من ليس له شيخ فشيخه الشيطان** -"যার শায়েখ বা পীর নেই তার পীর শেষ পর্যন্ত শয়তান।"[৮১]

অর্থাৎ, যারা মুর্শীদ বিহীন বা কামেল পীর বিহীন তথা বায়াত বিহীন মারা যাবে তাদের মৃত্যুকালে ঈমান শয়তান নিয়ে যাওয়ার এবং জাহেলী যুগের মত মৃত্যু হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এজন্যই প্রখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী (রঃ) বলেছেন,

ومرشد يهتدى به الى مقصوده ومن لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان

-"মুর্শীদ ইহার দ্বারা মুরীদকে তার মাকসুদে পৌছে দিবে। আর যার জন্য কোন মুর্শীদ বা শায়েখ নেই তার শায়েখ হবে শয়তান।"[৮২]

অনুরূপ দেওবন্দীদের বড় আলেম রশিদ আহমদ গাংগুহী সাহেবের 'ইমদাদুস সুলুক' গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে। তাই মুমিনের জীবনে বায়াত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যথায় শয়তানের চক্রান্তে ঈমান হারা হয়ে মরার প্রখর সম্ভবনা রয়েছে। কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

---

৮১. আওয়ারিফুল মা'রিফ; ইমাম গাজ্জালী: ছিররুল আলামিন, ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃ:; ইমাম আবুল কাশেম কুশাইরী: রেসালায়ে কুশাইরিয়া, ২য় খণ্ড, ৫৭৩ পৃ:; ফরিদ উদ্দিন আত্তার: ফাওয়াইদুল ফুয়াদ, ৫৯ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খণ্ড, ২৬৪ পৃ: দারুল ফিকর;

৮২. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খণ্ড, ২৩৬ পৃ: দারুল ফিকর;

রাষ্ট্র প্রধানের কাছে বায়াত নাকি মুর্শীদের কাছে বায়াত

বায়াত মূলত রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বায়াতের জন্য তিঁনার খলিফাগণের কাছে হতে হয়, এটাই সুন্নাহ সম্মত কথা। আমরা জানি, হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ওফাত শরীফের পর সাহাবায়ে কেরাম ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান ও রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছেন, এরপরে হযরত উমর (রাঃ), এরপর হযরত উছমান (রাঃ), এরপর হযরত আলী (রাঃ)..... এর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছেন। এক কথায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান ও রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পর্যায়ক্রমে খলিফা হিসেবেই তিনাদের কাছে বায়াত গ্রহণ করাই হচ্ছে ইসলামের মূল শিক্ষা। একটা সময় এসে যায়, যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খলিফা হিসেবে বায়াত করানো বিষয়টি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন নবুয়াতের খিলাফত ৩০ বৎসর বিদ্যমান থাকবে, এরপরে আসবে রাজতন্ত্র বা মুলকিয়্যাত। যেমন এ বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، **عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ**

-"হযরত ছাফিনাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নবুয়াতের খিলাফত হবে ৩০ বছর, অতঃপর আল্লাহ মুলকিয়্যাত বা রাজতন্ত্র দিবেন বা যাকে চান রাজত্ব দিবেন।"[৮৩]

এই হাদিস মোতাবেক স্পষ্টই বুঝা যায়, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নবুয়াতের খিলাফত ৩০ বছর চলমান ছিল, এরপরে মুলকিয়্যাত

৮৩. সুনানু আবী দাউদ, হাদিস নং ৪৬৪৬; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪৬৯৭; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ২১৯২৮; ইমাম নাসাঈ: কুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৮০৯৯; সুনানু তিরমিজি হাদিস নং ২২২৬; মুসনাদু ইবনু জা'দ, হাদিস নং ৩৩২৩; মুসনাদু বাজ্জার, হাদিস নং ৩৮২৮; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৩৯৫;

বা রাজতন্ত্র চলে এসেছে। সূক্ষ ও চূড়ান্ত হিসাব মোতাবেক হযরত ইমাম হাছান ইবনু আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে নবুয়াতের খিলাফতের ৩০ বছর পূর্ণ হয়ে যায়। এরপরে আর নবুয়াতের খিলাফত বহাল থাকেনি। তবে অন্য হাদিসে আরেকটি খিলাফত বা খলিফার কথা রয়েছে। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً،

-"হযরত জাবের ইবনু ছামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে প্রবেশ করেছি, অতঃপর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, মানুষের মাঝে ১২ জন খলিফা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলতে থাকবে। তারা সকলেই হবে কুরাইশ বংশোদ্ভূত।"[৮৪]

এই হাদিসে ১২ জন খলিফার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ হযরত হাসান আসকারী (রঃ) পর্যন্ত সময়কালকেও খলিফার মজবুত সময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদিস মোতাবেক তিনারা সকলেই খলিফা ছিলেন। তাহলে বুঝা গেল নবুয়াতের খলিফার সময়কাল হল ৩০ বছর তথা হযরত ইমাম হাছান ইবনু আলী (রাঃ) এর সময়কাল পর্যন্ত, আর পরবর্তীতেও খলিফা বিদ্যমান ছিলেন তবে তারা নবুয়াতের খলিফা নয়, বরং বেলায়াতের খলিফা। এই ১২ জন খলিফার মধ্যে হযরত ইমাম হুছাইন ইবনু আলী (রাঃ), হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ), ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রাঃ), হযরত জাফর ছাদিক (রাঃ), ইমাম মূসা কাযিম (রাঃ), ইমাম আলী রেদ্বা (রাঃ), ইমাম মুহাম্মদ তক্বী (রাঃ), ইমাম আলী তক্বী (রাঃ), হযরত হাসান আসকারী (রাঃ), ইমাম মুহাম্মদ মাহদী (আঃ) প্রমূখ তিনাদের কাছেও খেলাফত ছিল ও থাকবে। এমনটা উল্লেখ করেছেন যুবদাতুল আউলিয়া খাজা মুহাম্মদ ইয়ারছা (রঃ) তদীয় **فَصْلُ الْخِطَابِ** গ্রন্থে এবং ইমাম নূরুদ্দিন আব্দুর

৮৪. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস ৪৮০৯; সুনানু আবী দাউদ, হাদিস নং ৪২৭৯; ছহীহ্ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং ৬৬৬১; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৬৩৮২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৬৫৮৬; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ২০৮০৫; মুসনাদু বাজ্জার, হাদিস নং ৪২৮৪; ইমাম বাগভী: শারহু সুন্নাহ, হাদিস নং ৪২৩৬; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৯৮৩;

রহমান জামী (রঃ) তদীয় **شَوَاهِد النُّبُوَّةِ** গ্রন্থে।[৮৫] তবে এক্ষেত্রে আমাদের আকিদা শিয়াদের আকিদার মত নয় বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যেমনিভাবে সকল সাহাবীগণ ও আহলে বাইতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যাপারে আকিদা রাখেন ঐরুপ আমাদের আকিদা।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, এই হাদিসে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনাদেরকে খলিফা বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীতে তিনাদের থেকেই তাসাউফ পন্থীদের খেলাফত চলমান রয়েছে। আর ইহা মূলত বেলায়াতের খলিফা। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পর্যায়ক্রমে পরবর্তী খলিফাগণ বিভিন্ন সূত্রে খেলাফত লাভ করে লোকদেরকে বায়াত করান ও ইসলামের তাবলীগ ও তালিমের কাজে আঞ্জাম দিতে থাকেন। অর্থাৎ মূল জিনিসটা তথা বায়াতে রাসূলের বিষয়টি চালু থেকে যায়। আর পবিত্র কোরআনে স্পষ্টই বলা আছে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বায়াত কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ -"নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বায়াত হচ্ছে ও ভবিষ্যত হবে তারা সবাই আল্লাহর কাছেই বায়াত হল।" (সূরা ফাত্হ: ১০ নং আয়াত)

গ্রামার মোতাবেক কাল ৩ প্রকার, যথা বর্তমান ভবিষ্যত ও অতীত কাল। বাংলা ও ইংলিশ গ্রামার মোতাবেক এক শব্দে দুই কাল থাকেনা, কিন্তু আরবী গ্রামারে এক শব্দে দুই কাল থাকে যাকে 'মুজারে' বলা হয়। আরবী গ্রামার মোতাবেক এই আয়াতে **يبعونك** শব্দটি 'মুজারে' এর ছিগা, অর্থাৎ এর ভিতরে দুইটি কাল রয়েছে যথা: বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল। অতএব, আল্লাহর কোরআনে **يبعونك** মুজারের ছিগা মোতাবেক মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বায়াত হাছিল করবেন। দ্বিতীয়ত, নাহুর কায়দা মোতাবেক জুমলা বা বাক্যের শুরুতে **إِنَّ الَّذِينَ** (ইন্নাল্লাজিনা) এবং **أَنَّ الَّذِينَ** (আন্নাল্লাজিনা) থাকলে **ماضي** (মাজি) এর মায়ানা (ইস্তেমরারে দাওয়াম) বা সর্বকালের হয়ে যায়। যেমন **إِنَّ**

৮৫. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫৯৮৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا.... এখানে **آمَنُوا** (আমানো) এবং **عَمِلُوا** (আমিলো) শব্দ দুটি **ماضي** (মাজি) বা অতীত কালবাচক, অথচ এর মায়ানা বা অর্থ দিবে সর্বকালের। অর্থাৎ যারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ঈমান আনবে ও আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। এর কারণ হল জুমলার শুরুতে **إِنَّ الَّذِينَ** (ইন্নাল্লাজিনা) রয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন বায়াতের আয়াতের শুরুতেও **إِنَّ الَّذِينَ** (ইন্নাল্লাজিনা) রয়েছে। যেমন আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ -"নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বায়াত হচ্ছে ও ভবিষ্যত হবে তারা সবাই আল্লাহর কাছেই বায়াত হল।" (সূরা ফাত্হ: ১০ নং আয়াত)

সুতরাং নাহুর কায়দা মোতাবেক, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কাছে বায়াত হওয়ার সুযোগ কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ কারণেই লোকেরা প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খলিফাগণের কাছে বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বায়াত হাছিল করা হয়। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আলিম ও মুফাচ্ছির আল্লামা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) বলেছেন,

بيعة رسول الله ﷺ بوستة خلفاء

অর্থাৎ, বায়াতে রাসূল হাছিল করতে হলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খলিফাগণের মাধ্যমেই হাছেল করতে হবে।[৮৬]

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, বায়াত গ্রহণ করা হয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খলিফা জেনে, শুধু রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে নয়। যেমন ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কাছে লোকেরা বায়াত গ্রহণ করেছেন প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পর্যায়ক্রমে খলিফা জেনেই, রাষ্ট্র প্রধান জেনে নয়। কেননা হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর পরে যোগ্যতম খলিফা হযরত ইমাম হুছাইন (রাঃ) ছিলেন, ইয়াজিদ নয়। মূলত খানকা কেন্দ্রীক খোলাফাদের বায়াত ইমাম হুছাইন (রাঃ) এর পরেই এসেছে। প্রকৃত মারেফাতের নেয়ামত হযরত ইমাম হুছাইনের পরে জয়নুল আবেদীন (রাঃ) হয়ে ঐ ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। কেননা প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনাদেরকেও খলিফা বলে আখ্যায়িত

৮৬. আল কাউলুল জামিল;

করেছেন। হযরত জাফর ছাদেক (রঃ) ও ইমাম বাকের (রঃ) এর কাছে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বায়াত গ্রহণ করেছেন প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খলিফা জেনেই, রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে নয়। ইমাম আহমদ (রঃ) বায়াত হয়েছেন হযরত বিশর হাফি (রঃ) এর কাছে। তিনি তাঁর কাছে রাষ্ট্র প্রধান জেনে বায়াত হননি বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পর্যায়ক্রমে খলিফা জেনেই বায়াত হয়েছেন। হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) বায়াত হয়েছেন হযরত জাফর ছাদেক (রঃ) এর কাছে। তিনিও তাঁকে প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খলিফা জেনেই বায়াত হয়েছেন।

হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী হযরত উছমান হারুনী (রঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছেন রাষ্ট্র প্রধান জেনে নয়।

শায়েখ আহমদ ছেরহেন্দী হযরত মুজাদ্দেদ আল্ফেছানী (রঃ) হযরত খাজা বাকি বিল্লাহ (রঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছেন প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পর্যায়ক্রমে খলিফা জেনে, রাষ্ট্র প্রধান জেনে নয়। এভাবে হাজারও ওলী-আল্লাহ, সূফি-সাধক, ফকিহ্-মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ ও উলামায়ে কেরাম সকলেই প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পর্যায়ক্রমে খলিফাগণের কাছে বায়াত হয়েছেন। কোন রাষ্ট্র প্রধান জেনে নয়। বলুন! তাঁরা সকলে কি ভুল করেছেন? (নাউজুবিল্লাহ)

শেষ যুগে মুসলমানেরা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর কাছে বায়াত হবেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে,

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:... فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ، الْمَهْدِيُّ.

-"হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:.. যখন তোমরা ইমাম মাহদীকে দেখবে তখন যদি বরফের উপর হামাগড়ি দিয়ে হলেও তোমরা তার কাছে বায়াত হবে। কেননা কে আল্লাহর খলিফা।"[৮৭]

৮৭. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০৮৪;

এই হাদিস থেকেও বুঝা যায়, লোকেরা ইমাম মাহদী (আঃ) এর কাছে আল্লাহর খলিফা জেনেই বায়াত হবেন, রাষ্ট্রপ্রধান জেনে নয়। যদিও তিনি পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হবেন।

সুতরাং বায়াত হওয়া কোন রাষ্ট্র প্রধানের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পর্যায়ক্রমে খলিফাগণের সাথে সম্পৃক্ত। যার কাছে বায়াত হবেন দেখতে হবে তিনি হযরত রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পর্যায়ক্রমে খলিফা কিনা।

ইসলামে কি একাধিক খলিফা স্বীকৃতি দেয়?

অনেকেই প্রশ্ন রাখেন, ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে একই সময় একাধিক খলিফা স্বীকৃতি দেয় কিনা? যদি একাধিক খলিফা স্বীকৃতি না থাকে তাহলে বর্তমান পীর-মুরিদীর সাথে নিচের হাদিসটির কোন বৈসাদৃশ্য আছে কিনা?

وحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যখন দুইজন খলিফার বায়াত করা হয় তখন তাদের একজনকে হত্যা করো।"[৮৮]

এটির ব্যাখ্যাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে একই সময় একাধিক নবুয়াতের খলিফা স্বীকৃতি দেয়না। তবে এই খলিফা বলতে খলিফাতুল মুসলেমীন বা নবুয়াতের খলিফা তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানকে বুঝানো হয়, যা ৩০ বছর পর্যন্ত বহাল ছিল। যেমন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), পরবর্তীতে হযরত উমর (রাঃ), পরবর্তীতে হযরত উসমান (রাঃ), পরবর্তীতে হযরত আলী (রাঃ), পরবর্তীতে হযরত হাসান (রাঃ) পর্যন্ত। তিনাদের খেলাফাতের সময়ে দ্বিতীয় কেউ খলিফা দাবী করতে পারেনি, করলে তা হত সম্পূর্ণ অবৈধ। আলোচ্য হাদিসে এই বিষয়টিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। একই সময় একটি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান যেমন একাধিক হয়না

৮৮. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৯০৫; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৩৬৭৬;

তেমনিভাবে একই সময় মুসলমানদের একাধিক খলিফাতুল মুসলেমীন হয়না। **কিন্তু পীর-মাশায়েখগণ যে বায়াত করান সেটা কোন রাষ্ট্র প্রধানের খলিফা হিসেবে বায়াত নয়, ইহা মূলত বেলায়াতের খলিফা হিসেবে বায়াত।** তিনারা মূলত তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ বা আত্মশুদ্ধি ও ইলমে জাহেরের পাশাপাশি ইলমে বাতিন শিক্ষা দানে মাধ্যমে একজন মানুষকে ইনছানে কামিল হিসেবে তৈরী করার উদ্দেশ্যে বায়াত করান। হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কাছে প্রধানত লোকেরা এই উদ্দেশ্যেই বায়াত হয়েছেন।[৮৯] পরবর্তীতে হযরত যায়নুল আবেদীন (রাঃ), ইমাম বাকের (রাঃ), ইমাম জাফর সাদিক (রাঃ) প্রমূখ সকলের কাছে তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ বা আত্মশুদ্ধি ও ইলমে জাহেরের পাশাপাশি ইলমে বাতিন শিক্ষার উদ্দেশ্যেই বায়াত হয়েছেন। আর তিনারাও নিজেদেরকে কখনও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দাবী করেননি। অথচ **তিনারা ছিলেন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র জবানীতে ঘোষিত খলিফা**। আর তিনাদের এই খিলাফতই অদ্যবদি চলমান রয়েছে। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً،

-"হযরত জাবের ইবনু ছামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে প্রবেশ করেছি, অতঃপর রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, মানুষের মাঝে ১২ জন খলিফা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলতে থাকবে। তারা সকলেই হবে কুরাইশ বংশোদ্ভূত।"[৯০]

---

৮৯. মূলত তৎকালে ইমাম হুসাইন (রাঃ) ছিলেন একমাত্র যোগ্য খলিফা। কিন্তু বেইমান ইয়াজিদের চক্রান্তে ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে খলিফাতুল মুসলেমীন করা হয়নি। ফলে লোকেরা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসিল এবং তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ বা আত্মশুদ্ধি ও ইলমে জাহেরের পাশাপাশি ইলমে বাতিন শিক্ষার লক্ষ্যে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর কাছে বায়াত হয়েছিল।

৯০. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস ৪৮০৯; সুনানু আবী দাউদ, হাদিস নং ৪২৭৯; ছহীহ্ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং ৬৬৬১; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৬৩৮২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৬৫৮৬; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ২০৮০৫; মুসনাদু বাজ্জার, হাদিস নং ৪২৮৪; ইমাম বাগভী: শারহু সুন্নাহ, হাদিস নং ৪২৩৬; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৯৮৩;

এই হাদিসে ১২ জন খলিফার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত হাসান আসকারী (রঃ) পর্যন্ত সময়কালকেও খলিফার মজবুত সময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদিস মোতাবেক তিনারা সকলেই খলিফা ছিলেন। আর এই খেলাফতই পীর-মাশায়েখদের মাঝে চলমান রয়েছে।

যুগে যুগে অসংখ্য মুফাচ্ছিরীন, মুহাদ্দিছীন, ফোকাহা ও আইম্মায়ে কেরাম আল্লাহর ওলীদের কাছে মূলত তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ বা আত্মশুদ্ধি ও ইলমে জাহেরের পাশাপাশি ইলমে বাতিন শিক্ষার লক্ষ্যেই বায়াত হয়েছেন।

'উলিল আমর' কারা?

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসূলের আনুগত্যের পরে **أُولِي الْأَمْرِ** 'উলিল আমর' এর আনুগত্যের কথাও উল্লেখ রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

-"হে ঈমানদার সকল! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলে আনুগত্য কর ও তোমাদের মধ্য থেকে আদেশ দাতাগণের আনুগত্য কর।" (সূরা নিসা: ৫৯ নং আয়াত)

এই আয়াতে **وَأُولِي الْأَمْرِ** (উলিল আমর) কথাটির অর্থ হচ্ছে 'আদেশ দাতাগণ'। আর **مِنْكُمْ** (মিনকুম) অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মধ্য থেকে। অর্থাৎ, **وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** 'উলিল আমরি মিনকুম' অর্থ হবে: তোমাদের মধ্যে আদেশ দাতাগণ। এখানে দুনিয়াবী আদেশ দাতা হচ্ছে রাজা-বাদশাগণ, আর দ্বীনি আদেশ দাতা হচ্ছে মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, উলামা, ফোকাহায়ে কেরাম ও কামেল-মোকাম্মেল ওলী-আল্লাহগণ।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে দ্বীনের মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, ফোকাহা, উলামা ও ওলী-আল্লাহগণের আনুগত্যের কথাটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা তাঁদের আদেশ দ্বীনি ব্যাপারে হয়ে থাকে। আর রাজা-বাদশার আদেশ দুনিয়াবী ব্যাপারে হয়ে থাকে। তবে রাষ্ট্রনায়ক যদি কোরআন-সুন্নাহ

মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাহলে তিনিও এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হবেন। আর যদি রাষ্ট্র কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা না করেন, তাহলে রাষ্ট্রনায়ক এই আয়াতের আওতাভুক্ত হবেন না। পবিত্র কোরআনের **وَأُولِي الْأَمْرِ** (উলিল আমর) সম্পর্কে রইছুল মুফাচ্ছেরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত জাবের (রাঃ) বলেছেন,

قال ابن عباس وجابرهم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون معالم الناس دينهم وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'উলিল আমর' হচ্ছে ফোকাহা ও উলামাগণ।"[৯১]

সনদসহ ইহা বর্ণনা করেছেন হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ:** {**أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ**} [النساء: 59] **يَعْنِي: أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহর তা'আলা এই বাণী সম্পর্কে বলেন: অর্থাৎ আহলে ইলম ও আহলে দ্বীনের আনুগত্য করো।"[৯২]

ইমাম ইবনু আবী হাতেম (রঃ) আরেকটি বৃদ্ধিসহ বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ يَعْنِي: أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَانِيَ دِينِهِمْ ويأمرونهم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَوْجَبَ اللهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ তা'আলা এই বাণী সম্পর্কে বলেন, তারা হল ফকিহ্ ও ছাহেবে দ্বীন। আর আল্লাহর ঐ আনুগত্যশীল বান্দাহগণ যারা মানুষের অবস্থা ও মর্ম জানে। লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ করেন ও মন্দ

৯১. তাফছিরে খাজেন শরীফ, ১ম খণ্ড, ৩৯২ পৃ:;
৯২. তাফছিরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, ১৭৯ পৃ:;

কাজের নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব করেছেন।"[৯৩]

হাফিজুল হাদিস, ইমাম জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) হযরত জাবের (রাঃ) এর অভিমতটি এভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد والحكيم التِّرْمِذِيّ فِي نَوَادِر الْأُصُول وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْحَاكِم وَصَححهُ **عَن جَابر بن عبد الله فِي قَوْله** {**وأولي الْأَمر مِنْكُم**} **قَالَ: أولي الْفِقْه وأولي الْخَيْر**

-"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) আল্লাহ তা'আলা বাণী সম্পর্কে বলেন, তারা হল ফকিহ্গণ ও আহলে খায়েরগণ।"[৯৪]

প্রসিদ্ধ হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবুর রহমান জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ **عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِي قَوْلِهِ: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}** [النساء: 59] **قَالَ: أُولِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ**

-"হযরত আত্বা ইবনে সায়িব (রঃ) আল্লাহ তা'আলা বাণী সম্পর্কে বলেন, তারা হলেন ফকিহ্ ও দ্বীনের আলিমগণ।"[৯৫]

হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত তাবারী (রঃ) রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ **عَنْ عَطَاءٍ: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}** [النساء: 59] **قَالَ: الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ**

-"হযরত আত্বা (রহঃ) বলেন, উলিল আমর হল ফোকাহা ও উলামাগণ।"[৯৬] এ বিষয়ে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) এর বক্তব্য হল,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثنا آدَمُ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، **عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}** [النساء: 59] **يَعْنِي: أُولِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ**

---

৯৩. তাফছিরে ইবনে আবী হাতেম, হাদিস নং ৫৫৩৪;
৯৪. তাফছিরে দূর্রে মানসূর, ২য় খণ্ড, ৫৭৫ পৃ:;
৯৫. তাফছিরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, ১৭৯ পৃ:;
৯৬. তাফছিরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, ১৭৯ পৃ:;

-"হযরত মুজাহিদ (রহঃ) আল্লাহ তা'আলা এই বাণী সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ তারা হলেন দ্বীনের ফকিহ্গণ ও আকল সম্পন্য লোকেরা।"[৯৭]

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ছানআনী (রহঃ) উল্লেখ করেন,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ **عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}** [النساء: 59] **قَالَ: هُمُ الْعُلَمَاءُ**

-"হযরত হাছান বছরী (রহঃ) আল্লাহ তা'আলা বাণী সম্পর্কে বলেন, তারা হলো উলামাগণ।"[৯৮] হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেন-

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى **عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}** [النساء: 59] **قَالَ: أُولِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ**

-"হযরত ইবনে আবী নাজিহ (রহঃ) বলেন, তারা হল দ্বীনের ফকিহ্গণ ও জ্ঞান সম্পন্য লোকেরা।"[৯৯]

সুতরাং পবিত্র কোরআন ও সাহাবায়ে কেরামের কওল দ্বারা প্রমাণিত হয়, সকল তবকার ফোকাহা, উলামা, মুজতাহিদ, আউলিয়া ও মুজাদ্দিদগণের আনুগত্য করা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নির্দেশে আবশ্যক। তারাই হল উলিল আমর। তবে উলিল আমর তথা উলামা, ফোকাহা, আউলিয়াগণের আনুগত্য হবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের লক্ষ্যে।

আল্লাহকে ভয় করে কারা?

আলিমগণই আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করেন। আর আলিম হচ্ছে তারা, যারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেন। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ পাক আরো বলেন: **إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ** -"নিশ্চয় আলিমগণই আল্লাহকে অধিক ভয় করেন।" (সূরা ফাতির: ২৮ নং আয়াত)

---

৯৭. তাফছিরে মুজাহিদ, ১ম খণ্ড, ২৮৫ পৃ:; তাফছিরে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৬১০; তাফছিরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, ১৭৯ পৃ:;

৯৮. তাফছিরে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৬০৮;

৯৯. তাফছিরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, ১৮০ পৃ:;

এই আয়াতের তাফছির করতে গিয়ে রইছুল মুফাচ্ছেরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ الْأَزْهَرِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} قَالَ: مَنْ خَشِيَ اللهَ فَهُوَ عَالِمٌ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেন তারাই আলিম।"[১০০] এ বিষয়ে আরেক রেওয়ায়েত আছে

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ زَنْجُوَيْهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ **يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَقُولُ: الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللهَ،**

-"ইয়াহইয়া ইবনে কাছির (রঃ) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেন তিনিই আলিম।"[১০১] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

وَأُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ، ثنا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،**عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} قَالَ: مَنْ خَشِيَ اللهَ فَهُوَ عَالِمٌ**

-"হযরত আত্বা (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেন তারাই আলিম।"[১০২]

সুতরাং যারা আল্লাহকে ভয় করেন তারাই মূলত আলিম। আর যারা আল্লাহকে ভয় করেন তাদের পরিচয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

-"সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের ভয় নেই আর তাঁরা চিন্তিতও হবেনা। আর তাঁরাই ঈমানদান ও খোদাভীরু।" (সূরা ইউনূছ: ৬২-৬৩ নং আয়াত)

---

১০০. সুনানু দারেমী, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃ: হাদিস নং ৩৪৫;

১০১. ইমাম বায়হাক্বী: আল মাদখাল, হাদিস নং ৫০৫;

১০২. ইমাম ইবনু আব্দিল বার্: জামেউল বায়ানিল ইলমে ওয়া ফাদ্বলী, হাদিস নং ১৫৪৪;

উভয় আয়াতের মাঝে সমঝোতা করলে বুঝা যায়, আল্লাহর ওলীগণই তাক্বওয়াশীল ও খোদাভীরু আলিমগণের অন্তর্ভূক্ত, যারা হরদম তথা সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেন। তাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর ওলীগণই আসল আলিম এবং আলিমগণই 'উলিল আমরের' অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং 'উলিল আমর' বলতে আল্লাহর ওলীগণকেও বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তারাই মূলত খোদাভীরুদের অন্তর্ভূক্ত। তাই বলা যায়, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাথে আল্লাহর ওলীগণের আনুগত্য করাও ফরজ বা আবশ্যক, কেননা ইহা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ।

পীর-মুর্শীদকে উছিলা ধরার কথা কি কোরআনে আছে?

আয়াত নং ১ ঃ খোদা প্রাপ্তিত্ব জ্ঞান হাছিলের জন্য ও আল্লাহ তা'আলা নৈকট্য লাভের জন্য তার প্রিয় বান্দাদেরকে উছিলা ধরার কথাও পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার দিকে উছিলা অন্বেষণ কর এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়েদা: ৩৫ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার দিকে উছিলা তালাশ করা স্বয়ং আল্লাহ পাকের আদেশ। তবে এই আয়াতের তাফছিরে এক জামাত মুফাচ্ছেরীন বলেছেন, **الوسيلة منزلة في الجنة** -"উছিলা জান্নাতের একটি মনজিল।" এই উছিলা হল জান্নাতে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মাকাম। তবে আহলে তাফছির ও তাসাউফ পন্থিদের ব্যাখ্যায় রয়েছে এই উছিলা হল আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম। সেটা নেক আমল ও নেক বান্দাগণ হতে পারে। যেমন হাফিজুল হাদিস, ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন ছিয়তী (রঃ) এই আয়াতের তাফছিরে বলেছেন,

{إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ مَا يُقَرِّبكُمْ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَته} -"আল্লাহর প্রতি উছিলা হল, আনুগত্যের যা কিছু দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা যায়।"[১০৩]

এই আয়াতের উছিলা সম্পর্কে ইমাম আবুল বারাকাত আন নাছাফী (রঃ) তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেছেন,

هي كل ما يتوسل به أي يتقرب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك السيئات

-"উছিলা হল প্রত্যেক ঐসকল বিষয় যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, অর্থাৎ নৈকট্যের দিকে নিকটবর্তী হওয়া যায় অথবা জীব অথবা অন্যান্য কিছু। ফলে প্রত্যেক মূল্যবান বিষয় যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায় আনুগত্যের কর্ম ও মন্দকাজ পরিত্যাগের মাধ্যমে।"[১০৪]

উল্লেখিত তাফছিরের আলোকে বুঝা যায়, মু'মীন বান্দার প্রত্যেক নেক আমল ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ হল সেই উছিলা। কেননা নেক আমল ও নেক বান্দাহগণের আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা হয়। এক্ষেত্রে নেক বান্দাগণ উছিলা হওয়ার বিষয়টি অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা নেক বান্দাহগণ ব্যতীত নেক আমল জানা ও মানা কোনটাই সম্ভব নয়।

এখন জানা প্রয়োজন সেই উছিলা কি এবং কিভাবে অন্বেষণ করতে হবে। মহান আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাগণের উছিলা অন্বেষণ করার বিষয়ে প্রখ্যাত মুফাচ্ছির, আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী হানাফী (রঃ) বলেন,

لا يحصل الا بالوسيلة وهى علماء الحقيقة ومشايخ الطريقة

-"আল্লাহকে উছিলা ব্যতীত হাছিল করা যায় না, আর সে উছিলা হল হাকিকী উলামাগণ এবং তরিকতের মাশাইখগণ।"[১০৫]

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দি হাছিলের জন্য উছিলার প্রয়োজন আর সেই উছিলার অন্যতম হল হাকিকী উলামাগণ ও তরিকতের

---

১০৩. তাফছিরে জালালাইন, ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃ:;

১০৪. তাফছিরে নাছাফী, ১ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃ:;

১০৫. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খণ্ড, ৪৫০ পৃ:;

মাশাইখগণ। এই আলোকেই আরিফ বিল্লাহ ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (রঃ) 'মিযানুশ শরিয়াতুল কুবরা' গ্রন্থে বলেছেন,

سمعت سيدى علي الخواص رحمه الله يقول انما امر علماء الشريعة الطالب بالالتزام مذهب معين وعلماء الحقيقة للمريد بالالتزام شيخ واحد

-"আমি হযরত আলী খাওয়ায (রঃ) কে বলতে শুনেছি যে, শরিয়তের আলিমগণ শরিয়তের অনুসারীকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মাজহাব চতুষ্টয় থেকে নির্দিষ্ট একটি মাজহাবের তাকলীদকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয়। আর তরিক্বতের আলিমগণ মুরিদদেরকে বলেছেন, যেন একজন পীরকে অপরিহার্য করে নেয়।"[১০৬]

তরিক্বতের শায়েখের অনুসরণের ব্যাপারে ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্ব মালেকী (রঃ) ওফাত ৭৩৭ হিজরী তদীয় কিতাবে বলেছেন,

فَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُرِيدَ لَهُ اتِّسَاعٌ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِهِمْ، وَفِي ارْتِبَاطِهِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ يُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِهِ، وَيَحْذَرُ مِنْ تَقَضِّي أَوْقَاتِهِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ.

-"ইহা থেকে মূল কথা হল, নিশ্চয় মুরীদের জন্য এ-ও অবকাশ রয়েছে যে, সে স্বীয় যুগের সমস্থ শায়েখদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে এবং একজন পীরের দামনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে আর স্বীয় সকল কাজ তাঁর উপরই নির্ভর করবে। অনর্থক সময় নস্ট করা থেকে বিরত থাকবে।"[১০৭]

ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্ব মালেকী (রঃ) ওফাত ৭৩৭ হিজরী তদীয় কিতাবে আরো বলেছেন,

الْمُرِيدِ يُعَظِّمُ شَيْخَهُ وَيُؤْثِرُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي وَقْتِهِ؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَهُ لَهُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ قَسَمَ لَهُ عَلَى يَدَيْهِ رِزْقًا حَسَنًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رُزِقَ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ

-"মুরীদ স্বীয় পীরকে তাজিম করবে এবং তাঁকে তাঁর যুগের সমস্থ ওলীর উপর প্রাধান্য দিবে। কারণ পীরের প্রতি তাজিম আল্লাহর পক্ষ থেকেই, নিশ্চয় আল্লাহ

১০৬. ইমাম শারানী: মিযানুল কুবরা, ১ম খণ্ড, ২৩ পৃ: মোস্তফা আল-বাবী, মিশর;

১০৭. ইমাম ইবনুল হাজ্ব: আল মাদখাল, ৩য় খণ্ড, ১৫৫ পৃ:;

তা'আলা তার জন্য রিজিক ও উত্তমতাকে তাঁর হাঁতে ভাগ করে দিয়েছেন, যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করেছি।[১০৮] আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যাকে যে কারণে রিজিক দেওয়া হয়, তার উচিৎ যেন তা অপরিহার্য করে নেয়।"[১০৯] এ বিষয়ে অন্য হাদিসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ -"যাকে কোন জিনিসে বরকত দেওয়া হয়েছে, তার উচিৎ যেন তা অপরিহার্য করে নেয়।"[১১০] এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম মানাভী (রঃ) বলেছেন, **عَن أنس واسناده حسن** -"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইহার সনদ হাছান।"[১১১] হাদিসটি সামান্য ভিন্ন শব্দেও সুনানু ইবনে মাজাহতে বর্ণিত রয়েছে।

সুতরাং মহান আল্লাহ পাক কামেল পীরের উছিলায় বরকত ও কল্যাণ দান করেন বিধায় মুরীদের উচিৎ সেই কামেল পীরের দামনকে শক্ত করে আকড়ে ধরা। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ -"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সাথে আছেন আর তাদের সাথে আছেন যার মুহছিন বান্দাহ।" (সূরা নাহল, ১২৮ নং আয়াত)

আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ -"নিশ্চয় আল্লাহর (খাস) রহমত মুহছিন বান্দার নিকেটে।" (সূরা আরাফ, ৫৬ নং আয়াত)

অর্থাৎ মুহছিন তথা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দার সাথেই মহান আল্লাহ পাকের খাস রহমত। তাদের সাথে থাকলে মহান আল্লাহর খাস রহমত ও বরকত সহজে লাভ করা সম্ভব। এজন্যেই ইমাম ইবনুল হাজ্ব মালেকী (রঃ) কামেল পীরের দামনকে

---

১০৮. সম্ভবত এখানে কামেল পীরকে মুরীদের রিজিক ও কল্যাণ লাভের উছিলা হিসেবে বলা হয়েছে। আল্লাহই সর্বোজ্ঞ।

১০৯. ইমাম ইবনুল হাজ্ব: আল মাদখাল, ৩য় খণ্ড, ২১৪ পৃ:;

১১০ ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: আসরারুল মারফূয়া, হাদিস নং ৪৭৪; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, হাদিস নং ১২৩৭৩; ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শারহি জামেইছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ৪১৯ পৃ:;

১১১. ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শারহি জামেইছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ৪১৯ পৃ:;

শক্ত করে ধরতে বলেছেন এবং কামেল পীরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক ও কল্যাণ লাভের উছিলা বলেছেন।

এই বিষয়ে সূরা মায়েদার ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় জগৎ বিখ্যাত মুফাচ্ছির, আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) তদীয় তাফছিরের কিতাবে বলেছেন,

إِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِمُعَلِّمٍ يُعَلِّمُنَا مَعْرِفَتَهُ، وَمُرْشِدٍ يُرْشِدُنَا إِلَى الْعِلْمِ بِهِ،

-"নিশ্চয় আল্লাহর মারেফত জানা ব্যতীত কারো কোন গতি নেই, আর কামেল মুর্শীদ আমাদেরকে সেই ইলম দ্বারা পথপ্রদর্শন করবেন।"[১১২]

তাই খোদা প্রাপ্তিত্ব জ্ঞান হাছিলের জন্য উছিলা হিসেবে কামেল মুর্শীদের অন্বেষণ করা অতীব জরুরী।

আয়াত নং ২ ঃ

মহান আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের জন্য আল্লাহর নিকটতম বান্দাদেরকে উছিলা হিসেবে অন্বেষণ করা নবী-রাসূল ও ফেরেস্তাদের সুন্নাত। যেমন পবিত্র কোরআনের আরেক জায়গায় আছে,

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

-"ঐসব মকবুল বান্দা, যাদেরকে এসব কাফির পূজা করে, তাঁরা নিজেরাই আপন প্রতিপালকের প্রতি উছিলা তালাশ করে যে, তাঁদের মধ্যে কে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ও তার রহমতপ্রাপ্ত এবং তার শাস্তিকে ভয় করেন। নিশ্চয় আপনার রবের আযাব বড়ই মারাত্মক।" (সূরা বনী ইসরাইল: ৫৭ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব যুগের নেক বান্দাগণও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণকে উছিলা হিসেবে অন্বেষণ করতেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত কিছু সংখ্যক লোক, ঐ নেক বান্দাদেরকে পূজা করা শুরু করেছিল। আর এই কথাই আল্লাহ পাক এভাবে বলেছেন যে, কাফেররা যাদেরকে ইলাহ জেনে পূজা করছে তাঁরাই তাঁদের মধ্যে নেক বান্দাগণকে উছিলা হিসেবে তালাশ করত, যারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী ছিল ও আল্লাহর আজাবকে ভয়

১১২. তাফছিরে কবীর, ১১তম খণ্ড, ১৮৯ পৃ:;

করতেন। এই আয়াত দ্বারা যারা নেক বান্দাগণকে উছিলা করতেন তাঁদেরকে তিরস্কার করা হয়নি, কারণ তাঁরা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী ও আল্লাহর আজাবকে ভয়কারী ছিলেন। বরং যারা ঐ নেক বান্দাগণকে ইলাহ জেনে পূজা করা শুরু করেছিল তাদেরকেই তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ **যারা উছিলা তালাশ করতেন ও যাদেরকে উছিলা অন্বেষণ করা হত তাঁরা সকলেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন।** যেমন তাফছিরের কিতাবে আছে,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: وَهُمْ عِيسَى وَأُمُّهُ وَعُزَيْرٌ وَالْمَلَائِكَةُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ "يَبْتَغُونَ" أَيْ يَطْلُبُونَ إِلَى رَبِّهِمُ "الْوَسِيلَةَ" أَيِ الْقُرْبَةَ.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদ (রঃ) বলেন: তাঁরা হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সম্মানিতা মা মরিয়ম (আঃ), উজাইর (আঃ) ও ফেরাস্তাগণ, চন্দ্র সূর্য, তারকা সমূহ। তারা তাদের রবের প্রতি উছিলা তালাশ করত অর্থাৎ রবের নৈকট্য অর্জন করত।"[১১৩]

সুতরাং রইছুল মুফাচ্ছেরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাফছির মোতাবেক যারা পূজা করত তারা তিরস্কৃত হবে, কিন্তু যাদেরকে পূজা করেছেন তাঁরা তিরস্কৃত হবেনা। কারণ তাঁরা সকলেই আল্লাহর অনুগত বান্দাহ ছিলেন। প্রিয় পাঠক মহল! আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আঃ) ও তিনার মা বিবি মরিয়ম (আঃ), হযরত উজাইর (আঃ) ও ফেরেস্তারা কি তিরস্কৃত হতে পারে? অবশ্যই না। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর ঐক্যমতের ফাত্ওয়া হচ্ছে "কোন নবী-রাসূল ও ফেরেস্তাদেরকে তিরস্কার করলে সাথে সাথে সে কাফের হয়ে যায়।"[১১৪]

সুতরাং পবিত্র কোরআন থেকে প্রমাণিত হল, ঐ সকল নবীগণও অন্য নবীগণক উছিলা হিসেবে তালাশ করতেন। যেমন মহান আল্লাহ পাক বলেছেন: **يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ** অর্থাৎ, তাঁরা তাদের রবের প্রতি উছিলা তালাশ করত। নবী-রাসূলগণ যে কাজ করেছেন সেই কাজ অবশ্যই অনুসরনীয়। এক নবী অন্য নবীকে উছিলা হিসেবে তালাশ করতেন।

---

১১৩. তাফছিরে বগভী, ৩য় খণ্ড, ২৯৪ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৩য় খণ্ড, ১৩৪ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ১৫তম খণ্ড, ১০৫ পৃ:;

১১৪. ফাতওয়া আলমগিরী;

উছিলা ধরার কথা কি রাসূল (ﷺ) বলেছেন?

স্বয়ং আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই দোয়ার সময় নবী-রাসূল ও ছালেহীনগণের উছিলা ধরে দোয়া করার কথা বলেছেন। যেমন হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ أَبُو الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ،**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি ঘর থেকে নামাজের জন্য বের হবে তখন বলবে: হে আল্লাহ আমি সত্যিকারের প্রার্থনাকারীদের উছিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।"[১১৫]

এই হাদিসের সম্পর্কে আল্লামা হাফিজ ইরাকী (রঃ) বলেন:

من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِإِسْنَاد حسن. -"আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর হাদিসের সনদ হাছান।"[১১৬] 'শরহে মুহাম্মদ ফাওয়াইদ আব্দুল বাক্বী' এর মধ্যে উল্লেখ আছে:

لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده

-"কিন্তু ইবনে খুজাইমা ফুদ্বাইল ইবনে মারজুক এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন, আর ইহা আমার কাছে ছহীহ্।"[১১৭]

---

১১৫. ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা,, ১ম খণ্ড, ৬০৩ পৃ:, হাদিস নং ১৯৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৭৭৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১১৫৬; ইবনে জা'দ তাঁর মুসনাদে, হাদিস নং ২০৩১; মুসনাদে আবু নুয়াইম; ইবনে কাইয়ুম কৃত 'যাদুল মাআদ' কিতাবে; মুছান্নাফু ইবনে আবী শায়বাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫ পৃ:, হাদিস ২৯২০২; সুনানে ছগীর লিল বায়হাক্বী, ১ম খণ্ড, ১২২ পৃ:, হাদিস নং ২৯৬; ইমাম বায়হাক্বী: দাওয়াতুল কবীর, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃ:, হাদিস নং ৪৯; ইবনে সুন্নী, হাদিস নং ৮৫; আদ দোয়া লিত তাবারানী, হাদিস নং ৪২১; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৯ পৃ:;

১১৬. তাখরিজে আহাদিছুল এহইয়া, হাদিস নং ৫;

১১৭. শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ লিছ-ছিয়তী, হাশিয়া;

আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দিন বুয়ূছিরী কেননী (রঃ) ওফাত ৮৪০ হিজরী তদীয় কিতাবে বলেন:-

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من طَرِيق فُضَيْل بن مَرْزُوق فَهُوَ صَحِيح عِنْده

-"ইবনে খুজাইমা তার ছহীহ্ গ্রন্থে 'ফুদ্বাইল ইবনে মারজুক' এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন, আর ইহা তার কাছে ছহীহ্।"[১১৮]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী 'আত্বিয়া ইবনু সাদ' এর বর্ণিত হাদিসকে ইমাম আবু দাউদ (রঃ) তদীয় 'সুনানু আবী দাউদ' গ্রন্থে উল্লেখ করে কোন প্রকার সমালোচনা করেননি। যেমন সুনানু আবী দাউদ হাদিস নং ১৬৩৭ ও ৩৯৭৯। আর মুহাদ্দিছগণ সকলেই অবগত আছেন, ইমাম আবু দাউদ (রঃ) তদীয় সুনানে যেসব হাদিস বয়ান করে নিরবতা পালন করেছেন, ঐসব হাদিসের মান নূন্যতম **হসন** হাছান হয়।

যেমন হাফিজুল হাদিস, ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন ছিয়তী (রঃ) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

وسكوت أبي دَاوُد وَالْمُنْذِرِي تَصْحِيح أَو تَحْسِين مِنْهُمَا

-"ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম মুনযিরীর নিরবতা দ্বারা এই হাদিসটি ছহীহ্ অথবা হাসান বলে বুঝা যায়।"[১১৯]

সুতরাং ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এর দৃষ্টিতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী 'আত্বিয়া ইবনু সাদ' এর বর্ণিত রেওয়ায়েতের মান **হসন** হাছান হবে। এমনকি ইমাম তিরমিজি (রঃ) নিজেও হযত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী 'আত্বিয়া ইবনু সাদ' এর বর্ণিত রেওয়ায়েতকে **হসন** হাছান ও **حَسَنٌ صَحِيحٌ** হাছান ছহীহ্ বলেছেন। যেমন তিরমিজি শরীফ হাদিস নং ১৩২৯, ১৯৫৫, ২১৭৪, ২৩৫১, ২৩৮১, ২৪৩১, ২৪৪০, ২৫২২, ২৫৩৫ ইত্যাদি।

এই হাদিসের অন্যতম রাবী হল **عَطِيَّةُ بنُ سَعْدِ بنِ جُنَادَةَ العَوْفِيُّ** (আতিয়া ইবনে সাঈদ ইবনে জুনাদা আওফী) তার বিষয়ে ইমামগণের অনেকে দুর্বল

---

১১৮. মিছবাহু যুযাজা ফি জাওয়াইদি ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃ:;

১১৯. ইমাম সুয়ূতি, শরহে সুনানি ইবনে মাযাহ, ১/৯১পৃ. হা/১২৭৭

আখ্যা দিলেও ইমামগণের অনেকেই তার উপর নির্ভর করেছেন। যেমন নিচের বর্ণনা গুলো লক্ষ্য করুন। ইমাম ইবনে সাদ (রঃ) বলেছেন,

وَكَانَ ثِقَةً إِنْ شَاءَ اللهُ وَلَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ. -"আল্লাহ চাহেতু সে একজন বিশ্বস্ত রাবী এবং তার হাদিস গুলো গ্রহণযোগ্য।"[১২০]

وقال الدوري عن بن معين صالح -"আব্বাস দাওরী (রঃ) হযরত ইয়াহইয়া ইবনের মাঈন (রঃ) থেকে বলেন, সে গ্রহণযোগ্য রাবী।"[১২১]

ইমাম ইবনে আদী (রঃ) এর অভিমত লক্ষ্য করুন,

وقال بن عدي قد روى عن جماعة من الثقات ولعطية عن أبي سعيد أحاديث عدة وعن غير أبي سعيد وهو مع ضعفه يكتب حديثه

-"ইমাম ইবনে আদী (রঃ) বলেন: অবশ্যই বিশ্বস্ত একদল ইমাম তার থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনাকারী আতিয়া এর রেওয়ায়েত গুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধভাবে নির্ভরযোগ্য, এছাড়া অন্যান্য সাহাবী থেকে রেওয়ায়েত গুলো দুর্বলতার সাথে বর্ণিত, ঐসব হাদিস লিখা হয়।"[১২২]

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইবনে মাঈন (রঃ), ইমাম ইবনে সাদ (রঃ) ও ইমাম ইবনে আদী (রঃ) তার উপর নির্ভর করেছেন। আর এ কারণেই হাফিজ ইরাকী (রঃ) ও ইমাম বুয়ূছিরী (রঃ) তার রেওয়ায়েতকে **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন। এর দ্বিতীয় রাবী **فُضَيْل بْن مَرْزُوقٍ** (ফুদ্বাইল ইবনে মারজুক), তার সম্পর্কে দুই-একজন ইমাম দুর্বল আখ্যা দিলেও অধিকাংশ ইমামগণ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন:-

وَقَال أَبُو أَحْمَد بْن عَدِيّ إنه لا بأس بِهِ. -"আবু আহমদ ইবনে আদী (রঃ) বলেছেন: নিশ্চয় তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।"[১২৩]

قال المثنى بْن معاذ بْن معاذ العنبري، عَن أبيه: سألت سفيان الثوري عنه فَقَالَ: ثقة.

---

১২০. ইমাম ইবনু সাদ: তাবকাতুল কুবরা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩০৫ পৃ: রাবী নং ২৩৭৫;
১২১. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং রাবী নং ৪১৪;
১২২. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং রাবী নং ৪১৪;
১২৩. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৭৬৯;

-"মাছনা ইবনে মুয়াজ ইবনে মুয়াজ ইবনে আনবারী তার পিতা হতে বলেন, তার ব্যাপারে সুফিয়ান ছাওরী (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: সে বিশ্বস্ত।"[১২৪]

وَقَال الحسن بْن عَلِيّ الحلواني، عن الشافعي: سمعت ابن عُيَيْنَة يقول: فضيل بْن مرزوق ثقة.

-"হাছান ইবনে আলী হালওয়ানী ইমাম শাফেয়ী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি ইমাম ইবনে উয়াইনা (রঃ) কে বলতে শুনেছি, ফুদ্বাইল ইবনে মারজুক বিশ্বস্ত রাবী।"[১২৫]

وَقَال أبو بكر الأثرم ، عَن أحمد بْن حنبل: لا أعلم إلاَّ خَيْرًا.

-"আবু বকর আছরাম (রঃ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: আমি তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানিনা।"[১২৬]

وَقَال أَبُو بكر بن أَبي خثيمة، عَنْ يحيى بْن مَعِين: ثقة.-"আবু বকর ইবনে আবী হায়ছামা ইমাম ইবনে মাঈন (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সে বিশ্বস্ত।"[১২৭]

وَقَال غيره، عَنْ يَحْيَى: لا بأس به.-"অন্যান্যরা ইমাম ইবনে মাঈন (রঃ) থেকে বলেছেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।"[১২৮]

وقال بن أبي حاتم عن أبيه صالح الحديث صدوق-"ইবনে আবী হাতেম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, সে গ্রহণযোগ্য ও সত্যবাদী।"[১২৯]

قال بن شاهين في الثقات-"ইমাম ইবনে শাহিন (রঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[১৩০]

وقال العجلي جائز الحديث صدوق-"ইমাম ইজলী (রঃ) বলেছেন: তার হাদিস গ্রহণযোগ্য ও সে সত্যবাদী।"[১৩১]

---

১২৪. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৭৬৯;
১২৫. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৭৬৯;
১২৬. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৭৬৯;
১২৭ ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৭৬৯;
১২৮. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৭৬৯;
১২৯. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫৪৬;
১৩০. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫৪৬;
১৩১. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫৪৬;

অতএব, 'ফুদ্বাইল ইবনে মারজুক' এর রেওয়ায়েত অবশ্যই ছহীহ্ পর্যায়ের হবে। কারণ অধিকাংশ ইমামগণ তাকে বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, পূর্ব যুগের সকল নবী-রাসূল, ওলী-বুযুর্গ তথা সকল প্রার্থনাকারীদের উছিলায় আল্লাহর তা'আলা কাছে প্রার্থনা করা স্বয়ং নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম এর অনুমোদিত সুন্নাত।

তাই আল্লাহর পাকের দরবারে উছিলা অন্বেষণ করা স্বয়ং নবী-রাসূলগণের সুন্নাত তরিকা। চাই ইহা দোয়া ক্ষেত্রে হোক অথবা নৈকট্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে হোক।

নেক বান্দাহগণের ছোহবতের গুরুত্ব

আল্লাহর নেয়ামত ও রেজামন্দী হাছিলের জন্য আল্লাহর ওলীগণের ছোহবতে থাকা অবশ্যই উচিৎ। কেননা তিনারা এ বিষয়ে সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে তাকিদ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

-"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শুহাদা ও নেক বান্দাহগণ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।" (সূরা নিছাঃ ৬৯ নং আয়াত)

এই আয়াতে চার শ্রেণীর লোকের সঙ্গী হওয়ার উৎসাহ রয়েছে। এর মধ্যে সিদ্দিকগণ ও ছালেহীন তথা আল্লাহর নেক বান্দাহগণ। আর অবশ্যই আল্লাহর ওলীগণ 'ছিদ্দিক' তথা সত্যবাদী এবং 'ছালেহীন' তথা নেক বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য জন্য তাঁদের ছোহবত থাকা অতীব জরুরী। কেননা আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন,

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমাকে ভঙ্গ কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও।" (সূরা তওবা: ১১৯ নং আয়াত)

সুতরাং আল্লাহর ওলীগণই প্রকৃত সত্যবাদী হিসেবে গণ্য। তাই তাঁদের ছোহবতের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গী হওয়া এবং নিজেকে একজন নেক বান্দায় পরিনত করা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নির্দেশ। এ বিষয়ে আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ তরেন,

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ -"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সাথে আছেন আর তাদের সাথে আছেন যার মুহছিন বান্দাহ।" (সূরা নাহল, ১২৮ নং আয়াত)

এই আয়াতদ্বয় থেকে মুহছিন ও ছাদেক্বীন বান্দাহগণের ছোহবত অর্জনের ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي -"তোমরা আমার খাছ বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর ও জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা ফজর, ২৯-৩০ নং আয়াত)

দেখুন! আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কি সুন্দর নির্দেশ এই আয়াতে রয়েছে। মারেফতের বিষয়ে যারা অজ্ঞ তারা অবশ্যই ঐ জ্ঞান আহরণের জন্য ঐরূপ জ্ঞাণী তথা আহলে জিকিরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে ও ইলমে মারেফত আহরণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

-"যেসব বিষয়ে তোমরা জাননা সে সব বিষয়ে আহলে জিকিরের কাছে জিজ্ঞাসা কর।" (সূরা নাহল: ৪৩ নং আয়াত)।

আল্লাহর ওলীগণই আহলে জিকিরের অন্তর্ভূক্ত, কারণ তাঁরা আল্লাহর জিকির করতে করতে প্রধান ১০ লতিফা ও ৩৩ কোটি লোমকূপে মহান আল্লাহর জিকির জারি করেছেন যাকে সুলতানুল আযকার বলা হয়। না জানার মধ্যে ইলমে মারেফতও অন্যতম, তাই সেই বিদ্যা অর্জনের জন্য কামেল মুকাম্মেল মুর্শীদের কাছে বায়াত হওয়া অতীব জরুরী। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন: **وَاتَّبِعْ سَبِيلَ**

مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ -"যে আমার দিকে রুজু তাঁর পদাঙ্ক অনুস্বরণ কর।" (সূরা লুকমান: ১৫ নং আয়াত)

এই আয়াতের তাফছিরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তিনার সাহাবায়ে কেরামের পরে মুমিনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণের কথা প্রাধান্য দেয়া যায়। যেমন এই আয়াতের তাফছিরে ইমাম আবুল বারাকাত আন নাছাফী (রঃ) বলেন,

واتبع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ أي سبيل المؤمنين في دينك

-"যে আমার দিকে রুজু তাঁর পদাঙ্ক অনুস্মরণ কর' অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে মু'মীনদের রাস্তা অনুস্বরণ কর।"[১৩২]

মুমিনের রাস্তা বলতে মুমিনে কামেল ছালফে ছালেহীন তথা আল্লাহর ওলীগণের রাস্তাকে বুঝানো হয়েছে। হাফিজ আবুল ফিদা ইবনে কাছির (রঃ) এই আয়াতের তাফছিরে বলেন-

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ يَعْنِي: الْمُؤْمِنِينَ، -"যে আমার দিকে রুজু তাঁর পদাঙ্ক অনুস্বরণ কর' অর্থাৎ মু'মীনদের পথে চল।"[১৩৩]

এখানেও মুমিন বলতে মুমিনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণের রাস্তাকে বুঝানো হয়েছে। কাজী শাওকানী তদীয় তাফছিরে বলেন,

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ أَيِ: اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ رَجَعَ إِلَيَّ مِنْ عِبَادِي الصَّالِحِينَ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِخْلَاصِ

-"যে আমার দিকে রুজু তাঁর পদাঙ্ক অনুস্মরণ কর' অর্থাৎ আমার নেক বান্দাগণের মধ্যে যারা তাওবা ও এখলাছের সাথে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছে তাদের অনুসরণ করো।"[১৩৪]

তাওবা ও এখলাছের বিবেচনায় এ বিষয়ে আল্লাহর ওলীগণ সবচেয়ে অধিক বিবেচ্য। কেননা প্রত্যেক আউলিয়াগণ অধিকহারে তাওবা করেন ও এখলাছের সাথে এবাদত করেন। তাই আল্লাহর দিকে রুজু তাঁর প্রিয় বান্দা আল্লাহর ওলীগণই। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহর ওলীগণের অনুসরণ করা ও ইলমে মারেফত

১৩২. তাফছিরে নাসাফী, ২য় খণ্ড, ৭১৫ পৃ:;
১৩৩. তাফছিরে ইবনে কাছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৭ পৃ:;
১৩৪. তাফছিরে ফাতহুল কাদির, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৪ পৃ:;

হাছিল করা, খোদা প্রাপ্তিত্ব জ্ঞান আহরণ করা, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা এ সব কিছুই তাঁদের কাছে বায়াতের মাধ্যমে হাছিল করতে হবে। এছাড়াও কামেল পীরের ছোহবতে থেকে তাঁর দিকে নজর করলেও উপকার রয়েছে। যেমন এ বিষয়ে নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

عن أنس مرفوعا نَظْرَةٌ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّه مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً صِيَامًا وَقِيَامًا،

-"হযরত আনাস (রাঃ) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, আলিমের চেহারার দিকে তাকানো ৬০ বছর নফল নামাজ ও নফল রোজার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।"[১৩৫] হাদিসটি হাছান অথবা দ্বায়িফ। এই হাদিস থেকে কামেল পীর বা মুর্শীদের ছোহবতে থেকে তিনার চেহারায় নজর করার ফজিলত বর্ণিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

عن أنس مرفوعا بلفظ: النّظر إِلَى وَجه الْعَالم عبَادَة وَالْجُلُوس مَعَه عبَادَة وَالْكَلَام مَعَه عبَادَة

-"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে, আলিমের চেহারার দিকে তাকানো ও তাদের সাথে বসা ইবাদত সমতুল্য, এবং তাদের সাথে কথা বলাও ইবাদত।"[১৩৬]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের ছোহবতে বসলে কি মহান ফজিলত। হাফিজুল হাদিস, ইমাম ছাখাবী (রঃ) ও ইমাম ইসমাঈল আজলুনী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

عن أنس مرفوعا نَظْرَةٌ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سنة صياما وقياما

---

১৩৫. ইমাম ছাখাবী: মাকাছিদুল হাছানাহ, হাদিস নং ১২৫১; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: আসরারুল মারফুয়াত, হাদিস নং ৫৬২; ইমাম আজলুনী: কাশফুল খাফা, হাদিস নং ২৮১১; তাজকিরাতুল মওজুয়াত, ১ম খণ্ড, ২১ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: আসরারুল মারফুয়া, হাদিস নং ৫৬২;

১৩৬. মুসনাদে ফিরদৌস, হাদিস নং ৬৮৬৭; ইমাম ছাখাবী: মাকাছিদুল হাছানাহ, হাদিস নং ১২৫১; ইমাম আজলুনী: কাশফুল খাফা, হাদিস নং ২৮১১; তাজকিরাতুল মওজুয়াত, ১ম খণ্ড, ২১ পৃ:;

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আলিমের চেহারার দিকে তাকানো ৬০ বছর নফল সালাত ও নফল রোজার চেয়ে আল্লাহর কাছে উত্তম।"[১৩৭]

এই হাদিসটি হাছান অথবা দ্বায়িফ। বিস্তারিত জানার জন্য আমার লিখিত 'ওহাবীদের ঘোষিত অনেক জাল হাদিস'ই আল হাদিস' কিতাবটি দেখার অনুরুধ রইল। এই হাদিসেও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের ছোহবতের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রঃ) ওফাত ৪৩০ হিজরী আরেকটি হাদিস এভাবে বর্ণনা করেছেন-

حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جعفر، ثنا يعرب بن خيران، ثنا محمد بن الفضل بن العباس البلخي بسمرقند ، ثنا أبو محمد حمد بن نوح، ثنا حفص بن عمر العدني، عن الحكم، عن عكرمة، **عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار العلماء فكأنما زارني، ومن صافح العلماء فكأنما صافحني، ومن جالس العلماء فكأنما جالسني، ومن جالسني في الدنيا أجلس إلى يوم القيامة**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আলেমের যিয়ারত করলসে যেন আমার যিয়ারত করল, যে ব্যক্তি আলেমের সাথে বসল সে যেন আমার সাথে বসল, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আমার সাথে বসল সে যেন সে কেয়ামতের দিন আমার কাছে বসবে।"[১৩৮]

হাদিসটি দ্বায়িফ তবে ফাদ্বাইলের বিষয় বিধায় বর্ণনা করা যাবে। এখানে স্পষ্টত মুত্তাকী আলিমগণ তথা আউলিয়ায়ে কেরামের ছোহবতের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। (সুবহানাল্লাহ) অতএব, সামগ্রীক বিচারে কামেল পীর বা মুর্শীদের ছোহবতের গুরুত্ব অপরসীম।

---

১৩৭. ছাময়ান ইবনে মাহদী তাঁর নুছখায় হাদিসটি হযরত আনাস রাঃ থেকে মারফূ সনদে উল্লেখ করেছেন; ইমাম ছাখাবী: মাকাছিদুল হাছানা, ৪৪৬ পৃ: হাদিস নং ১২৫১; ইমাম আজলুনী: কাশফুল খফা, ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃ:; তাজকিরাতুল মাওজুয়াত লিল ফাতানী, ১ম খণ্ড, ২১ পৃ:;

১৩৮. ইমাম আবু নুয়াইম: আখবারু ইসবাহান, হাদিস নং ২১০৭;

মুর্শীদের অনুসরণ না করার কুফল

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শরিয়তে কামেল মুর্শীদের বায়াত হওয়া ও তিনার ছোহবত গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্থ সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও পরবর্তী খলিফাগণের কাছেও বায়াত গ্রহণ করেছেন। আজও পর্যন্ত সেই খেলাফত রীতি জারি রয়েছে এবং বায়াত হওয়ার প্রথা প্রবাহমান রয়েছে। যারা বায়াত হবেনা অথবা মুর্শীদ ধরবেনা তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কঠিন হুশিয়ারী রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

-"আল্লাহ যাকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে তার নিজের জন্য কোন ওলীকে মুর্শীদ রূপে পাবেনা।" (সূরা কাহাফ: ১৭ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতে **يُضْلِلْ** (ইউদ্‌লিল) ফেল এর **فاعل** ফায়েল বা কর্তা হল আল্লাহ। আর **وَلِيًّا مُرْشِدًا** (ওয়ালিয়াম মুর্শীদা) হল **مفعول به** মাফউলে বিহি। এই দৃষ্টিতে **وَلِيًّا مُرْشِدًا** (ওয়ালিয়াম মুর্শীদা) দ্বারা আল্লাহকে বুঝাবে না, বরং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে তার নিজের জন্য কোন আল্লাহর ওলীকে মুর্শীদ হিসেবে পাবেনা, ইহা বুঝাবে। এই আয়াতে মুর্শীদ বলতে যে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ তা সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্য নিচের আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ

-"আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন সেই পথপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে গোমরাহ করেন আপনি তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন আউলিয়া খোজে পাবেন না।" (সূরা বনী ইসরাইল, ৯৭ নং আয়াত)

সুতরাং উল্লেখিত দু'টি আয়াত একত্রিত করলে বিষয়টি স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াতদ্বয়ে যেই মুর্শীদ বা আউলিয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে সেই মুর্শীদ বা আউলিয়া আল্লাহ স্বয়ং নয়, বরং আল্লাহর ওলীগণ।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে সরাসরি মুর্শীদ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। আর যাদের মুর্শীদ থাকবেনা তারা আল্লাহর বাণী অনুযায়ী পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ। তাই ইসলামের সঠিক পথে থাকতে অবশ্যই মুর্শীদ কামেলের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, **وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ** -"আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য আল্লাহর পরে কোন ওলী থাকবেনা।" (সূরা শুরা: ৪৪ নং আয়াত)

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়েতের পথে রাখেন তার জন্য আল্লাহর ওলীগণ পথপ্রদর্শক হিসেবে থাকে। এ বিষয়ে আরেক আয়াতে আছে,

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ -"আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।" (সূরা রা'আদ: ৩৩ নং আয়াত ও সূরা যুমার: ২৩ নং আয়াত এবং সূরা গাফির: আয়াত নং ৩৩)

এই আয়াতের তাফছিরে প্রখ্যাত মুফাচ্ছির, ইমাম আবুল বারাকাত আন নাছাফী (রঃ) বলেছেন, **{وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} مرشد**

-"আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। অর্থাৎ মুর্শীদ থাকবেনা।"[১৩৯] অনুরুপ আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ -"আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক পাবেনা।" (সূরা আরাফ: ১৮৬ নং আয়াত)

উপরের দুইটি আয়াতে মুর্শীদ ও হাদী বলতে আল্লাহর পথের পথপ্রদর্শক বুঝানো হয়েছে। তাই জান্নাতের পথই হল মুর্শীদের দেখানো পথ। কেননা তারা আল্লাহর হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা এই হেদায়াতের পথে থাকবে না তারা গোমরাহ হবে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: **وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا** -"আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে তার জন্য কোন রাস্তা (তরিকা) খুজে পাবেনা।" (সূরা নিসা: ১৪৩ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর রেজামন্দি হাছেল করতে হলে একটি সু-নির্দিষ্ট রাস্তা বা তরিকার প্রয়োজন। যারা ঐ তরিকার উপর আছেন তারা সৎ-পথপ্রাপ্ত, এবং যারা ঐ তরিকার অন্তর্ভূক্ত নয় তারা পথভ্রষ্ট। তাই মুর্শীদ কামেল

১৩৯. ইমাম নাছাফী: তাফছিরে নাছাফী, ৩য় খণ্ড, ২১০ পৃ:;

তথা কামেল পীরের কাছে বায়াত হওয়ার জন্যই এরূপ বলা হয়েছে। এই পথই যে মুর্শীদে কামেলের পথ সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ -"যে আমার দিকে রুজু তাঁর পদাঙ্ক অনুস্বরণ কর।" (সূরা লুকমানঃ ১৫ নং আয়াত)

অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালা মুমিন বান্দাহগণ যে পথে ছিলেন সে পথ অনুসরণ করতে হবে। আর আল্লাহর ওলীগণই সর্বোত্তম মু'মীন বান্দাহ ও আল্লাহ ওয়ালা বান্দাহ। তাই পবিত্র কোরআনের ঘোষণা মোতাবেক, সেই পথ যারা অনুসরণ করবে তারা হেদায়াতের পথে থাকবে, আর যারা সেই অনুসরণ করবে না তারা গোমরাহ হবে।

তাজকিয়ে নাফ্ছ বা আত্মশুদ্ধির কথা কি কোরআনে আছে?

পবিত্র কোরআনের একাধিক জায়গায় মহান আল্লাহ পাক মানুষের আত্মশুদ্ধির কথা বলেছেন। যেমন নিচের আয়াত গুলো লক্ষ্য করুন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

-"নিশ্চয় সফলকাম হবে তারা যারা আত্মশুদ্ধি লাভ করে। এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অতঃপর নামাজ আদায় করে।" (সূরা আ'লা, ১৪-১৫ নং আয়াত)

এ বিষয়ে অপর আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها

-"যে নিজেকে শুদ্ধ করে সে সফলকাম এবং যে নজেকে কুলুষিত করেছে সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।" (সূরা শামছ, ৯-১০ নং আয়াত)

অর্থাৎ, যারা ঈমান আকিদা পরিশুদ্ধ করবে ও পরিশুদ্ধ নেক আমল করবে তারাই সফলকাম হবে তথা তারা জান্নাতী হবে। যেমন অপর আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

-"বসবাসের এমন জান্নাত রয়েছে যার তলদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।" (সূরা ত্বোয়া-হা, ৭৬ নং আয়াত)

সুতরাং যারা আত্মশুদ্ধি লাভ করেছেন তারাই জান্নাতী হবেন। তাই ইসলামে আত্মশুদ্ধি হওয়ার অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। কঠিন হাশরের ময়দানেও তাদের কোন চিন্তা থাকবেনা। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

-"সেদিন কোন ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি উপকারে আসবেনা, শুধু যে ব্যক্তি শান্তিপ্রাপ্ত ক্বাল্ব নিয়ে আল্লাহর কাছে (তারা ব্যতীত)।" (সূরা শুআরা: ৮৮-৮৯ নং আয়াত)

অতএব, তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ এর মাধ্যমে যারা ক্বাল্বকে ছালিম বা শান্তিপ্রাপ্ত করেছেন তারা হাশরের ময়দানে চিন্তিত থাকবে না। এ জন্যেই অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

-" হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! সন্তুষ্টিচিত্তে তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, অতঃপর আমার (খাস) বান্দাগণের মধ্যে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা ফজর: ২৭-৩০ নং আয়াত)

সামগ্রীক দিবে বিশ্লেষণ করে বুঝা যায়, তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ বা আত্মশুদ্ধি করা ও ক্বাল্বকে ছালিম করা ইসলামের একটি অতি গ্ররুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর অন্যতম প্রধান দ্বায়িত্ব ছিল লোকদেরকে পবিত্র করা বা আত্মশুদ্ধ করা। যেমন নিচের আয়াত গুলো লক্ষ্য করুন,

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ -"তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন ও তাদেরকে পবিত্র করবেন।" (সূরা বাকারা, ১২৯ নং আয়াতাংশ)

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ

-"আল্লাহ তা'আলা ইমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের মধ্য হতেই রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের জন্য তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।" (সূরা আলে ইমরান, ১৬৪ নং আয়াত)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ

-"তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" (সূরা জুময়া, ২ নং আয়াত)

অতএব, আত্মশুদ্ধি বা তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ ব্যতীত ঈমান ও আমলের পরিপূর্ণতা লাভ হয়না এবং জান্নাতেও যাওয়া যাবেনা। তাসাউফের মূল শিক্ষাই হল আত্মশুদ্ধি বা তাজকিয়ায়ে নাফ্ছ।

চার মাজহাবের ইমামগণ তাসাউফ মানতেন

চার মাজহাবের ইমামগণই তাসাউফের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা মুহাক্কিক হওয়ার জন্য ইলমে তাসাউফকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ইলমে তাসাউফকেই সর্বোত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। যুগে যুগে সকল ইমামগণই ইলমে তাসাউফের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে নিচে দলিলসহ উল্লেখ করা হল,

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর অভিমত-

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ. فَمَا انْتَفَعْتُ مِنْهُمْ إِلَّا بِكَلِمَتَيْنِ، سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: الْوَقْتُ سَيْفٌ. فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَإِلَّا قَطَعَكَ. وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ، وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ.

-"ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, আমি সূফীদের ছোহবত অর্জন করেছি। আমি তাদের কাছে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কথাই পেয়েছি। সময় তলোয়ারের মত, তুমি ইহাকে কাটতে গেলে ইহা তোমাকে কেটে দিবে। আর দ্বিতীয় হল তোমার নফ্ছ, যদি তোমার স্বীয় নফ্ছকে সত্য কাজের সাথে ব্যস্ত রাখ তাহলে তোমার জন্য কল্যাণ, অন্যথায় নফ্ছ তোমাকে বাতিল কাজের সাথে যুক্ত করবে।"[১৪০]

১৪০. হাফিজ ইবনু কাইয়ূম: মাদারিজুছ ছালেক্বীন, ৩য় খণ্ড, ১২৫ পৃ:; ইমাম ইবনু জাওযী: তালবিছুল ইবলীছ, ১ম খণ্ড, ৩০১ পৃ:;

ইহার সনদসহ ইমাম জামালুদ্দিন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনু জাওযী (রঃ) ওফাত ৫৯৭ হিজরী এভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَقَدْ سمعت أبا عَبْد اللهِ حسين بْن عَلِيٍّ المقري يَقُول سمعت أبا مُحَمَّد عَبْد اللهِ بْن عطاء الهروي يَقُول سمعت عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مُحَمَّد بْن المظفر يَقُول سمعت أبا عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْحُسَيْن يَقُول سمعت عَبْد اللهِ بْن الْحُسَيْن السلامي يَقُول سمعت عَلِيّ بْن مُحَمَّد المصري يَقُول سمعت أيوب بْن سُلَيْمَان يَقُول سمعت مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن إدريس الشافعي يَقُول سمعت أبي يَقُول...

ইমাম ইবনু জাওযী: তালবিছুল ইবলীছ, ১ম খণ্ড, ৩০১ পৃ:;

এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাসাউফ পন্থিদের ছোহবতে ছিলেন এবং তিনাদের মূল শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) এর অভিমতঃ আল্লামা শামছুদ্দিন আবুল উয়ূন মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ছিফারিনী হাম্বলী (রঃ) ওফাত ১১৮৮ হিজরী তদীয় কিতাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَقَدْ نَقَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَلَانِسِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ الصُّوفِيَّةِ: لَا أَعْلَمُ أَقْوَامًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ،

-"হযরত ইব্রাহিম ইবনু আব্দিল্লাহ কালানিছী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় ইমাম আহমদ (রহঃ) সূফীদের সম্পর্কে বলেছেন: আমি সূফীদের চেয়ে অধিক উত্তম কোন সম্প্রদায়কে জানিনা।"[১৪১]

সুবহানাল্লাহ! হাম্বলী মাজহাবের ইমাম, জগত বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিছ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাসাউফ সম্পর্কে কতইনা উত্তম উক্তি করেছেন। এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, ইমাম আহমদ (রঃ) ইলমে তাসাউফকে সমর্থন করতেন।

ইমাম মালেক (রহঃ) এর অভিমতঃ বিশ্ব নন্দিত মুহাদ্দিছ ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ،

১৪১. গাজাউল আলবাব ফি শারহি মানজুমাতিল আদাব, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃ:;

-"ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি শরিয়তের গভীর জ্ঞান অর্জন করল কিন্তু তাসাউফ অর্জন করলনা সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি তাসাউফ অর্জন করল কিন্তু শরিয়তের গভীর জ্ঞান অর্জন করলনা সে কাফির। আর যে ব্যক্তি দুইটি বিদ্যা অর্জন করল সেই প্রকৃত মুমিন।"[১৪২]

দেখুন ইমাম মালেক ইবনু আনাস (রহঃ) তাসাউফকে কত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন এলমে তাসাউফ ব্যতীত পরিপূর্ণ মু'মীন হওয়া যায়না।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) এর অভিমতঃ

হানাফী মাজহাবের ইমাম নুমান ইবনু ছাবিত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাসাউফ ও ত্বরিকা সম্পর্কে বলেছেন, যা ভারতবর্ষের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা শাহ্ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন-

لولا السنتان لهلك النعمان يريد السنتين اللتين صحب فيها لاخذ العلم الامام جعفر الصادق رضى الله نعالى عنه. وقد قال انه اخذ العلم والطريقة

-"যদি দুই বছর ইমাম জাফর ছাদিক (রহঃ) এর ছোহবত না পেতাম তাহলে নুমান (ইমাম আবু হানিফা) ধংস হয়ে যেত। এই দুই বছর তিনি ইমাম জাফর ছাদিক (রাঃ) এর ছোহবতের মাধ্যমে ইলম অর্জন করেছেন। অবশ্যই তিনি ইলম ও ত্বরিকা অর্জন করেছেন।"[১৪৩]

দেখুন ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ) ইলমে তাসাউফ অর্জনের জন্য ইমাম জাফর ছাদিক (রহঃ) এর নিকট দুই বছর ছোহবত নিয়েছেন এবং ত্বরিকা নিয়েছেন। পরবর্তীতে অন্যান্য ইমামগণ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) থেকে তাসাউফ ও ত্বরিকা গ্রহণ করেছেন। যেমন নিচের দলিলটি লক্ষ্য করুন,

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: أَنَا أَخَذْتهَا مِنْ الشِّبْلِيِّ، وَهُوَ أَخَذَهَا مِنْ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ، وَهُوَ مِنْ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ، وَهُوَ مِنْ دَاوُد الطَّائِيِّ. وَهُوَ أَخَذَ الْعِلْمَ وَالطَّرِيقَةَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ،

১৪২. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শারহে মিসকাত, ২৭০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

১৪৩. আল্লামা শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিছ দেহলভী: মুখতাছার আল তুহফাতুল ইছনা আশারিয়া, ৮ম পৃষ্টা।

-"হযরত আবুল কাশেম (রহঃ) বলেন, আমি আল্লামা শিবলী (রঃ) থেকে ত্বরিকা গ্রহণ করেছি, তিনি হযরত ছির্‌রী ছাখতী (রহঃ) থেকে ত্বরিকা গ্রহণ করেছেন, আর তিনি প্রসিদ্ধ ইমাম কারখী (রঃ) থেকে, আর তিনি ইমাম দাউদ ত্বাঈ (রঃ) থেকে, আর তিনি ইলম ও ত্বরিকা গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) থেকে।"[১৪৪]

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)সহ পূর্বসূরী ইমামগণ সকলেই তাসাউফপন্থি ছিলেন ও একে অপরের কাছ থেকে ত্বরিকা গ্রহণ করেছেন।

ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ওলী থেকে ফায়েয লাভ

ইন্তেকালের পরেও মাজারস্থ আল্লাহর ওলীগণ স্বীয় মুরীদান ও আশেকানদেরকে ফায়েয প্রদান করতে পারে। পূর্বসূরী আউলিয়ায়ে কেরামগণ এরুপ ফায়েয হাছিল করেছেন। কেননা ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ওলীগণ মুরীদানদেরকে দেখেন ও তাদের কথা শুনেন। যেমন নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন। শারিহে বুখারী, ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) তদীয় কিতাবে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন,

حدث عن موسى بن شعيب أبي عمران السمرقندي، قال : ثنا محمد بن سهيل، ثنا أبو مقاتل السمرقندي، ثنا أبو سهل، عن الحسن، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ يَنْظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় মুমিনগণের রুহ সমূহ সপ্তম আকাশে থাকে। তারা জান্নাতে তাদের স্থান সমূহ দেখতে পায়।"[১৪৫]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, মু'মীনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণ ইন্তেকালের পরে জান্নাতের মনজিল সমূহ দেখতে পান। এ বিষয়ে আরো দুইটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

---

১৪৪. ইমাম হাছকাছী: দুররুল মুখতার, ১ম খণ্ড, ৬০ পৃ:;

১৪৫. ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: আহওয়ালুল কুবুর, হাদিস নং ৫৭১; ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী: আখবারু ইস্‌বাহান, হাদিস নং ৫৭১; মুসনাদু ফিরদৌছ, হাদিস নং ৯১৩; ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শারহি জামেইছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ৩১০ পৃ:;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ.**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মুমিনের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহর নূর দিয়ে তাঁরা দেখে।"[১৪৬] এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، **عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ**

-"হযরত আবু উমামা (রাঃ), বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: তোমরা মুমিনের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা তাঁরা আল্লাহর নূর দিয়ে সব কিছু দেখে।"[১৪৭]

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা হাফিজ হায়ছামী (রঃ) বলেন:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. -"ইমাম তাবারানী (রঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন আর ইহার সনদ 'হাছান'।"[১৪৮]

---

১৪৬. জামে তিরমিজি শরিফ, ২য় খণ্ড, ১৪৫ পৃ: হাদিস নং ৩১২৭; তাফছিরে কাবির শরিফ, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ:; ২৩তম খণ্ড, ২৩১ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃ:; ৪র্থ খণ্ড, ৫৯০ পৃ:; ২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃ:; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবিরে, ৮ম খণ্ড, ১০২ পৃ: হা: নং ৭৪৯৪; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াহেদ' ১০ম খণ্ড, ২৭১ পৃ:; গাউছে পাক: ছেররুল আছরার, ১২২ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খণ্ড, ৪০৯ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ১০ম খণ্ড, ৩৪ পৃ:; নাওয়াদেরুল উছুল, ২৭১ নং হা:; তাফছিরে তাবারী, ১৪ তম খণ্ড, ৫০ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মায়ানী, ১৪ তম খণ্ড, ৪২৯ পৃ:; তাফছিরে খাজেন, ৩য় খণ্ড, ৬০ পৃ:; তাফছিরে ইবনে কাছির, ২য় খণ্ড, ৬৯২ পৃ:; ইমাম আজলুনী: কাশফুল খফা, ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃ:; ইমাম ছাখাভী: মাকাছিদুল হাছানা, ১৯ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১৬ পৃ:; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ৩৫ পৃ:; তারিখে বাগদাদ, ৫ম খণ্ড, ৯৯ পৃ:;

১৪৭. ইমাম তাবারানী তাঁর আওছাতে, ২য় খণ্ড, ২৭১ পৃ:; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, ৮ম খণ্ড, ১০২ পৃ:; তাফছিরে কবীর, ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১৩ পৃ:; ইমাম ছাখাভী: মাকাছিদুল হাছানাহ, ৩৮ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩০৭৩; মুসনাদে শিহাব, ১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃ:; নাওয়াদেরুল উছুল, ১স খণ্ড, ৬৭৭ পৃ:;

১৪৮. ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ১০ম খণ্ড, ৪৭৩ পৃ:; ইমাম তাবারানী তাঁর আওছাতে, ২য় খণ্ড, ২৭১ পৃ: হাশিয়া:; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ৩৫ পৃ:; মুসনাদে শিহাব, ১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃ:;

এই হাদিসের একটি সনদে **رَاشِد بْن سَعْدٍ الحمصي** (রশিদ ইবনে ছাইদ) নামক একজন রাবী রয়েছে যাকে ওহাবীরা দুর্বল বলতে চায়। অথচ ইমামগণ তার ব্যাপারে বলেছেন,

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وابن سعد. -"তাঁকে ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম আবু হাতিম, ইমাম ইবনে সাঈদ (রঃ) বিশ্বস্ত বলেছেন।"

عَن أَحْمَد بْن حنبل: لا بأس بِهِ. -"ইমাম আহমদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।"

وَقَال عثمان بْن سَعِيد الدارمي، عَن يحيى بْن مَعِين، وأَبُو حاتم، وأحمد بْن عَبد الله العجلي، ويعقوب بْن شَيْبَة، والنَّسَائي ثقة.

-"উসমান ইবনে সাঈদ দারেমী (রঃ) বলেন: ইয়াহইয়া ইবনে মঈন, ইমাম আবু হাতিম, আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইজলী, ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেছেন: সে বিশ্বস্ত।"

وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا بأس به، يعتبر به -"ইমাম দারে কুতনী (রহঃ) বলেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই, তার উপর নির্ভর করা যায়।"

وله ذكر في الجهاد من صحيح البخاري. قلت وذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ্ গ্রন্থে জিহাদ অধ্যায়ে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমি (আসকালানী) বলছি: ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"

وقال الدارقطني: يعتبر به، لا بأس به. وقال أحمد: لا بأس به،

-"ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম দারাকুতনী (রহঃ) বলেন: তার উপর নির্ভর করা যায়, তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।"[১৪৯]

অতএব, ইমামগণের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত হয় **رَاشِد بْن سَعْد** (রশিদ ইবনে ছাইদ) এর বর্ণিত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য। তাই এই রাবীর রেওয়ায়েত ছহীহ্ অথবা হাছান হবে। বিষয়টি মোট ৬জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা সব মিলিয়ে 'মশহুর' পর্যায়ের। উছুলে হাদিসের আইন মোতাবেক একাধিক দুর্বল রেওয়ায়েত একত্রিত হলেও সবগুলো মিলিত হয়ে ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়। আর এ বিষয়ে মাকতু ও মওকুফরূপে ছহীহ্ এবং মরফূ রূপে হাছান ও জয়ীফ পর্যায়ের একাধিক রেওয়ায়েত রয়েছে। যা নিশ্চিত রূপে সব মিলিয়ে ক্বাবী বা

১৪৯. ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খণ্ড, ২৯৩ পৃ:; তাহজিবুত তাহজিব, তাহজিবুল কামাল;

শক্তিশালী হওয়াতে কোন বাধা থাকবেনা। সুতরাং উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণ হয়, মু'মীনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণ ইন্তেকালের পূর্বে ও ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর নূর দিয়ে সবকিছু দেখতে পান। অতএব, ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ওলীগণ তাদের মুরীদান ও আশেকানদেরকে ফায়েয প্রদান করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তাঁদের মাজারের কাছে অবস্থান করে কোন যিয়ারত করলে অবশ্যই আল্লাহর ওলী স্বীয় মাজার থেকে শুনবেন ও দেখবেন।

হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু কাছির (রঃ) উল্লেখ করেন, বদর যুদ্ধের শহীদগণের মাজারের[১৫০] কাছে দাঁড়িয়ে প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শহীদদের সাথে কথা বলছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন একদল লোকের সাথে কথা বলছেন, যারা লাশ হয়ে পরে আছেন। তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: যে মহান সত্বার হাতে আমার জীবন সে সত্বার কসম করে বলছি! আমি যেসব কথা বার্তা বলছি তা ওদের চেয়ে তোমরা মোটেও বেশী শুনছ না।[১৫১]

সুতরাং প্রমাণিত হল, আল্লাহ প্রিয় বান্দাগণ ইন্তেকালের পরেও স্বীয় মাজার থেকে মুরীদের কথা শুনেন এবং তাদেরকে দেখেন।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন, **ইমাম ত্বীবী (রহঃ)** বলেছেন এবং **ইমাম মানাভী** (রঃ) তদীয় কিতাবেও বলেছেন:

قَالَ الطِّيبِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّ النُّفُوسَ الزَّكِيَّةَ الْقُدُسِيَّةَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ عَرَجَتْ وَوَصَلَتْ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا حِجَابٌ، فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهَدِ بِنَفْسِهَا، أَوْ بِإِخْبَارِ الْمَلِكِ لَهَا،

-"ইমাম ত্বীবী (রঃ) বলেন: পবিত্র আত্বার অধিকারীগণের রুহ্সমূহ তাঁদের ইন্তেকালের পরে উপরের জগতের সাথে মিশে যায়। ফলে তাঁদের চোখের সামনে

১৫০. অথবা কাফিরদের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছেন।

১৫১. ইমাম ইবনু কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃ:;

কোন পর্দা থাকেনা, অতঃপর তাঁরা সব কিছু দেখতে পায় যেমনটি উপস্থিত ব্যক্তিকে দেখা যায়।"[১৫২]

সুবহানাল্লাহ! পবিত্র আত্বার অধিকারী হলে তাদের চোখের সামনে কোন পর্দা থাকেনা। অতএব, আল্লাহর ওলীগণের ইন্তেকালের পরেও তারা যিয়ারতকারীদের ও মুরীদানদের দেখেন।

আ'লা হযরত আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী (রঃ) এর অভিমত,

-"আর (ওয়াইসীগত হচ্ছে) কখনো ওফাতপ্রাপ্ত শায়খ তার (মুরিদের) বাতিনে খিলাফতের নির্দেশ দেওয়া তরীকতের বা তাসাউফে এ প্রকার খিলাফত বৈধ। **কেননা, রুহের নির্দেশ প্রদান করার বৈধতা তাসাউফপন্থীগণ স্বীকার করে।** [যেমন এই সময় ওয়াইসীয়া তরীকার প্রতি এই বিধান প্রত্যাবর্তন করা হবে। যেমন, হযরত আবুল হাসান খিরকানী হযরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খলিফা ছিলেন। কিন্তু এ বিধান প্রত্যেক দাবীদারের ক্ষেত্রে মানা যাবেনা যতক্ষণ আমরা তার ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত না জানি অথবা আহলে-বাতিন-ব্যক্তিগণ তার ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেবেন।][১৫৩]

এখানে আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, আহমদ রেজাখাঁন ফাজেলে বেরলভী (রঃ) আল্লাহর ওলীগণের ইন্তেকালের পরেও রুহানী শক্তি ও রুহানী ফায়েয প্রদানের বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়েছেন।

দেওবন্দী মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর বক্তব্য,

মাজারস্থ আল্লাহর ওলীগণের রুহানী ফায়েয লাভের বিষয়টি স্বীকার করেছেন দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মত, মাওঃ আশরাফ আলী থানভী সাহেব। যেমন তিনারই খলিফা পাকিস্থানে মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (তাফছিরে মারেফুল কোরআনের লেখক) তিনার রচিত গ্রন্থ 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

---

১৫২. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খণ্ড, ১১ পৃ:; ইমাম ত্বীবী: শারহু ত্বীবী, ৯২৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শারহি জামেইছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ৫০২ পৃ:; ইমাম মানাভী: ফায়জুল কাদির, ৫৪৭৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

১৫৩. আলা হযরত: বায়আত ও খিলাফতের বিধান, ২০ পৃষ্টা, সনজরী থেকে প্রকাশিত।

-"আউলিয়ায়ে কিরামের কবর থেকে এরূপ ফায়েয হাসিল হতে পারে, যার দ্বারা সম্পর্ক মযবুত হয়। আধ্যাত্মিক তালীম বা শিক্ষার ফায়েয কবর থেকে লাভ করা হয় না। অধত (সংকলক) হযরত থানভীকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, মাযার সমূহ থেকে ফায়দা হাসিল করার বিশেষ কোন পদ্ধতি আছে কিনা ? জবাবে হযরত থানভী বললেন, শুধু ফাতেহা ইত্যাদি পাঠ করে কবরবাসীর প্রতি মনোনিবেশ করে বসে যাবে। এর দ্বারা সম্পর্কের মাঝে শক্তি সৃষ্টি হয়। সম্পর্কের মাঝে শক্তি সৃষ্টি হওয়ার এ বিষয়টি অনেকের তো পরিপূর্ণভাবে বুঝে আসে এবং তারা অনুভবও করতে পারে। তা না হলেও অন্ততঃ এতটুকু তো অবশ্যই অনুভব করতে পারে যে, অন্তরের মাঝে একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।"[১৫৪]

এখানে আশরাফ আলী থানভী সাহেব আল্লাহর ওলীগণের ইন্তেকালের পরেও তিনাদের রুহানী ফায়েয হাছিলের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। যদিও তার কোন কোন অনুসারীরা এগুলো এখন স্বীকার করে না।

ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ওলীগণ বিচরণ করতে পারেন

রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পর্যায়ক্রমে খলিফাগণ তথা কামেল মোকাম্মেল ওলী-আল্লাহর কাছে ইন্তেকালের পরেও ফায়েয হাছিল করা যায়। যে ব্যক্তি ফায়েয হাছিলের বাসনা রাখবে, সে কামেল পীরের মাজারের কাছে পবিত্রতা ও আদবের সহিত বসবেন ও মোরাকাবা বা ধ্যাণ করবেন এবং দৃঢ় সংকল্পতার সাথে সেই পীরের বিশ্বাস ও তাজিম প্রকাশ করে বসবেন। পবিত্র ফাতেহা শরীফ পাঠ করবেন ও ঈসালে সওয়াব করবেন। সকল ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প করবেন। ফলে সে ব্যক্তি মাজারস্থ আল্লাহর ওলীর মদদ ও ফায়েয পাবেন। এ জন্যেই হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালী (রঃ) বলেছেন,

قال امام الغزالى: من يستمد فى حياتى يستمد بعد مماتى

১৫৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী: মাসালিসে হাকীমুল উম্মত, ৩৪৯ পৃ:;

-"ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন: যার কাছে জিবীত অবস্থায় (খোদা তা'আলা নৈকট্যের বিষয়ে) সাহায্য চাওয়া যায়, তাঁর কাছে ইন্তেকালের পরেও সাহায্য চাওয়া যায়।"[১৫৫]

এই অবস্থায় মাজারস্থ আল্লাহর ওলী স্বীয় মাজার থেকে সেই মুরীদের অবস্থা দেখেন ও শুনেন এবং রুহানীভাবে তার কাছে আসতেও পারেন। এ ব্যাপারে বহু সংখ্যক রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন। যেমন ইমাম আবু বকর বায়হাক্বী (রঃ) রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন,

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنِي **مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا جُبَيْرٌ الْقَصَّابُ قَالَ... فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوْتَى يَعْلَمُونَ بِزُوَّارِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ**

-"তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াছী (রহঃ) বলেছেন,.. তিনি বলেন: আমার কাছে হাদিস পৌছেছে যে, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি শুক্রবারে, তার আগের দিন ও তার পরের দিন তার যিয়ারকারীকে চিনেন।"[১৫৬]

হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু আব্দিল বার্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন,

وذكر بن أَبِي الدُّنْيَا قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ بَلَغَنِي أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ مُرْسَلَةٌ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ

-"ইবনু আবী দুনিয়া (রঃ) উল্লেখ করেছেন,খালেদ ইবনু খিদাশ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আমি হযরত মালেক ইনবু আনাস (রঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমার কাছে হাদিস পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় মুমিন বান্দাগণের রুহসমূহ প্রেরিত হয় এবং যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমন করেন।"[১৫৭]

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) তদীয় কিতাবে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন-

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، **عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ كَالزَّرَازِيرِ يَتَعَارَفُونَ، يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ**

---

১৫৫. শায়েখ আব্দুল হাক্ব: আশিয়াতুল লুমআত, যিয়ারত অধ্যায়; মেসকাত শরীফ, ১৫৪ পৃ: হাশিয়া;

১৫৬. ইমাম বায়হাক্বী: শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৮৮৬২; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২৫ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১৭৪১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; ফাতওয়ায়ে শামী, ৩য় খণ্ড, ১৫০ পৃ:;

১৫৭. ইমাম ইবনু আব্দিল বার্: আল ইস্তেজকার, ৩য় খণ্ড, ৯৩ পৃ:;

-"খালেদ ইবনু মা'দান বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আস (রাঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন: নিশ্চয় মু'মীনগণের রুহ সমূহ পাখির ন্যায় বিচরণ করে, তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনেন ও জান্নাতী ফল ভক্ষন করেন।"[১৫৮] এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مَهْدِيٍّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ:، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ, **عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ مُبَشِّرٍ ابْنَةُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ لَقِيتَ ابْنِي فُلَانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ فَقَالَ: غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ: بَلَى. قَالَتْ: فَهُوَ ذَلِكَ**

-"আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন কা'ব ইবনু মালেকের মৃত্যু আসন্ন হল, তখন তার নিকট উম্মে মুবাশ্শির ইবনাতু বারা ইবনে মারুফ এসে বললেন, যদি তথায় (পরকালে) অমুকের সাক্ষাৎ পাও তাকে আমার সালাম বলিও! তখন তিনি বললেন, হে উম্মে মুবাশ্শির! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! তখন আমাদের ব্যস্ততা তোমার এই কাজ অপেক্ষা অধিক থাকবে। এ সময় উম্মে মুবাশশির বললেন, হে আবু আব্দির রহমান! আপনি কি শুনেননি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: মু'মীনগণের রুহ সমূহ পাখির ন্যায় হবে এবং জান্নাতী ফল ভক্ষন করবে। (অর্থাৎ তারা শান্তিতে থাকবে ব্যস্ততা কোথায়?) তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তখন উম্মে মুবাশশির বললেন, আমি তো তাই বলতেছি।"[১৫৯] হাদিসটি এভাবেও মারফূরুপে বর্ণিত রয়েছে,

حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن نمير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن الزهري، **عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق من ثمر الجنة**

-"হযরত আব্দুর রহমান ইবনু কা'ব ইবনে মালিক (রঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন:

---

১৫৮. ইমাম ইবনু মুবারক: আয যুহুদ, হাদিস নং ৪৪৬;

১৫৯. ইমাম দোলভী: আল কুনা ওয়াল আছমা, হাদিস নং ১০০১৭; সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ১৪৪৯; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ১২০; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ১৬৩১;

মু'মীনগণের রুহ সমূহ সবুজ পাখির ন্যায় হবে এবং জান্নাতী ফল ভক্ষন করবে।"[১৬০] হাদিসটি ইমাম তাবারানী (রঃ) তদীয় কিতাবে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، **عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُدَّهَا اللهُ إِلَى أَجْسَادِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

-"হযরত ইবনু কা'ব ইবনে মালিক তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন, মুমিনগণের রুহ জান্নাতে সমূহ পাখির ন্যায় হবে এবং জান্নাতী ফল ভক্ষন করবে এমনকি কেয়ামতের দিন তাদের শরীরের মধ্যে রুহসমূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"[১৬১]

শারিহে বুখারী, ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রঃ) আরেকটি রেওয়ায়েত তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

وخرَّج ابنُ منده، من طريقِ عليّ بنِ زيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، أنَّ سلمانَ قال لعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ: إنَّ أرواحَ المؤمنينَ في برزخٍ مِنَ الأرضِ تذهبُ حيثُ شاءتْ، وإنَّ أرواحَ الكفارِ في سجّين.

-"ইমাম ইবনু মান্দাহ (রঃ) আলী ইবনু জায়েদ এর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইব (রঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় হযরত সালমান ফারছি (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) কে বললেন, নিশ্চয় মু'মীনগণের রুহ সমূহ জমীনে কবর জগতে (রুহানীভাবে) যেখানে খুশি ঐখানে ভ্রমন করতে পারে আর কাফেরদের রুহ সমূহ সিজ্জিনে থাকে।"[১৬২] প্রায় অনরূপ আরেকটি রেওয়ায়েত তিনি উল্লেখ করেছেন,

وخرَّجه ابن سعدٍ في طبقاتِهِ ولفظُه: إنَّ روحَ المؤمنِ تذهبُ في الأرضِ حيثُ شاءتْ، وروحَ الكافر في سجين.

---

১৬০. ইমাম ইব্রাহিম হারাবী: গারিবুল হাদিস, হাদিস নং ১৪২২;

১৬১. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ১২০;

১৬২. ইমাম বায়হাক্বী: আল বায়াছ ওয়ান নুশুর, হাদিস নং ১৯৭; ইমাম ইবনু আবী দুনিয়া: আল মানামাত, হাদিস নং ২১; ইমাম ইবনু মুবারক: আয যুহুদ ওয়ার রাকাইক, হাদিস নং ৪২৯; ইমাম বায়হাক্বী: শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ১২৯৩; ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৮ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃ:; ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ১০ম খণ্ড, ২২৪ পৃ:; ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী: আহওয়ালুল কুবুর, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ:;

-"ইমাম ইবনু সা'দ (রঃ) তদীয় তাবকাতে এই শব্দে ইহা বর্ণনা করেছেন, মুমিনের রুহ জমীনের যেখানে খুশি ভ্রমন করতে পারে আর কাফেরের রুহ সিজ্জিনে থাকে।"[১৬৩]

সুতরাং মু'মীন বান্দাগণের রুহসমূহ আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে যেখানে খুশি রুহানীভাবে ভ্রমন করতে পারে। সনদসহ সম্পূর্ণ হাদিসটি এভাবে বর্ণিত আছে,

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، **عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: الْتَقَيَا سَلْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ مِتَّ قَبْلِي فَالْقَنِي وَأَخْبَرَنِي مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ، وَإِنْ أَنَا مِتُّ قَبْلَكَ لَقِيتُكَ فَأُخْبِرْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، كَيْفَ هَذَا؟ أَوَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَرْزَخٍ مِنَ الْأَرْضِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ، وَنَفْسَ الْكَافِرِ فِي سِجِّينٍ،**

-"হযরত সাঈদ ইবনে মুছাইব (রঃ) হতে বর্ণিত, হযরত সালমান ফারছী (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) মিলিত হলেন। তখন একজন আরেকজন সঙ্গীকে বললেন, তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও তাহলে তুমি আমার সাথে মিলিত হইও এবং তোমার সাথে তোর প্রভূ কিরুপ আচরন করেছেন তা জানাবে। আর যদি আমি তোমার পূর্বে মারা যাই তাহলে আমি তোমার সাথে মিলিত হব ও আমার সম্পর্কে তোমাকে বলব। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দিল্লাহ! ইহা কিভাবে হবে? অথবা এরুপ কি হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। **নিশ্চয় মুমিনগণের রুহ সমূহ জমীনে আলমে বরজখে থাকবে। তারা যেখানে খুশি সেখানেই ভ্রমন করবে।** আর কাফেরদের রুহ সমূহ থাকবে সিজ্জিনে।"[১৬৪]

উল্লেখিত হাদিস সমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, মু'মীনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণ ইন্তেকালের পরেও আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতায় দেখেন ও রুহানীভাবে যেখানে খুশি ভ্রমণ করতে পারেন। সুতরাং ইন্তেকালের পরে আল্লাহর ওলীগণ তাদের যিয়ারতকারীদের দেখেন ও তাদের রুহানীভাবে আসতেও পারেন।

---

১৬৩. ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:; ইমাম ইবনু সা'দ: তাবকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, ৭০ পৃ: দারুল কুতুব ইলমিয়্যা; ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:;

১৬৪. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক: বিতাবুয যুহুদ, হাদিস নং ৪২৯; ইমাম বায়হাক্বী: শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ১২৯৩; ইবনে রজব হাম্বলী: আহওয়ালুল কুবুর, হাদিস নং ৩৯৭; তাফছিরে দুর্রে মানছুর, ৮ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃ:;

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর অন্যতম ফকিহ, একলক্ষ হাদিসের হাফিজ, **আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ)** তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَلَا تَبَاعُدَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ طُوِيَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، وَحَصَلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مُكْتَسَبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ،

-"আর আল্লাহর আউলিয়াগণের কাছে পৃথিবীটা অনেক দীর্ঘ নয়। ওলীগণ একই মুহূর্তে একাধিক জায়গায় বিচরণ করতে পারেন এবং একই সময়ে তাঁরা একাধিক শরীরের অধিকারী হতে পারেন।"[১৬৫]

এই এবারত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর আউলিয়া যারা তারাই একই সময় একাধিক স্থানে হাজির নাজির হতে পারে। (সুবহানাল্লাহ)

এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুফাচ্ছির, **আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রঃ)** তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেছেন,

ان الله تعالى يعطى لارواحهم قوة الأجساد فيذهبون من الأرض والسماء والجنة حيث يشاؤن وينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم

-"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ইন্তেকালের পরে কুওয়াতের দেহ দান করেন। ঐ ক্ষমতা দিয়ে তাঁরা পৃথিবীর যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করেন, ফলে আপনজনদের সাহায্য করতে পারেন ও শত্রুদেরকে পর্যদস্থ করতে পারেন।"[১৬৬]

প্রখ্যাত মুফাচ্ছির, **আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ)** উক্ত কিতাবে অন্যত্র আরো বলেছেন,

وكذلك يجعل لنفوس بعض أوليائه فانهم يظهرون ان شاء الله تعالى فى ان واحد فى امكنة شتى بأجسادهم المكتسبة

-"যেমনিভাবে কোন কোন আল্লাহর ওলীদেরও এই ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ চাহেতু তাদের কাছে সবই প্রকাশিত এবং তাঁরা একই সময়ে একাদিক জায়গায় নূরানী দেহ নিয়ে যাইতে পারে।"[১৬৭]

এ সম্পর্কে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রঃ) তদীয় তাফছিরে আরো উল্লেখ করেন,

---

১৬৫. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১৬৩২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ অধ্যায়ে;

১৬৬. তাফছিরে মাজহারী, ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃ:;

১৬৭. তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ২৭৩ পৃ:;

وقد تواتر عن كثير من الأولياء انهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم ويهدون الى الله تعالى من يشاء الله تعالى

-"অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম রয়েছে যারা ইন্তেকালের পরেও আপনজনদেরকে সাহায্য করতে পারেন, এবং শত্রুদেরকে পর্যদস্ত করতে পারেন এবং হেদায়েতের রাস্তাও দেখাতে পারেন।"[১৬৮]

আল্লাহর সবচেয়ে অধিক প্রিয় বান্দা তাঁর হাবীব হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), এজন্যে তিনি খোদা প্রদত্ত্ব ক্ষমতায় সারা বিশ্বের যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করবেন ইহাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সর্বোপরি আল্লাহর ওলীগণ ইন্তেকালের পরেও তাদের মুরীদানকে বিভিন্ন ছবক দিতে পারেন ও যেকোন বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমত বলে সাহায্য করতেও পারেন।

এই কথার সমর্থনে হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দির মুজাদ্দিদ, হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালী (রঃ) বলেন,

وقال الامام الغزالى: من يستمد فى حياته يستمد بعد مماته

-"ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন: যার কাছে জিবদ্যশায় (ছবকের বিষয়ে) সাহায্য চাওয়া যায় তার কাছে ওফাতের পরেও সাহায্য চাওয়া যায়।"[১৬৯]

অতএব, বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর ওলীগণের ইন্তেকালের পরেও তাদের কাছে ছবক আদায়ের বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা যায় এবং আল্লাহর ওলীগণেরও ঐরূপ সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা মহান আল্লাহ পাক দান করেন। ইন্তেকালের পরে মুরীদানদেরকে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহ পাক তাদেরকে বিশেষ একটি নূরময় এক বা একাধিক দেহ দান করেন। যেমন হযরত খাজা খিজির (আঃ) ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ঈশারায় মানুষকে সাহায্য করতে পারেন। বিপদের সময় সঠিক পথ দেখাতে পারেন এবং ইলমে লাদুন্নি দান করতে পারেন।

হযরত আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) ছিলেন হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) এর খলিফা। অথচ বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) এর ইন্তেকালে ৩৯ বৎসর পরে আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) এর জন্ম হয়। শিশুকাল হিসেবে ৮ বছর সময় কাটান এবং

---

১৬৮. তাফছিরে মাজহারী, ১ম খণ্ড, ১৭০ পৃ:;

১৬৯. মেসকাত শরীফ, ১৫৪ পৃ: হাশিয়া; আশিয়াতুল লুমআত;

৮ বছর বয়স থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) এর মাজার যিয়ারত করতেন। প্রতিদিন এশার নামাজের পর খেরকান থেকে খালি পায়ে বোস্তাম নগরে যেতেন এবং মাজার যিয়ারত করে পুনরায় ফজরের নামাজ খেরকানে এসে পড়তেন।[১৭০]

লক্ষ্য করুন, হযরত আবু হাছান খেরকানী (রঃ) এর শিশুকাল কাটে ৮ বছর এবং মাজার যিয়াতের কাল কাটে ১২ বছর। জন্ম হয়েছিল বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) এর ইন্তেকালে ৩৯ বচল পরে। তাহলে মোট ৮+১২+৩৯= ৫৯ বছর।

তাহলে বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) এর ইন্তেকালে ৫৯ বছর পরে হযরত আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) মুরীদও হয়েছেন এবং খলিফাও হয়েছেন। বর্তমানে হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) ও আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) হয়েই নক্সবন্দীয়া-মোজাদ্দেীয়া তরিকা বিদ্যমান রয়েছে। সারা বিশ্বের পীর-মাশায়েখগণ যারা এই দুই তরিকার মাশায়েখ, তাঁরা সকলেই হযরত আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) হয়েই খেলাফত পেয়েছেন, যিনি বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) এর ইন্তেকালের ৫৯ বছর পরে বায়াত গ্রহণ ও খেলাফত লাভ করেছেন। এ জন্যেই **আলা হযরত আহমদ রেজা খাঁন ফাজেলে বেরলভী (রঃ)** বলেছেন,

"আর (ওয়াইসীগত হচ্ছে,) কখনো ওফাতপ্রাপ্ত শায়খ তার (মুরিদের) বাতিনে খিলাফতের নির্দেশ দেওয়া তরীকতে বা তাসাওউফে এ প্রকার খিলাফত বৈধ। কেননা, রুহের প্রতি নির্দেশ প্রদান করার বৈধতা তাসাউফপন্থীগণ স্বীকার করে থাকেন। [এ সময় ওয়াইসীয়া তরীকার প্রতি এ বিধান প্রত্যাবর্তন করা হবে। যেমন, হযরত আবুল হাসান খিরকানী হযরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খলিফা ছিলেন। কিন্তু এ বিধান প্রত্যেক দাবীদারের ক্ষেত্রে মানা যাবেনা যতক্ষন পর্যন্ত আমরা তার ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত না জানি অথবা আহলে-বাতিনগণ তার ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেবেন।'][১৭১]

১৭০. তাজকেরাতুল আউলিয়া;

১৭১. আলা হযরত: বায়াত ও খিলাফতের বিধান, ১৯ পৃ:;

এখানে আলা হযরত (রঃ) ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর ওলীগণের রুহানী তাওয়াজ্জু প্রদান, অনুগত মুরীদানকে রুহানী নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়েছেন।

হাজারী মুজাদ্দেদ শায়েখ আহমদ ছেরহেন্দী (রঃ), খাজা বাহাউদ্দিন নক্সবন্দ (রঃ), শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ), শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রঃ), সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ), সূফি আল্লামা ফতেহ্ আলী (রঃ), খাজা এনায়েতপুরী (রঃ) প্রমূখ সকলেই হযরত আবুল হাছান খেরকানী (রঃ) হয়েই খেলাফত লাভ করেছেন। ছেরহেন্দ শরীফ, ফুরফুরা, ছারছিনা, জৈনপুর, রাজারবাগ, চন্দ্রপাড়া, ফুলতলী, চরমোনাই, কুতুববাগ, সিরাজনগর, সুরেশ্বরী, এনায়েতপুরী ইত্যাদি দরবারের সম্মানিত খলিফাগণ নক্সবন্দীয়া-মোজাদ্দেদীয়া তরিকার অন্যতম ধারক ও বাহক হচ্ছেন হযরত আবু হাছান খেরকানী (রঃ)। যিনি হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) এর ইন্তেকালে ৫৯ বছর পরে বায়াত ও খলিফা নির্বাচন হন।

এমনকি রাশিয়ার 'তাতার' শহরের বাশিন্দা হযরত মিরান শাহ্ তাতারী (রঃ) হযরত গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এর ওফাতের প্রায় ৭৫০ বছর পর যিয়ারতের মাধ্যমে ইলমে লাদুন্নী ও মুরীদত্ব লাভ করেছেন।[১৭২]

হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্সবন্দ (রঃ) এর জিবনীতে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন শহরে আল্লাহর ওলীগণের মাজারে মোরাকাবার মাধ্যমে অবস্থান করতেন ইলমে লাদুন্নী ও মুরীদত্ব অর্জন করতেন এবং ইলমে মারেফত হাছিল করতেন।

(১ম অধ্যায় সমাপ্ত)

১৭২. দেখুন: মিরান শাহ্ তাতারী র: এর জিবনী;

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরআন সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে

নবী-রাসূল ও ওলী-আল্লাহ্গণের উছিলা

মহান খোদা তা'আলার কাছে প্রার্থনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নবী-রাসূল ও নেক বান্দাগণের উছিলা ধরা। বিশ্ব জগতে যা কিছু হয়েছে বা হবে তা সবই উছিলার মাধ্যমে হয়েছে বা হবে। আর যা কিছু উছিলা ছাড়া সংগঠিত হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা কুদরতী শক্তি, যা অনেক সময় নবী-রাসূল বা আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয় বা হয়েছে। উছিলা কয়েক রকম হতে পারে, যথা: ১/দোয়ার মধ্যে উছিলা দিয়ে দোয়া করা। ২/শরিয়তের জাহেরী বিদ্যা অর্জনের জন্য উস্তাদের উছিলা গ্রহণ করা। ৩/ইলমে বাতেন তথা মারেফতের বিদ্যা অর্জনের জন্য এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী শায়েখের উছিলা গ্রহণ করা। এখানে প্রথমেই আমি দোয়ার মধ্যে উছিলা ধরা প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

দোয়ার মধ্যে উছিলা ধরার হুকুম

দোয়া মধ্যে উছিলা ধরা সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা নাজাত প্রাপ্ত হক্ব পন্থি জান্নাতী দলের আকিদা হচ্ছে:

جعل الدعاء وسيلة وهو جائز بل مندوب، -"দোয়ার মধ্যে উছিলা ধরা জায়েয বরং মোস্তাহাব।"[১৭৩]

উছিলা সম্পর্কে দেওবন্দের আলিমগণের অভিমত সম্পর্কে দেওবন্দের বিখ্যাত আলিম ও আবু দাউদ শরীফের শরাহ্ 'বজলুল মাজহুদ' এর মুছান্নিফ মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী সাহেব তদীয় রেছালায় বলেছেন,

عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل فى الدعوات بالانبياء والصالحين من الاولياء والشهداء والصديقين فى حيوتهم وبعد وفاتهم

১৭৩. তাফছিরে রুহুল মাআনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৬ পৃ:;

-"আমাদের কাছে ও আমাদের মাশায়েখগণের কাছে সকল দোয়ার মধ্যে নবী-রাসূল, আউলিয়ায়ে কেরাম মধ্যে নেক বান্দাগণ, শোহাদায়ে কেরাম ও সত্যবাদী বান্দাহগণের জিবদ্দশায় কিংবা রফাতের পরে তাঁদের উছিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েয।"[১৭৪]

সুতরাং আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, দোয়ার মধ্যে নবী-রাসূল (আঃ) ও সকল নেক বান্দাগণের উছিলা নিয়ে দোয়া করা জায়েয ও মুস্তাহাব।

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে উছিলা

পূর্বসূরী নবীগণ ও তিনাদের উম্মতগণ মহান আল্লাহ পাকের দরবারে বিভিন্ন তাবার্‌রুকাতের উছিলা দিয়ে প্রার্থনা করেছেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে,

إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ

-"তালুত এর বাদশাহীর প্রমাণ এই যে, তাঁর নিকট তাবুত আসবে। যার মধ্যে রয়েছে রবের পক্ষ থেকে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) এর বংশধরের ছাকিনা, আর ইহা ফেরেস্থারা বহন করে আনবেন।" (সূরা বাকারা: ২৪৮ নং আয়াত)

এই **التَّابُوتُ** তাবুত ও **سَكِينَةٌ** ছাকিনা সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস ও মহিউস সুন্নাহ, ইমাম বাগভী (রঃ) বলেছেন,

وَكَانَ فِيهِ عَصَا مُوسَى وَنَعْلَاهُ، وَعِمَامَةُ هَارُونَ وَعَصَاهُ، وَقَفِيزٌ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَكَانَ التَّابُوتُ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ تَكَلَّمَ وَحَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا حَضَرُوا الْقِتَالَ قَدَّمُوهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَيَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ،

-"ইহার মধ্যে ছিল মূসা (আঃ) এর লাঠি ও জুতা মুবারক, হারুন (আঃ) এর পাগড়ী ও লাঠি মুবারক এবং বনী ইসরাইলের প্রতি নাজিলকৃত সেই নেয়ামতপূর্ণ খাদ্যের মৌচাক। এই তাবুত বনী ইসরাইলের কাছেই ছিল। যখন তাদের মাঝে

১৭৪. আল মোহান্নাদ, ২৬-২৭ পৃ:;

কোন মতানৈক্য দেখা দিত তখন তাদের মাঝে বিচার করা হত। আর যখন কোন হত্যাকান্ড বা যুদ্ধ উপস্থিত হত, তখন তারা এই তাবুতকে তাদের সম্মুখে অগ্রসর করত, ফলে তারা ইহার উছিলায় তাদের শত্রুদের উপর সফলতা লাভ করত।"[১৭৫]

লক্ষ্য করুন, বনী ইসরাইলরা এই তাবুত ও ছাকিনার উছিলায় যুদ্ধে বিজয় লাভ করত। এই আয়াতে **سَكِينَةٌ** ছাকিনা বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে রইছুল মুফাচ্ছেরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} قَالَ: طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مِنَ الْجَنَّةِ، كَانَ يُغْسَلُ فِيهِ قُلُوبُ الْأَنْبِيَاءِ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি **فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ** এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, সাকিনা হল জান্নাতী স্বর্ণেল থালা, যার মধ্যে নবীগণের ক্বাল্বসমূহ ধৌত করা হয়।"[১৭৬] অনুরুপ হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেছেন। এই **سَكِينَةٌ** ছাকিনা সম্পর্কে আরেকজন মুফাচ্ছির বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، **عَنْ أَبِي صَالِحٍ: {أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ} قَالَ: كَانَ فِيهِ عَصَا مُوسَى، وَعَصَا هَارُونَ، وَلَوْحَانِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَالْمَنُّ**

-"আবু সালেহ (রঃ) أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটির মধ্যে ছিল হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি মুবারক ও হারুন (আঃ) এর লাঠি মুবারক; তাওরাত কিতাবের তখ্তা ও মান্না।"[১৭৭]

এই **سَكِينَةٌ** ছাকিনা সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ আকেটি অভিমত পাওয়া যায়,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، **عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ} قَالَ: عَصَا مُوسَى، وَعَصَا**

---

১৭৫. তাফছিরে বাগভী, ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃ:;

১৭৬. তাফছিরে বাগভী, ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃ:; তাফছিরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭০ পৃ:;

১৭৭. তাফছিরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৫ পৃ:;

هَارُونَ، وَثِيَابُ مُوسَى، وَثِيَابُ هَارُونَ، وَرُضَاضُ الْأَلْوَاحِ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ الْعَصَا وَالنَّعْلَانِ

-"আতিয়া ইবনু সাদ (রঃ) وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা ছিল মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) এর লাঠি ও কাপড় মুবারক, মরুধ্যানের রুদ্বাদ। অন্যান্যরা বলেছেন, ইহা ছিল লাঠি ও জুতা মুবারক।"[১৭৮] এ বিষয়ে তাবেঈ হযরত ওহাব ইবনু মুনাব্বাহ (রঃ) এর অভিমত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: **أَخْبَرَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُلْنَا لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: مَا كَانَ فِيهِ؟ يَعْنِي فِي التَّابُوتِ. قَالَ: كَانَ فِيهِ عَصَا مُوسَى، وَالسَّكِينَةُ**

-"বাক্কার ইবনু আব্দিল্লাহ বলেন, আমরা হযরত ওহহাব ইবনু মুনাব্বাহ (রঃ) কে বললাম, তাবুত এর মধ্যে কি ছিল? তিনি বললেন, মূসা (আঃ) এর লাঠি ও ছাকিনাহ।"[১৭৯]

এই আয়াতের তাফছির মোতাবেক, হযরত মূসা ও হারুন (আঃ) এর বংশের রেখে যাওয়া ছাকিনা হল: হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি ও জুতা মুবারক এবং হারুন (আঃ) এর জামা, লাঠি ও পাগড়ী মোবারক, যা ঐ সিন্দুকে ছিল। তাফছিরে উল্লেখ আছে বাদশা 'তালুত' ঐ সিন্দুকে রাখা লাঠি, জামা ও পাগড়ীর উছিলা ধরে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করতেন।

তাই পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহর নবীগণের জামা, পাগড়ী, লাঠি ও জুতা মুবারকের উছিলা দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করা যায়। নবীগণের লাঠি, জামা, পাগড়ী ও জুতা মুবারক যদি উছিলা হতে পারে, তাহলে স্বয়ং নবীগণ (আঃ) কেন উছিলা হবেনা? এ বিষয়ে আরেকটি আয়াত লক্ষ্য করুন,

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

---

১৭৮. তাফছিরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৫ পৃ:;

১৭৯. তাফছিরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৫ পৃ:;

-"আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দাও, ফলে তিনার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে এবং তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট নিয়ে আস।" (সূরা ইউসূফ, ৯৩ নং আয়াত)

এই সূরার ৯৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا -"অতঃপর যখন সুসংবাদ দাতা উপস্থিত হল তখন সে জামাটা নবী ইয়াকুবের মুখের উপর রাখল, ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল।" (সূরা ইউসূফ, ৯৬ নং আয়াত)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, হযরত ইউসূফ (আঃ) এর গায়ের জামার মুখমন্ডলে রাখার উছিলায় হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। কেননা এই জামাটি ছিল জান্নাতী জামা। যেমন হাফিজুল হাদিস ইমাম বাগভী (রঃ) উল্লেখ করেন,

قال الضَّحَّاكُ: كَانَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ مِنْ نَسْجِ الْجَنَّةِ. -"হযরত দ্বাহ্হাক (রঃ) বলেছেন, এই জামা ছিল জান্নাতের বুনা একটি জামা।"[১৮০] ইমাম বাগভী (রঃ) আরো উল্লেখ করেছেন,

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَمَرَهُ جِبْرِيلُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ قَمِيصَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ قَمِيصَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،

-"হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত ইউসূফ (আঃ) কে আদেশ দিলেন এই জামা ইয়াকুব (আঃ) এর কাছে প্রেরণ করার জন্য। এই জামা ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জামা।"[১৮১] মূলত জান্নাতী এই জামা মহান আল্লাহ পাক নবী ইব্রাহিম (আঃ) কে দিয়েছিলেন সেইদিন যেদিন তিনাকে নমরুদের আগুনে ফেলা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ওয়ারিশ সূত্রে এই জামা হযরত ইসহাক্ব (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) অতঃপর ইউসূফ (আঃ) কে দেওয়া হয়।

---

১৮০. তাফছিরে বাগভী, ২য় খণ্ড, ৫১৩ পৃ:;

১৮১. তাফছিরে বাগভী, ২য় খণ্ড, ৫১৩ পৃ:;

فَإِنَّ فِيهِ رِيحَ الْجَنَّةِ -"নিশ্চয় এই জামার মধ্যে জান্নাতের বাতাস বা ঘ্রাণ ছিল।"[১৮২]

সুতরাং প্রমাণিত হল, জান্নাতী পোষাকের উছিলায় আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে কোন মাধ্যম ছাড়াই ভাল করে দিতে পারতেন কিন্তু ঐ জামার উছিলায় ভাল করে এটাই বুঝালের সৃষ্টির মাঝে কিছু অতিউত্তম বিষয় রয়েছে যাদের উছিলায় আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মাকসুদ পূরণ করেন। তাই পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটিও উছিলার অন্যতম দলিল।

রাসূল (ﷺ)'র উছিলা ধরা

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র হাদিসের আলোকে তথা আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের বক্তব্য হল, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উছিলায় দোয়া করা জায়েয ও সুন্নাত। যেমন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উছিলা সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ، يُحَدِّثُ **عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَاكَ، فَهُوَ خَيْرٌ. فَقَالَ: ادْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ، فَتَقْضِي لِي، اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ**

-"হযরত উছমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অন্ধ চোখের জন্য দোয়া করুন।..... অতঃপর নবী করিম (ﷺ) তাকে বললেন: তুমি উত্তম রূপে অজু করে বল: **হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে রহমতের নবী মুহাম্মদ (ﷺ)'র**

১৮২. তাফছিরে বাগভী, ২য় খণ্ড, ৫১৩ পৃ:;

উছিলায় প্রার্থনা করছি। ওহে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের প্রতি মুতাওয়াজ্জু হলাম, তিনি যেন আমার চোখের পর্দা সরিয়ে দেন। অতঃপর তার চক্ষু ভাল হয়ে যায়।"[১৮৩]

ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটি সম্পর্কে বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -"এই হাদিস হাছান-ছহীহ্।"[১৮৪]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম আবু হাতিম (রঃ) ইমাম আবু যুরাআ (রঃ) এর অভিমত এভাবে তুলে ধরেছেন:

فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ حديثُ شُعبة. -"আমি ইমাম আবু যুরাআ (রঃ) কে বলতে শুনেছি, শুবা এর হাদিসটি ছহীহ্।"[১৮৫]

ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، -"এই হাদিস বুখারী মুসলীমের শর্ত অনুযায়ী **صَحِيحٌ** ছহীহ্।"[১৮৬]

আল্লামা আবু ইসহাক্ব (রঃ) হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন।

ইমাম ছিয়তী (রঃ) তাঁর 'জামেউছ ছাগীর' কিতাবে হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন। ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন এবং ইমাম কাস্তালানী (রঃ) ও ইমাম মুনজেরী (রঃ) সমর্থন করেছেন।

---

১৮৩. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭২৪০; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৯৯ পৃ: হাদিস নং ১৩৮৫; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৫৭৮; আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদী তাঁর মুসনাদে, ১/১৪৭; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৬ পৃ:; সুনানে কুবরা লিল নাসাঈ, হাদিস নং ১০৪২০; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ১২১৯; ইমাম বায়হাক্বী: দাওয়াতুল কবীর, হাদিস নং ২৩৫; ইবনে সুন্নী: আমালু ওয়া লাইলাতি, হাদিস নং ৬২৮; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৫৯৪ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১১৮০; ইমাম তাবারানী: মু'জামুছ ছাগীর, হাদিস নং ৫০৮; তারিখুল কবীর, কৃত: ইমাম বুখারী; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খণ্ড, ২৮২ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ৯৪ পৃ:; ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ২৪৬৭; ইমাম ইবনু কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ৭২৫১; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৬৪০; ইমাম আবু হাতিম: এলালুল হাদিস, হাদিস নং ২০৬৪;

১৮৪. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৫৭৮;

১৮৫. ইলালুল হাদিস, হাদিস নং ২০৬৪ এর ব্যাখ্যায়;

১৮৬. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১১৮০;

সকল ইমামের মতেই এই হাদিস ছহীহ্, এমনকি লা-মাজহাবীদের গুরু ঠাকুর ঘড়ি মিস্ত্রি নাছিরুদ্দিন আলবানীও মেসকাতের তাহকিকে হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন।

এই হাদিস উল্লেখ করে শারিহে বুখারী আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,

فثبت منه التوسُّلُ القوليُّ أيضًا. وحينئذٍ إنكار الحافظ ابن تَيْمِيَة تطاولٌ.

-"এই হাদিস থেকে মৌখিক উছিলা ধরা প্রমাণিত হয়। যদিও হাফিজ ইবনে তাইমিয়া লম্বা আলোচনা করে ইহাকে এনকার করেছেন।"[১৮৭]

তাই ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই সাহাবীকে উছিলা ধরে দোয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং দোয়ার মধ্যে উছিলা দিয়ে দোয়া করা স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শিক্ষা দেওয়া সুন্নাত।

হযরত আব্বাস (রাঃ)'র উছিলা

সাহাবীগণ রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) এর উছিলায় দোয়া করেছেন। এ বিষয়ে নিচের রেওয়ায়েতটি লক্ষ্য করুন,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ

-"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় হযরত উমর (রাঃ) অনাবৃষ্টির সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) এর উছিলায় প্রার্থনা করতেন। তিনি এরূপ বলতেন: হে আল্লাহ আমরা ইতিপূর্বে আপনার প্রিয় নবীর উছিলায় প্রার্থনা করতাম, এখন

১৮৭. আল্লামা কাশ্মিরী, ফায়জুল বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ৪৮৪ পৃ: ৩৭১০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

আমাদের নবীর চাচা আব্বাস (রাঃ) এর উছিলায় প্রার্থনা করছি, বৃষ্টি বর্ষণ করুন অতঃপর বৃষ্টি হতো।"[১৮৮]

সকল ইমামের মতে এই হাদিস ছহীহ্। তাই ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণ বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীনগণ দোয়ার মধ্যে উছিলা ধরতেন। সুতরাং দোয়ার মধ্যে নবী-রাসূল কিংবা বিশেষ বান্দাগণের উছিলা দিয়ে দোয়া করা নবী পাকের পাশাপাশি খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ আমাদের অবশ্যই পালনীয়। কেননা ছহীহ্ হাদিসে আছে রাসূল পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، **عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ**

-"হযরত ইরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তোমাদের জন্য আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত আদায় করা আবশ্যক।"[১৮৯]

ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) ও ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ، -"এই হাদিস ছহীহ্ এবং এর কোন ত্রুটি নেই।"[১৯০]

---

১৮৮. ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃ: হাদিস নং ১০১০ ও ৩৭১০; ছহীহ ইবনে খুজাইমাম, ২য় খণ্ড, ৬০৮ পৃ:; ছহীহ ইবনে হিব্বান, ৮১৪ পৃ: হাদিস নং ২৮৬১; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১১৬৫; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৬৪২৭; মেসকাত শরীফ, ১৩২ পৃ:; মুসনাদে সুনান, হাদিস নং ৭৭৮; মুসনাদে উমর, হাদিস নং ১৫১৮৪; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৭ পৃ:; শরহে ত্বাবী; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৩য় খণ্ড, ৫৫৯ পৃ:; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৭ পৃ:; নসরুত্বিব;

১৮৯. ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ১১৮৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৬০৭; জামে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৭৬; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৬৬; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৩২৭; সুনানে দারেমী, হাদিস নং ৯৬; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩১৯; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭১৪৪; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ২০৩৩৮; ইমাম তাহাবী: শরহে মাআনিল আছার, হাদিস নং ৪৯৯; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ২২০ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৭১০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪২; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪২০১; তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৬১৭; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫; ইমাম তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ৪৩৭; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১০২;

১৯০. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩১৯;

ইমাম আবু ঈসা তিরমিজি (রঃ) বলেন: **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.** -"এই হাদিস হাছান ছহীহ্।"[১৯১]

হাফিজুল হাদিস ও মহিউস সুন্নাহ, ইমাম বাগবী (রঃ) বলেন: **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ** - "এই হাদিস হাছান।"[১৯২]

হাফিজুল হাদিস, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) উল্লেখ করেন:

قَالَ الْبَزَّارُ: هُوَ أَصَحُّ سَنَدًا -"ইমাম বাজ্জার (রঃ) বলেন: ইহার সনদ অধিক ছহীহ্।"[১৯৩]

ইমাম ইবনু মুলাক্কিন (রঃ) বলেন: **هَذَا الحَدِيث صَحِيح** -"এই হাদিস ছহীহ্।"[১৯৪]

হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু আব্দিল বার্ (রঃ) উল্লেখ করেন:

وقال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين

-"হাফিজ আবু নুয়াইম (রঃ) বলেন: শামীদের ছহীহ্ হাদিসের মধ্যে এটি অতিউত্তম।"[১৯৫]

এই হাদিস উল্লেখ করার সময় মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রঃ) বলেন:

وقد صح في الحديث -"অধিক ছহীহ্ হাদিস হচ্ছে।"[১৯৬]

সুনানে আবু দাউদ এর তাহকিকে লা-মাজহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে **صحيح** ছহীহ্ বলেছেন। সুতরাং হাদিসটি সর্বসম্মতিক্রমে ছহীহ্। **অতএব, উছিলা ধরে দোয়া করা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত।**

আবদালগণের উছিলা

প্রত্যেক যুগেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ৪০ জন আবদাল জমীনে থাকে। তাদের উছিলায় উছিলায় আকাশ হতে বৃষ্টি হয়, শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে ও তাদের উপর থেকে গজব দূরীভূত হয়। যেমন এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، **حَدَّثَنِي شُرَيْحٌ قَالَ: ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَقَالُوا: الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَا إِنِّي**

---

১৯১. জামে তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৭৬;
১৯২. ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১০২;
১৯৩. তালখিছুল হাবির, হাদিস নং ২০৯৭;
১৯৪. বাদরুল মুনীর, ৯ম খণ্ড, ৫৮২ পৃ:;
১৯৫. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় খণ্ড, ৭৫৭ পৃ:;
১৯৬. আরফুশ শাজী শরহে তিরমিজি, ২য় খণ্ড, ২০৯ পৃ:;

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا، يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ

-"হযরত শুরাইহ ইবনে উবাইদ (রাঃ) বর্ণনা করেন,..... হযরত আলী (রাঃ) বললেন: আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, আবদাল শাম দেশেই হয়, যাদের সংখ্যা ৪০ জন। যখন একজন মারা যায় অন্য একজন দ্বারা ঐ স্থান পূর্ণ করা হয়। এই আবদালের উছিলায় আকাশ হতে বৃষ্টি হয়, শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে ও তাদের উপর থেকে গজব দূরীভূত হয়।"[১৯৭]

এই হাদিস উল্লেখ করে মাওলানা আজিমাবাদী বলেন,

قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ -"ইমাম মানাভী (রঃ) তাঁর শরহে জামেউছ ছাগীর কিতাবে বলেন: এই হাদিস ছহীহ।"[১৯৮]

মূলত আল্লামা মানাভী (রঃ) তার অন্য কিতাবে হাদিসটিকে হাছান বলেছেন। যেমন: **عَن عَلِيّ بِإِسْنَاد حسن** -"হযরত আলী (রাঃ) থেকে হাছান সনদে।"[১৯৯]

আওনুল মা'বুদ কিতাবে মাওলানা আজিমাবাদী উল্লেখ করেন,

رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عُبَادَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا قَالَ الْعَزِيزِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ

-"ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে হযরত উবাদা (রাঃ) থেকে ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।" যেমনটি আল্লামা আজিজী (রঃ) তাঁর শরহে জামেউছ ছাগীর কিতাবে বলেছেন। ইমাম নূরুদ্দিন হায়ছামী (রঃ) বলেন:

---

১৯৭. মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ১১২ পৃ: হাদিস নং ৮৯৬; ফাদ্বাইলে সাহাবা লি'আহমদ, হাদিস নং ১৭২৭; মেসকাত শরীফ, ৫৮২ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১তম খণ্ড, ৪০৯ পৃ:; ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগির, ১ম খণ্ড, ৪২১ পৃ:; ইমাম মানাভী: ফাইজুল কাদীর, হাদিস নং ৫০৭৪; শরহে ত্বাবী, হাদিস নং ৬২৭৭; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৬৬৭১; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৫০০৯; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৪৫৯৬;

১৯৮. আওনুল মাবুদ শরহে আবু দাউদ, ৮ম খণ্ড, ১৫১ পৃ:;

১৯৯. ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ৪২১ পৃ:;

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ -"ইমাম আহমদ (রঃ) এই হাদিস বর্ণনা করেছেন, এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশুদ্ধ।"[২০০]

কানজুল উম্মাল কিতাবে ইমাম হিন্দী (রঃ) এই হাদিস সম্পর্কে বলেন: **وسنده صحيح** -"ইহার সনদ ছহীহ্।"[২০১]

এই হাদিসের রাবী **شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْد** (শুরাইহ ইবনে উবাইদ) বিশ্বস্ত তাবেঈ। ইমাম ইজলী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম উছমান দারেমী, ইমাম দুহাইম, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম হাকেম, ইমাম ইবনে খুজাইমা, ইবনে খালিফুন (রঃ) তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[২০২]

সুতরাং এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, শাম দেশের লোকের উপর আব্দালের উছিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়, আল্লাহর সাহায্য আসে ও গজব দূরীভুত হয়। আর ইহা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র জবান মোবারক দ্বারা বলেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ পাক ও তাঁর পিয়ারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উছিলার পক্ষে। আফছুছ! নবীর দুশমন ওহাবীরা সেই উছিলার বিপক্ষে!! আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়াত করুক।

দুর্বল মুমিনদের উছিলা

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন দুর্বল মু'মীনদের উছিলায় মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে রিজিক দেন ও সাহায্য করেন। এ বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، **عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَبْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ**

২০০. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৬৬৭১;
২০১. ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ২৪৬০৭;
২০২. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ২৭২৬; ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ২৩৭৩;

-"হযরত আবু দারদা (রাঃ) নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম (ﷺ) বলেন, তোমাদের দুর্বলদের মধ্যেই আমাকে তালাশ কর। কেননা দুর্বলদের উছিলায় তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয় ও সাহায্য করা হয়।"[২০৩]

ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেছেন: **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.** -"এই হাদিস হাছান-ছহীহ্।" ইমাম ছিয়তী (রঃ) তাঁর 'জামেউছ ছগীর' কিতাবে হাদিটিকে: **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তাঁর মেরকাত গ্রন্থে হাদিসটি **صَحِيحٌ** বলে সমর্থন করেছেন। ইমাম হাকেম (রঃ) বলেন: **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ** -"এই হাদিসের সনদ ছহীহ্।"

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ছিলাহ ছানআনী (রঃ) বলেন:

وقد صحَّحه الحاكم وأقرَّه الذَّهبي وفي الرياض سنده جيد. -"ইমাম হাকেম ইহাকে ছহীহ্ বলেছেন ও ইমাম যাহাবী একাত্মতা পোষন করেছেন। রিয়াদ গ্রন্থে আছে এর সনদ অতি উত্তম।"[২০৪]

ইমাম হায়ছামী (রঃ) হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন।[২০৫]

সুতরাং ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, আমাদেরকে দুর্বল মু'মীন বান্দার উছিলায় রিজিক দেওয়া হয়, সাহায্য করা হয়। স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই উছিলার পক্ষে আর ইসলামের দুশমনেরা উছিলার বিপক্ষে (নাউজুবিল্লাহ)।

---

২০৩. মেসকাত শরীফ, ৪৪৭ পৃ: হাদিস নং ৫২৪৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৫৯৪; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ১৭০২; নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৩১৭৯; মুসনাদে আহমদ, ৫ম খণ্ড, ১৯৮ পৃ:, হাদিস নং ২১৭৩১; মুস্তাদরাকে হাকেম, ২য় খণ্ড, ১০৬ পৃ:, হাদিস নং ২৫০৯; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৭৬৭; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৪১৪৯; সুনানে কুবরা লিল নাসাঈ, হাদিস নং ৪৩৭৩; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪০৬১; বায়হাক্বী শরীফ, হাদিস নং ৬৩৮৮; জামেউছ ছাগীর, হাদিস নং ৫৮; মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খণ্ড, ৪৩৩ পৃ:; লুমআতুত তানকীহ্;

২০৪. আত তানভীর শরহে জামেউছ ছাগীর, ৫৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২০৫. ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৯৬৮২;

গরীব মুহাজিরদের উছিলা

স্বয়ং আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) গরীব মুহাজিরদের উছিলায় প্রার্থনা করেছেন। যেমন এ বিষয়ে হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، ثنا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ**

-"হযরত উমাইয়্যা ইবনে খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উসাইদ (রাঃ) নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গরীব-মুহাজেরদের উছিলায় প্রার্থনা করতেন।"[২০৬]

ইমাম হায়ছামী (রঃ) দু'টি সনদ উল্লেখ করে বলেন:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى رِجَالُ الصَّحِيحِ. -"ইমাম তাবারানী ইহা বর্ণনা করেছেন, এর ইহা প্রথম সনদের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত।"[২০৭]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম মানাভী (রঃ) ও আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তদীয় স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেন,

قَالَ الْمُنْذِرِيّ رُوَاته رُوَاة الصَّحِيح وَهُوَ مُرْسل -"ইমাম মুনজেরী (রঃ) বলেন: এই রেওয়ায়েতটি 'মুরছাল ছহীহ্'।"[২০৮]

চার মাযহাবের ইমামের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য তবেঈ'র মুরছাল রেওয়ায়েত হুজ্জত বা দলিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) একটি হাদিসের সনদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

---

২০৬. ইমাম বাগবী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪০৬২; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৮৫৭; মেসকাত শরীফ, ৪৪৭ পৃ: হাদিস নং ৫২৪৭; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৯ম খণ্ড, ৪৩৪ পৃ:; শরহে ত্বাবী, হাদিস নং ৫২৪৭; ছিরাতে হালভিয়া, ২য় খণ্ড, ৩৩৫ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৭৯০৪; মারেফাতুস সাহাবা লি'আবু নুয়াইম, হাদিস নং ৯৭৫;

২০৭. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৭৯০৫;

২০৮. ইমাম মানাভী: তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ২৭৬ পৃ:; তুহফাতুল আহওয়াজী, ৫ম খণ্ড, ২৯১ পৃ:;

وَقَالَ أَبُو دَاوُدُ: هَذَا مُرْسَلٌ: أَيْ: نَوْعٌ مُرْسَلٌ وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ لَكِنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ

-"ইমাম আবু দাউদ বলেন সনদটি মুরছাল, আর মুরছাল হলো মুনকাতে'ঈ এর প্রকার। তবে জমহুর মুহাদ্দিছীনে কেরামের নিকট মুরছাল হুজ্জাত বা দলিলের উপযুক্ত।"[২০৯]

আল্লামা আনোওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) লিখেন-

وقال النسائي: إنه مرسل، أقول: إن المرسل حجة عند الجمهور

-"ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, এ হাদিসটি মুরছাল, আমি বলি, তবে জমহুর মুহাদ্দিছীনে কেরামের নিকট মুরছাল হুজ্জাত বা দলিলের উপযুক্ত।"[২১০]

অতএব, এই হাদিস উছিলার পক্ষে অবশ্যই হুজ্জত বা দলিল। তাই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই গরীব-মুহাজেরদের উছিলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। অর্থাৎ গরীব-মুহাজেরদের উছিলায় প্রার্থনা করার শিক্ষা স্বীয় উম্মতকে দিয়েছেন।

সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈর উছিলা

প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈগণ ও তাবে তাবেঈগণের উছিলায় দোয়া করারও বিধান রয়েছে। যেমন নিচের ছহীহ্ রেওয়ায়েতটি লক্ষ্য করুন-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: লোকদের উপর এমন এক জামানা আসবে যুদ্ধের ময়দানে বলা হবে: তোমাদের মধ্যে কি

২০৯. মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/৩৬৮ পৃ. হা/৩২৩, কিতাবুত ত্বহারাত;
২১০. আরফুশ শাযী, ১/৪৩৭ পৃ.;

রাসূল (ﷺ) এর কোন সাহাবী আছে? তখন বলা হবে, হ্যাঁ, অতঃপর তাঁর উছিলায় যুদ্ধে বিজয় লাভ হবে। আবার এমন যুগ আসবে যুদ্ধে লোক জমায়েত হবে এবং বলা হবে তোমাদের মাঝে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কোন সাহাবীর সাথী (তাবেঈ) আছে? বলা হবে হ্যাঁ, অতঃপর তাঁর উছিলায় যুদ্ধে বিজয় লাভ করবে। আবার এমন যুগ আসবে বহু লোক জেহাদে অংশগ্রহণ করবে এবং জিজ্ঞাসিত হবে: তোমাদের মাঝে এমন লোক আছে কি, যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথীর সাথীর সংস্পর্শ লাভ করেছেন (তাবে-তাবেঈ)। বলা হবে হ্যাঁ, অতঃপর তাঁর উছিলায় যুদ্ধে বিজয় লাভ হবে।"[২১১]

ইহা ছহীহ্ হাদিস আর ইহার দ্বারা স্পষ্টভাবে ৩ শ্রেণীর লোকের উছিলায় দোয়ার প্রমাণ মিলে। যথা: ১. সাহাবায়ে কেরাম, ২. তাবেঈগণের উছিলা, ৩. তাবে-তাবেঈগণের উছিলা। তাই তাঁদের উছিলায় দোয়া করা সুন্নাহ।

শিশুকালেও প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র উছিলা

শিশুকালেও রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উছিলায় প্রার্থনা করা হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

واخرج ابن عساكر ان أبا طالب حين أقحط الوادي استسقى ومعه النبي ﷺ وهو غلام فاخذ ابو طالب النبي ﷺ والصق ظهره بالكعبة ولاذ النبي ﷺ بإصبعه وما في السماء قزعة- فاقبل السحاب من هاهنا وهاهنا واغدق واغدق وانفجر له الوادي

-"ইবনে আছাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে আবু তালেব নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সাথে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হলেন। নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন

২১১. ছহীহ্ মুসলীম শরীফ, হাদিস নং ২০৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১০৪১; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৮৬৪; সুনানে সাঈদ ইবনে মানছুর, হাদিস নং ২৮৫৪; আহাদু ওয়াল মাছানী লি ইবনে আবী আছে, হাদিস নং ২০৯৮; মুজামে ইবনে আরাবী, হাদিস নং ৫৫১; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৭৫৮ ও ৬৬৬৬;

বালক ছিলেন। আবু তালেব হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ধরে কা'বা ঘরের সাথে পিঠ লাগিয়ে দিলেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আঙ্গুল মোবারক ধরে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে লাগলেন। আকাশে তখন মেঘের এক টুকরাও ছিলনা। হঠাৎ চারদিকে মেঘ দেখা দিল ও মূষলধারে বৃষ্টি হল। সারা ময়দানে পানি প্রবাহিত হল।"[২১২]

সুবহানাল্লাহ! দেখুন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উছিলায় বালক অবস্থাও আল্লাহ তা'আলা রহমতের বৃষ্টি হয়েছে। এই হাদিসখানা উছিলা ধরে বৃষ্টি প্রার্থনা করার চমৎকার দলিল। কারণ স্বয়ং আল্লাহ পাক সেই দিনে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উছিলা কবুল করেছেন ও বৃষ্টি বর্ষন করেছেন। উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল, জিবীত নেক বান্দাগণের উছিলা দিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া বা প্রার্থনা করা স্বয়ং রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষা দেওয়া প্রমাণিত সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন তথা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। ইহার বিপরীত তথা সুন্নাতের বিপরীত বলা চরম পথভ্রষ্টতা ও ইহাকে এনকার করা কুফুরী।

মৃত ব্যক্তির উছিলা[২১৩]

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর দৃষ্টিতে যেমনিভাবে জিবীত নেক বান্দার উছিলায় যেমনিভাবে দোয়া করা জায়েয, তেমনিভাবে মৃত নেক বান্দার উছিলায়ও দোয়া করা জায়েয। প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এরূপ ওফাত প্রাপ্ত ব্যক্তির উছিলায় দোয়া করেছেন। এ বিষয়ে জানার জন্য নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى الْمُقْرِئُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

---

২১২. তারিখে ইবনে আসাকির; তাফছিরে মাজহারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০৫ পৃ:; ইমাম ইবনু কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৯৭ পৃ:; ইমাম যাহাবী: তারিখে ইসলামী, ১ম খণ্ড, ৫০১ পৃ:;

২১৩. এখানে 'মৃত ব্যক্তি' হেডলাইনটি পাঠক মহলের বুঝার সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে। মূলত সকল নবীগণ ইন্তেকালের পরেও স্ব শরীরে জিন্দা এমনকি আল্লাহর আউলিয়াগণও জিন্দা। মূলত কোন নবী-রাসূল, শুহাদায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামকে মৃত বলা উদ্দেশ্য নয়।

الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَاجَتِهِ وَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: ائْتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَقُلِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا نَبِيِّ الرَّحْمَةِ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي،

-"হযরত আবু উমামা ইবনে ছাহেল ইবনে হুনাইফ তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত উছমান (রাঃ) এর কাছে আসলেন ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন, কিন্তু উছমান (রাঃ) কে হাজত পূরণের জন্য দেখা পাচ্ছেন না। অতঃপর ঐ লোকটি হযরত উছমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ) এর সাথে মিলিত হলেন ও বিস্তারিত বললেন।

অতঃপর উছমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ) তাকে বললেন: তুমি উত্তমরূপে অজু কর ও মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় কর। অতঃপর এভাবে দোয়া কর: **হে আল্লাহ! আমাদের নবী ও রহমতের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উছিলায় আপনার দিকে মুতাওয়াজ্জু হচ্ছি ও প্রার্থনা করছি**। ওহে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জু হয়েছি আমার হাজত পূরণের জন্য।"[২১৪]

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস, ইমাম মুনজেরী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন: **وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ** -"এই হাদিস ছহীহ্।"[২১৫]

ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন: **وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ** -"অবশ্যই ইমাম তাবারানী (রঃ) বলেন: এই হাদিস ছহীহ্।"[২১৬]

---

২১৪. ইমাম তাবারানী: আদ্-দোয়া, হাদিস নং ১০৫০; মু'জামুছ ছাগীর লিত-তাবারানী, হাদিস নং ৫০৮; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৮৩১০; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খণ্ড, ২৮২ পৃ:; এনহাজুল হাজাত, নশরুত্তিব; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ৪র্থ জি: ২২২ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৩৬৬৮;

২১৫. ইমাম মুনজেরী: আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খণ্ড, ২৮২ পৃ:;

২১৬. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৩৬৬৮;

এই হাদিসের সনদে **شَبِيبِ بْن سَعِيدٍ** (শাবীব ইবনু সাঈদ) নামক একজন রাবী রয়েছে। যার সম্পর্কে লা-মাযহাবীরা অযথা বাক-বিতন্ডা করার অপচেষ্টা করে। অথচ তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। যেমন ইমামগণের বক্তব্য লক্ষ্য করুন,

وَقَال أبو زُرْعَة: لا بأس به. -"ইমাম আবু যুরাআ রঃ) বলেন: তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।"

وَقَال أَبُو حاتم : وهو صالح الحديث لا بأس به. -"ইমাম আবু হাতিম (রহঃ) বলেন: সে হাদিস বর্ণনায় নেক ও তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।"

وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. -"ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেন: তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।"

وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب الثقات -"ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"

روى له الْبُخَارِيّ، وأبو داود فِي "الناسخ والمنسوخ"، والنَّسَائي.
-"ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, ও নাসাঈ (রঃ) 'নাছিখ-মানছুখে' তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।"

قال عَلِيّ ابْن المديني: ثقة، -"ইমাম আলী ইবনে মাদিনী (রঃ) বলেন: সে বিশ্বস্ত।"

وقال الدارقطني في كتاب الجرح والتعديل: شبيب بن سعيد ثقة.
-"ইমাম দারে কুতনী (রঃ) তাঁর "জারহ্ ওয়া তা'দিল" কিতাবে বলেন: 'ছাবিব ইবনে সাঈদ' বিশ্বস্ত।"

ولما ذكره ابن خلفون في الثقات قال: وثقه الذهلي وابن المديني وغيرهما
-"ইমাম ইবনে খালিফুন (রঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইমাম যাহ্লী, ইবনে মাদানী ও অন্যান্য ইমামগণ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।"

وقال الطبراني في الأوسط ثقة. -"ইমাম তাবারানী (রঃ) তাঁর 'আওছাত' গ্রন্থে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।"

قال الحاكم: قلت للدارقطني شبيب بن سعيد؟ قال ثقة.

–"ইমাম হাকেম (রঃ) বলেন: ইমাম দারে কুতনী (রঃ) কে 'শাবীব ইবনে সাঈদ' সম্পর্কে বললাম: তিনি বলেন: সে বিশ্বস্ত।"[২১৭]

বলুন! এতজন ইমাম **شَبِيب بْن سَعِيدٍ** "শাবীব ইবনে সাঈদ"কে বিশস্ত রাবী বলার পরও নেশাগ্রস্থ লোক ব্যতীত কেউ তাকে 'জয়ীফ রাবী' বলতে পারে!! অতএব প্রমাণিত হল, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাতের পরেও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর উছিলায় দোয়া করা জায়িয জানতেন। হযরত উছমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ) প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। আর আমরা সকলেই জানি জান্নাতী দল হল তারাই যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করেন।

পূর্বের সকল নেক বান্দাগণের উছিলা

আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর শিক্ষা মোতাবেক পূর্বের সকল নবী-রাসূল, শুহাদায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলায় দোয়া করা জায়েয। যেমন এ বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ أَبُو الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ،**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে নামাজের জন্য বের হবে তখন বলবে: হে আল্লাহ আমি সত্যিকারের প্রার্থনাকারীদের উছিলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।"[২১৮]

---

২১৭. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ২৬৯০; ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ২৩৪৩; ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫৩৪; মউছুআতুল আকওয়াল, রাবী নং ১৬০৯;

২১৮. ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা,, ১ম খণ্ড, ৬০৩ পৃ:, হাদিস নং ১৯৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৭৭৮; মুসনাদে আহমদ, ১১১৫৬; ইবনে জা'দ তাঁর মুসনাদে, হাদিস নং ২০৩১; মুসনাদে আবু নুয়াইম; ইবনে কাইয়ুম কৃত 'যাদুল মাআদ' কিতাবে; মুছান্নাফু ইবনে আবী শায়বাহ, ৬/২৫, হাদিস ২৯২০২; সুনানে ছগীর লিল বায়হাক্বী, ১ম খণ্ড, ১২২ পৃ:, হাদিস নং ২৯৬; দাওয়াতুল কবীর,

এই হাদিসের সম্পর্কে আল্লামা হাফিজ ইরাকী (রঃ) বলেন:

من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِإِسْنَاد حسن. -"আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর হাদিসের সনদ হাছান।"[২১৯]

এই হাদিস সম্পর্কে অত্র কিতাবেই পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, পূর্ব যুগের সকল নবী-রাসূল, ওলী-বুযুর্গ তথা সকল প্রার্থনাকারীদের উছিলায় আল্লাহর তা'আলা কাছে প্রার্থনা করা স্বয়ং নবী করিম (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম এর অনুমোদিত সুন্নাত।

প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র রওজা মুবারকের উছিলা

প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সাহাবীগণ কঠিন মসিবতে পড়লে আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র রওজা মুবারকের উছিলায় প্রার্থনা করতেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، **حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ [تعليق المحقق] رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة**

-"আবু জাওযাই আউছ ইবনে আব্দুল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেন, একদা মদিনায় কঠিন অনাবৃষ্টি দেখা দিল। ফলে লোকেরা মা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে গেল এবং আয়েশা (রাঃ) বললেন: তোমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজা মোবারকের উপরের ছাদ উন্মুক্ত কর যেন রওজা পাক ও আসমানের মাঝে কোন বাধা না থাকে। অতঃপর লোকেরা এরূপই করল। অতঃপর বৃষ্টি শুরু হল

১/১০৮, হাদিস নং ৪৯; ইবনে সুন্নী, হাদিস নং ৮৫; আদ দোয়া লিত তাবারানী, হাদিস নং ৪২১; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১৯ পৃ:;

২১৯. তাখরিজে আহাদিছুল এহইয়া, হাদিস নং ৫;

ও উদ্ভিদ জন্মালো ফলে উটগুলো এমন তাজা হল যে চর্বিতে ভরপুর হয়ে গেল।"[২২০]

এই হাদিসের সনদে 'আবু নুমান' নামক একজন রাবী রয়েছে, তার মূল নাম হল **محمد بن الفضل** 'মুহাম্মদ ইবনে ফাদ্বল' যার আরেক নাম হলো 'আমর ইবনে ফাদ্বল'। যার ব্যাপারে লা-মাজহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী আপত্তি তুলে হাদিসটিকে জয়ীফ বলা অপচেষ্টা করেছেন। অথচ এই রাবী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। যেমন লক্ষ্য করুন:-

وقال الذهلي وكان ثقة -"ইমাম যাহলী (রঃ) বলেছেন: সে বিশ্বস্ত।"[২২১]

وقال العجلي بصري ثقة رجل صالح -"ইমাম ইজলী (রঃ) বলেন: বাছরী বিশ্বস্ত ও নেক বান্দাহ।"[২২২]

قال ابن وارة: حدثنا عارِم بن الفضل الصَّدُوق الأمين.

-"ইমাম ইবনে ওয়ারা (রহঃ) বলেন, আরম ইবনে ফাদ্বল হাদিস বর্ণনা করেছেন, সে সত্যবাদী নির্ভরযোগ্য আমানতদার।"[২২৩]

অতএব, আবু নুমান মুহাম্মদ ইবনে ফাদ্বল এর রেওয়ায়েত অবশ্যই ছহীহ্ হওয়ার যোগ্য। এই হাদিসের সনদে আরেকজন রাবী **سعيد بن زيد بن دِرْهم،** 'সাঈদ ইবনে জায়েদ ইবনে দিরহাম' নামে রয়েছে যার ব্যাপারেও নাছিরুদ্দিন আলবানী ধোকাবাজী করে জয়ীফ বলা অপচেষ্টা করেছেন। অথচ ইমামগণের অভিমত লক্ষ্য করুন:-

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس به بأس -"আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন,: তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।"[২২৪]

وقال الدوري عن ابن معين ثقة -"আব্বাস দাওরী হযরত ইবন মাঈন (রঃ) হতে বলেন: সে বিশ্বস্ত।"[২২৫]

---

২২০. সুনানে দারেমী, হাদিস নং ৯৩; মেসকাত শরীফ, ৫৪৬ পৃ: হাদিস নং ৫৯৫০; মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৬ পৃ:; মেরকাত শরহে মেসকাত, ১১তম খণ্ড, ৯৫ পৃ:; নশরুত্বিব;

২২১. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৬৫৯;

২২২. ইমাম ইজলী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৬৫৯;

২২৩. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৩৯৫;

২২৪. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১;

وقال ابن سعد روى عنه وكان ثقة -"ইবনে সাদ (রঃ) বলেন, তার থেকে হাদিস বর্ণনা করি আর সে বিশ্বস্ত।"[২২৬]

وقال العجلي بصري ثقة -"ইমাম ইজলী (রহঃ) বলেন: বাছরী বিশ্বস্ত।'[২২৭]

وقال أبو زرعة سمعت سليمان بن حرب يقول ثنا سعيد بن زيد وكان ثقة -"ইমাম আবু যুরাআ বলেন, আমি সুলাইমান ইবনে হারব কে বলতে শুনেছি যে, সাঈদ ইবনে জায়েদ হাদিস বর্ণনা করেছেন আর সে বিশ্বস্ত।"[২২৮]

وقال أبو جعفر الدارمي ثنا حبان بن هلال ثنا سعيد بن زيد وكان حافظا صدوقا -"আবু জাফর দারেমী (রঃ) বলেন, হাব্বান ইবনে হিলাল হাদিস বর্ণনা করেছেন ও সাঈদ ইবনে জায়েদ হাদিস বর্ণনা করেছেন, আর সে বড় ধরণের সত্যবাদী হাফিজ।"[২২৯]

وخرج أبو عوانة حديثه في صحيحه، وكذلك الحاكم، وحسنه أبو علي الطوسي.

-"ইমাম আবু আওয়ানাহ (রঃ) তার থেকে ছহীহ্ গ্রন্থে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম হাকেম। ইমাম আবু আলী তুশী (রহঃ) তাকে হাছান বলেছেন।"[২৩০]

وفي كتاب ابن الجوزي: وثقه البخاري، -"ইবনে জাওযীর কিতাবে আছে, ইমাম বুখারী (রঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।"[২৩১]

وذكره ابن خلفون في الثقات -"ইবনে খালিফুন তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"[২৩২] তাই **سعيد بن زيد** 'সাঈদ ইবনে জায়েদ' এর রেওয়ায়েত কোন মতেই জয়ীফ হতে পারেনা। নজদীর বাহিনীরা অনেক ক্ষেত্রে তাল-গোল

---

২২৫. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১;
২২৬. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১;
২২৭. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১;
২২৮. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১;
২২৯. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৫১;
২৩০. ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবিল কামাল, রাবী নং ১৯৪৯;
২৩১. ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবিল কামাল, রাবী নং ১৯৪৯;
২৩২. ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবিল কামাল, রাবী নং ১৯৪৯;

পাকিয়ে সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে গোলা পানিতে মাছ স্বীকার করার চেষ্টা করেন। সুতরাং এই হাদিস হাছান-ছহীহ্।

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আকাশ থেকে বৃষ্টি পাওয়ার অন্যতম উছিলা হল আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র রওজা মোবারক। পাশাপাশি প্রমাণ হয় রাসূলে পাক (ﷺ) রওজা শরীফও আল্লাহর কাছে উছিলা। রওজা পাকই যদি উছিলা হতে পারে, তাহলে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কি উছিলা হতে পারেনা। নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজা পাকেরই এত মর্যাদা না জানি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কত মর্যাদা!!! (সুবহানাল্লাহ)

রওজা মুবারকে গিয়ে প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র উছিলা

প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সাহাবীগণ কঠিন মসিবতে পড়ে গেলে রওজা মুবারকে গিয়ে আল্লাহর হাবীব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উছিলা নিয়ে দোয়া করতেন। যেমন এ বিষয়ে একটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، **عَنْ مَالِكٍ الدَّارِ، قَالَ: وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: انت عمر فأقرته منى السلام وأخبره أنكم مسقون**

-"মালেক আদ্-দারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে লোকেরা অনাবৃষ্টিতে পতিত হল। অতঃপর একজন লোক নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজা পাকের কাছে এসে বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন, কেননা তাঁরা ধংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাকে এক ব্যক্তি সপ্নে এসে তাকে বললেন: হযরত উমরের কাছে আমার সালাম

পৌছাবে এবং তাঁকে সংবাদ পৌছাবে যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হবে।"[২৩৩]

আল্লামা হাফিজ ইবনু হাজার আস্কালানী (রঃ) এর সনদ সম্পর্কে বলেন **إسناده صحيح** -"এর সনদ ছহীহ্।"[২৩৪]

এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ) বলেছেন:

هذا اسناد جيد قوى -"এই সনদটি অতি উত্তম ও শক্তিশালী।"[২৩৫]

লা-মাজহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী তার কিতাবে হাদিসটি এভাবে শুরু করেছেন: **وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح** -"ইবনে আবী শায়বাহ ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।"[২৩৬]

সুতরাং এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাতের পরেও উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রাপ্তির উছিলা। বড় ধরণের কোন সমস্যা হলে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজা পাকে যাইতেন ও প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে নালিশ আকারে পেশ করতেন। আফছুছ! একদল গন্ড মূর্খ আছে তারা বলে বেড়ায়, সাহাবীরা কোন সমস্যায় পড়লে নবীজির রওজা পাকের কাছে যাইতেন না। (নাউজুবিল্লাহ) তারা কতইনা মিথ্যা কথা বলে! এ বিষয়ে আরেক হাদিসে আছে,

وَقَالَ ابن السمعاني فِي الدَّلَائِلِ: أَخْبَرَنَا أبو بكر هبة الله بن الفرج أَخْبَرَنَا أبو القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب أَخْبَرَنَا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن تميم المؤدب حَدَّثَنَا علي بن إبراهيم بن علان أَخْبَرَنَا علي بن محمد بن علي حَدَّثَنَا أحمد

---

২৩৩. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩২০০২; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়াত, ৭ম খণ্ড, ৪৭ পৃ:; মুসনাদে ফারুক লি-ইবনে কাছির, ১ম খণ্ড, ২২৩ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ২৩৫৩৫; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ২৮২০৯; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ২য় খণ্ড, ৪৯৫ পৃ:; শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ লিছ ছিয়তী, ১/৯৯; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৬ পৃ:; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ৪র্থ জি: ২২৩ পৃ:; শরহে যুরকানী, ১১তম খণ্ড, ১৫০ পৃ:; আলবানী কৃত: রওদ্বাতুল মোহাদ্দেসীন, হাদিস নং ৪৪০;

২৩৪. ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, ৪৯৫ পৃ:;

২৩৫. মুসনাদে ফারুক লি-ইবনে কাছির, ১ম খণ্ড, ২২৩ পৃ:;

২৩৬ তাওয়াচ্ছালু আনওয়াইহি ওয়া আহকামিহী, ১/১১৮;

بن الهيثم الطائي حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أبي صادق **عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ علينا أعرابي بعد ما دَفَنَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَرَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَثَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تُرَابِهِ، فَقَالَ: قُلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ، وَوَعَيْتَ عَنِ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) الْآيَةَ، وَقَدْ ظَلَمْتُ نفسي وجئتك تَسْتَغْفِرُ لِي. فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ.**

-"হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাতের ৩ দিন পরে এক আরাবী লোক নবী পাকের রওজা শরীফের কাছে আসলেন ও সে নিজেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজার পাশে হাপুর করে বসলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রওজার মাটি দ্বারা তার মাথায় ঘষালেন। সে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ থেকে বুঝেছেন আমরা আপনা থেকে বুঝেছি, আপনার উপর নাজিল হয়েছে: "অলাউ আন্নাহুম ইজ জালামু আনফুছাহুম জাওকা....." আমি আমার নফছের উপর জুলুম করেছি এবং আপনার কাছেই এসেছি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন ইয়ালাল্লাহ। অতঃপর রওজা শরীফ থেকে আওয়াজ আসল, তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।"[২৩৭]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, ওফাতের পরেও রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রওজা পাক থেকে উম্মতের গোনাহ্ মাফের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন। সুতরাং তিনি ইন্তিকালের পরেও উম্মতের গোনাহ্ মাফের অন্যতম উছিলা। এমনকি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেও ক্ষমা প্রাপ্তির উছিলা ছিলেন।

---

২৩৭. তাফছিরে কুরতবী, ৫ম খণ্ড, ২৩৩ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: আল হাভী লিল ফাতওয়া, ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ২য় খণ্ড, ১৫১৭ পৃ: শাব্দিক ব্যবধানে; নশরুত্বিব;

প্রিয় নবীজি (ﷺ) পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেও উছিলা

আবুল বাশার হযরত আদম (আঃ) খেলাফে আওলা কাজটি করার পর আমাদের নবী রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর উসিলায় ক্ষমা প্রাপ্তি লাভ করেছেন। যেমন এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস থেকে জানা যায়,

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدْلُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ثنا أَبُو الْحَارِثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ الْفِهْرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، **عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لَأُحِبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ**

-"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: যখন আদম (আঃ) দ্বারা অপ্রত্যাশিত কাজটি হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, হে আমার রব! আমি আপনার সত্য নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উছিলায় প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন: হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে চিনলে অথচ আমি তাঁকে সৃষ্টি করিনি? আদম (আঃ) বললেন: হে আমার রব! যখন আমাকে আপনি সৃষ্টি করেন এবং রুহ্ আমার ভিতরে প্রবেশ করান, তখন আমি আমার মাথা উপরের দিকে উঠিয়েছি এবং আরশের গায়ে লিখিত দেখেছি: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। ফলে আমি জানতে পারলাম যে, নিশ্চয় আপনার প্রিয় পাত্র ব্যতীত আপনার নামের পাশে নাম থাকতে পারেনা! তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: তুমি সত্য বলেছে হে আদম! সে আমার কাছে খুবই ভালবাসার পাত্র বা সৃষ্টি, তুমি আমাকে তাঁর উছিলায় প্রার্থনা করেছ ফলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। **আমি যদি**

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সৃষ্টি না করতাম তাহলে তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।" [২৩৮]

এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) বলেছেন ও ইমাম নূরুদ্দিন আলী ইবনে আহমদ ছামহুদী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

رواه جماعة منهم الحاكم وصحح إسناده -"একদল মুহাদ্দিছ ইহা বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে ইমাম হাকেম (রঃ) একজন, তিনি ইহার সনদকে ছহীহ্ বলেছেন।"[২৩৯] এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তাবারানী (রঃ) বলেন:

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ -"হযরত উমর (রাঃ) থেকে এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে এই হাদিস দেখিনি।"[২৪০]

অর্থাৎ, ইমাম তাবারানী (রঃ) এর দৃষ্টিতে হাদিসটি গরীব, যেহতু ইহা একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) বলেছেন যা হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) সমর্থন করেছেন,

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ -"আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ আছলাম হতে বর্ণিত ইহা একক বর্ণনা, আর তিনি হলেন জয়ীফ।"[২৪১] ইমাম আহমদ ও ইমাম দারা কুতনী (রঃ) তাকে **ضَعِيفٌ** দুর্বল বলেছেন।[২৪২] এই হাদিসের বর্ণনাকারী **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ**

---

২৩৮. ইমাম হাকেম: আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৮৩ পৃ:; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, ৫ম খণ্ড, ৩৬ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ৫ম খণ্ড, ৩৭৪ পৃ:; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ৪র্থ জি: ২২২ পৃ:; ইবনে কাছির: মুসনাদে ফারুক, ২য় খণ্ড, ৬৭১ পৃ:; ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ১৭তম খণ্ড, ২৯৭ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: খাছাইছুল কোবরা, ১ম খণ্ড, ২৭ পৃ:; তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৭ম খণ্ড, ২৬৪ পৃ:; ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খণ্ড, ৩২৫ পৃ:; ইমাম খারকুশী: শরফুল মোস্তফা, ১৬ নং হাদিস; ইবনে কাছির: 'সিরাতে নববিয়্যা' গ্রন্থে, ১ম খণ্ড, ৩২০ পৃ:; ইবনু কাছির: কাছাছুল আম্বিয়া, ১ম খণ্ড, ২৯ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খণ্ড, ৮৫ পৃ:; ছিরাতে হলভিয়া, ১ম খণ্ড, ৩১৫ পৃ:; শরহে যুরকানী, ১ম খণ্ড, ১১৯ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, ৬০৫ পৃ:;

২৩৯. ইমাম হাকেম: আল মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৮৩ পৃ:; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ৪র্থ জি: ২২২ পৃ:;

২৪০. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, ৫ম খণ্ড, ৩৬ পৃ:;

২৪১. ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ৫ম খণ্ড, ৩৭৪ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খণ্ড, ৬২৯ পৃ:;

২৪২. ইমাম যাহাবী: দিওয়ানুদ দোয়াফা, রাবী নং ২৪৪৬;

"আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলাম" রাবী বা বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম মিযযী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

وَقَال أَبُو أَحْمَد بْن عدي: له أحاديث حسان. وهو ممن احتمله الناس، وصدقه بعضهم. وهو ممن يكتب حديثه.

-"আবু আহমদ ইবনে আদী (রঃ) বলেন: তার অনেক হাদিস হাছান রয়েছে। সে এমন ব্যক্তি যার রেওয়ায়েত লোকেরা গ্রহণ করেছেন এবং অনেকে তাকে সত্যবাদী বলেছেন এবং সে ব্যক্তির হাদিস লিখেছেন।"[২৪৩] ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন: **وهو صاحب حَدِيثِ** -"সে ছাহেবুল হাদিস।"[২৪৪]

কিছু কিছু ইমামের মতে **عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ** "আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলাম" জয়ীফ রাবী আবার অনেক ইমামের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী। সর্বোপরি বলা যায়, হাদিসটি জাল বা ভিত্তিহীন নয়, বরং এর সনদ বিদ্যমান রয়েছে। কেউ কেউ এর সনদকে ছহীহ্ বা বিশুদ্ধ বলেছেন আবার কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন। মুহাদ্দেছীনে কেরাম ইহাকে গ্রহণ করে তাঁদের কিতাবে হাদিসটি স্থান দিয়েছেন। তবে আফছুছের বিষয় হল, নাছিরুদ্দিন আলবানী তার চেলারা, এতজন ইমাম হাদিসটি গ্রহণ করার পরও হাদিসটিকে জাল বলার অপচেষ্টা করেছে। আর প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শান-মানের ব্যাপারে ইহা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হাদিস। তাই প্রমাণিত হল, আল্লহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেও তাঁকে উছিলা হিসেবে অন্বেষণ করেছেন। হযরত আদম (আঃ) উছিলা দিয়ে দোয়া করেছেন আর আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। বলুন! যেখানে স্বয়ং আল্লাহ পাক উছিলা দিয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল করেন, সেখানে ওহাবীদের লাফালাফি কি কাজে আসবে? অবশ্যই না।

সর্বোপরি প্রমাণিত হল, হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাতের পরেও সাহাবীরা তাঁর উছিলায় প্রার্থনা করেছেন। পাশাপাশি প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও পূর্ব যুগের সকল প্রার্থনাকারীর

২৪৩. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৩৮২০;
২৪৪. ইমাম যাহাবী: তারিখে ইসলামী, রাবী নং ২০১;

উছিলায় দোয়া করতেন ও দোয়া করার কথা শিক্ষা দিয়েছেন। তাই ওফাত প্রাপ্ত নেক বান্দাগণের উছিলায় প্রার্থরা করা মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। এ বিষয়ে ছহীহ, হাছান ও জয়ীফ সব ধরণের হাদিস বর্ণিত রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে বিষয়টি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে, ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ.

-"ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, সকল হানাফীগণ এ বিষয়ে একমত কোন আলেমের নিজ কিয়াস এবং রায় হতে দ্বায়িফ সনদের হাদিসের আমল করা উত্তম।"[২৪৫]

হাফিজুল হাদিস ও শারিহে মুসলীম, ইমাম শারফুদ্দিন নববী (রহঃ) বলেন-

قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال:مقدمة المؤلف

-"উলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন দুর্বল হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।"[২৪৬]

যদিও এ ব্যাপারে বহু সংখ্যক ছহীহ্ ও হাসান হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) নিজেই পূর্ববর্তী নবীদের উছিলা দিয়েছেন

আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই দোয়ার সময় তিনার পূর্ববর্তী নবীগণের উছিলা দিয়ে দোয়া করেছেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، ثنا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيٍّ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ: رَحِمَكِ اللهُ يَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي..... ، وَقَالَ: اللهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ**

২৪৫. যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০ পৃ. ক্রমিক. ৪৪৫;

২৪৬. ইমাম নববী : আরবাঈন : ১/২০ পৃ. এবং ইমাম ইবনে দাকিকুল ঈদ, শরহে আরবাঈনুন নববিয়্যাহ, ১/২০ পৃ.

عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَدْخَلُوهَا الْقَبْرَ

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আলী (রাঃ) এর মাতা ফাতেমা বিনতে আছাদ (রাঃ) ইন্তেকাল হলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে গেলেন ও তাঁর মাথার কাছে বসলেন ও বললেন: ওহে মা! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, আপনি আমার মায়ের পরে মা ছিলেন।..... এরপর তিনি বললেন: তিনিই আল্লাহ যিনি জিবীত করেন ও মৃত্যু দান করেন, আর তিনি চিরঞ্জিব ও মৃত্যুবরণ করবেনা। আল্লাহ আমার মা ফাতেমা বিনতে আছাদকে ক্ষমা কর, তাকে তার দলিল শিক্ষা দিন, তাকে যেখানে প্রবেশ করানো হয়েছে তা প্রশস্থ করুন, আপনার সত্য নবীর উছিলায় এবং যারা ইতিপূর্বে গত হয়েছেন ঐ সকল নবীগণের উছিলায়, নিশ্চয় আপনি পরম দয়াময়। অতঃপর ৪ তাকবীরে তাঁর জানাযা আদায় করলেন ও কবরে প্রবেশ করালেন।"[২৪৭]

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইমাম হায়ছামী (রঃ) উল্লেখ করেন:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

-"তাবারানী তাঁর কবীর ও আওছাতে ইহা বর্ণনা করেছেন। এর সনদে 'রুহ ইবনে ছিলাহ্' রয়েছে যাকে ইবনে হিব্বান ও হাকেম (রঃ) বিশ্বস্ত বলেছেন, তবে তাকে জয়ীফ বলা অভিযোগ রয়েছে। বাকী সকল রাবীগণ বিশুদ্ধ।"[২৪৮]

বর্ণনাকারী 'রুহ ইবনে ছিলাহ' **رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ** সম্পর্কে ইমাম ইবনে আদী (রঃ) তাকে জয়ীফ বললেও ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে **ثقة** বা বিশ্বস্ত বলেছেন।[২৪৯] ইমাম হাকেম (রঃ) তাকে **ثقة** বা বিশ্বস্ত বলেছেন।[২৫০]

---

২৪৭. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ১৮৯; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৮৭১; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া; ইমাম ইবনু ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১তম খণ্ড, ২৮৭ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৫৩৯৯; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৯০০১; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা, হাদিস নং ১২৭৩৬; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ৪র্থ জি: ২২৩ পৃ:;

২৪৮. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ১৫৩৯৯, জামেউল ফাওয়াইদ, ৯০০১; জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা, হাদিস নং ১২৭৩৬;

তাই হাদিসটি ছহীহ্ না হলেও 'হাছান' হবে, তবে জয়ীফ হবেনা। তাকে 'বিশ্বস্ত' বলেছেন দুইজন ইমাম, আর 'জয়ীফ' বলেছেন একজন। যদিও হাদিসটি দ্বায়িফ নয় তথাপিও জয়ীফ হাদিস সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ.

-"ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, সকল হানাফীগণ এ বিষয়ে একমত কোন আলেমের নিজ কিয়াস এবং রায় হতে দ্বায়িফ সনদের হাদিসের আমল করা উত্তম।"[২৫১]

অতএব, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই নিজের উছিলায় ও পূর্ববর্তী নবীগণের উছিলা ধরে দোয়া করেছেন।

এ বিষয়ে ফকিহ্ মুজতাহিদগণের অভিমত

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর উলামায়ে কেরাম সকলেই উছিলার পক্ষে। আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি, দেওবন্দী আলিমগণ পর্যন্ত জিবীত ও ওফাত প্রাপ্ত সকল নেক বান্দাগণের উছিলায় প্রার্থনা করা জায়েয বলে সমর্থন করেন। যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা **ইমাম গাজ্জালী (রঃ)** বলেন,

قال امام الغزالى: من يستمد فى حياتى يستمد بعد مماتى

-"ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন: যার কাছে জিবীত অবস্থায় (দোয়ার বিষয়ে) সাহায্য চাওয়া যায়, তাঁর কাছে ইন্তেকালের পরেও সাহায্য চাওয়া যায়।"[২৫২]

এমনকি হিজরী **১১শ** শতাব্দির মুজাদ্দেদ, আল্লামা **ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ)** বলেন: "নবী-রাসূল ও আউলিয়ায়ে কেরামের উছিলা দিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব।"[২৫৩]

---

২৪৯. ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, রাবী নং ২৮০১;
২৫০. ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, রাবী নং ২৮০১;
২৫১. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০ পৃ. ক্রমিক. ৪৪৫;
২৫২. আশিয়াতুল লুমআত, যিয়ারত অধ্যায়; মেসকাত শরীফ, ১৫৪ পৃ: হাশিয়া;
২৫৩. আল হিরজুল ওয়াছেলীন শরহে হিসনে হাছিন;

শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম যখন কোন সমস্যায় পতিত হতেন তখন তিনি ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মাজারে গিয়ে নামাজ আদায় করে প্রার্থনা করতেন। যেমন উল্লেখ আছে,

إِنِّي لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَجِيءُ إِلَى قَبْرِهِ، فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلْت اللهَ تَعَالَى عِنْدَ قَبْرِهِ فَتُقْضَى سَرِيعًا.

-"নিশ্চয় আমি বরকত লাভের আশায় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মাজারে যাইতাম। যখন আমার কোন হাজত দেখা দিত তখন আমি ২ রাকাত নামাজ আদায় করতাম এবং তাঁর মাজারের কাছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম। ফলে খুত দ্রুত আমার সমস্যা সমাধান হয়ে যেত।"[২৫৪] এই বর্ণনাটি সনদসহ উল্লেখ রয়েছে, যেমন:-

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْد الله الحسين بْن عَلِيّ بْن مُحَمَّد الصيمري، قَالَ: أخبرنا عُمَر بْن إِبْرَاهِيمَ المقرئ، قَالَ: حَدَّثَنَا مكرم بْن أَحْمَد، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَر بْن إسحاق بْن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: **حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن ميمون، قَالَ: سمعت الشافعي، يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إِلَى قبره في كل يوم، يَعْنِي زائرا، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين، وجئت إِلَى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى.**

-"আলী ইবনে মাইমুন (রঃ) বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আমি প্রতিদিন যিয়ারতকারী হিসেবে ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) এর মাজারে বরকত হাছিলের জন্য আসতাম। যখন আমার কোন হাজত দেখা দিত তখন দুই রাকাত নামাজ পরতাম এবং তার মাজারের কাছে দাড়িয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, ফলে খুত দ্রুত আমার সমস্যা সমাধান হয়ে যেত।"[২৫৫] এ জন্যে **ইমাম শাফেয়ী (রঃ)** বলেছেন:

قال امام الشافعي: رحمة الله تعالى قبر موسى الكاظم ترياق محرب لاجابة الدعاء

২৫৪. ফতোয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, ১৪৯ পৃ:;
২৫৫. তারিখে বাগদাদ, ১ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃ:;

-"ইমাম শাফেয়ী বলেন: হযরত মূসা কাজিম (রঃ) এর মাজার শরীফ দোয়া কবুল হওয়ার এক আশ্চর্য জায়গা।"[২৫৬]

হাফিজুল হাদিস ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী (রঃ) الحَسَنِ بن زيد بن السَّيِّدِ سِبْطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর আলোচনা কালে বলেছেন,

وَالدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ قَبْرِهَا، بَلْ وَعِنْدَ قُبُوْرِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَفِي المَسَاجِدِ وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَفِي السَّفَرِ المُبَاحِ، وَفِي الصَّلاَةِ وَفِي السَّحَرِ وَمِنَ الأَبَوَيْنِ، وَمِنَ الغَائِبِ لأَخِيْهِ وَمِنَ المُضْطَرِّ وَعِنْدَ قُبُوْرِ المُعَذَّبِيْنَ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ

-"হযরত হাছান ইনু জায়েদ (রাঃ) এর কবর (মাজার) শরীফের কাছে দোয়া কবুল হয়। বরং সকল নবীগণ, সালেহীনগণের মাজারের নিকট, মসজিদে, আরাফায়, মুজদালিফায়, বৈধ সফরে, নামাজে, সাহরীর সময়ে, পিতা-মাতার সাথে, অনপুস্থিত ভাইয়ের জন্য, আযাবপ্রাপ্ত কবরবাসীর নিকটে এবং সকল সময়ে দোয়া কবুল হয়।"[২৫৭]

হাফিজুল হাদিস, ইমাম যাহাবী (রঃ) অন্যত্র আরো বলেছেন,

قُلْتُ: وَالدُّعَاءُ مُسْتَجَاب عِنْد قُبُوْر الأَنْبِيَاء وَالأَوْلِيَاء...

-" আমি (যাহাবী) বলি, নবী-রাসূলগণ, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের কাছে দোয়া কবুল হয়।"[২৫৮]

সুতরাং নবী-রাসূলগণ ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পাশে দোয়া করলে সেই দোয়া ত্বরিত কবুল হয়।

আল্লামা **ইমাম কামালুদ্দিন ইবনে হুমাম (রঃ)** তদীয় কিতাবে বলেন:

ثُمَّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ فَيَقُوْلُ. يَا رَسُوْلَ اللهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللهِ

---

২৫৬. মেসকাত শরীফ, ১৫৪ পৃ: হাশিয়া; আশিয়াতুল লুমআত, যিয়ারত অধ্যায়;

২৫৭. ইমাম যাহাবী: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮ম খণ্ড, ২৮৪ পৃ:;

২৫৮. ইমাম যাহাবী: সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২তম খণ্ড, ৫২৩ পৃ: ابن لال এর আলোচনায়;

-"অতঃপর নবী পাক (ﷺ) এর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করবে, এবং বলবে: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহর কাছে আপনাকে উছিলা করছি।"[২৫৯]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তদীয় কিতাবে বলেন: "অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম উছিলা গ্রহণ জায়িয বলেছেন, যদি তাতে শরিয়তের সীমালঙ্গন না করা হয়।" (নশরুত্বিব)

সুতরাং উল্লেখিত দলিল-আদিল্লাহ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর উলামায়ে কেরামের সমর্থন দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সকল নেক বান্দাগণের উছিলায় প্রার্থনা করা জায়িয ও মুস্তাহাব-সুন্নাত। এমনকি তাদের কবর বা মাজারের কাছে গিয়ে দোয়া করলে সেই দোয়া ত্বরিত কবুল হয়। এর বিরুধিতা করা মূল প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম ও সকল আউলিয়োয়ে কেরামের বিরোধিতা করার নামান্তর। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা কখনো এটি অস্বীকার করবেনা।

কোরআনে কি উছিলা ধরতে নিষেধ করেছে?

কেউ কেউ ধোঁকা দেওয়ার জন্য দাবী করে যে, পবিত্র কোরআনে উছিলা ধরাকে নিন্দা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা সাধারণত তারা দু'টি আয়াতকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। যেমন লক্ষ্য করুন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ

-"আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারেনা। যদি তুমি এরুপ কর, তাহলে নিশ্চয় তুমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (সূরা ইউনূছ: ৬৩ নং আয়াত)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

২৫৯. ইমাম ইবনুল হুমাম: ফাতহুল কাদির, ৩য় খণ্ড, ১৬৯ পৃ:;

-"বলুন, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়াও (উপাস্য) মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করারও ক্ষমতা রাখেনা।" (সূরা বনী ইসরাইল, ৫৬ নং আয়াত)

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, আলোচ্য দুইটি আয়াতের প্রথমটিতে আল্লাহ তা'আলা উছিলা ধরা বিষয়ে কোন কথাই বলেননি বরং তিনি বলেছেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকো না। এখানে **وَلَا تَدْعُ** বলতে অন্য কারো এবাদতকে বুঝানো হয়েছে, উছিলা ধরা নয়। আর উছিলার সময় কেই নবী-রাসূল বা আউলিয়ায়ে কেরামকে কেউ ডাকেনা বরং তাদের উছিলা দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছেই প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং এই আয়াতে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতেও মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ** -"যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়াও (উপাস্য) মনে করতে তাদেরকে ডাক।" এখানেও মূলত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত বুঝানো হয়েছে, উছিলা ধরা বিষয়ে নয়। কেননা **ادْعُوا** অর্থ হল আহবান করো। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করেছে তাদেরকে ডাকো। এখানে উছিলার কোন বিষয়ই নেই। সুতরাং এই আয়াতেও যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ্ (উপাস্য) সাব্যস্থ করে ও তাদের ইবাদত করে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। উছিলা ধরেছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তিনার সাহাবীগণ। বলুন, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম কি এই আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ বুঝেননি?

আল্লাহ তো দোয়া করলে শুনেন, তাহলে উছিলা কেন?

কেউ কেউ দাবী তুলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলে তিনি ইহা সরাসরি শুনেন ও সাড়া দেন, তাহলে উছিলা ধরার প্রয়োজন কেন? সেক্ষেত্রে তারা এই আয়াতটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

-"আর যখন আমার বান্দাহগণ আমার বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, বস্তুতঃ আমি নিকটেই রয়েছি। যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।" (সূরা বাকারা: ১৮৬ নং আয়াত)

প্রিয় পাঠক মহল লক্ষ্য করুন, আলোচ্য আয়াতে উছিলা ধরাকে অস্বীকৃতি দেওয়া হয়নি বরং বান্দার সকল অবস্থা ও প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা দেখেন ও শুনেন এই বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা তৎকালেই কেউ কেউ মনে করত আল্লাহ কি দূরে নাকি কাছে। যেমন হাফিজ ইবনু কাছির (রঃ) এই আয়াতের তাফছিরে উল্লেখ করেছেন,

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ السِّجستاني **عَنِ الصُّلْب بْنِ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، أن أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي...**

-"সুলব ইবনু হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রঃ) তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় একজন আরাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের প্রভূ নিকটে রয়েছে নাকি দূরে রয়েছেন? যদি নিকটে থাকেন তাহলে চুপে চুপে ডাকব আর যদি দূরে থাকেন তাহলে উচ্চস্বরে ডাকব। ফলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুপ রইলেন অতঃপর নাজিল হল- "আর যখন আমার বান্দাহগণ আমার বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে।"[২৬০]

সুতরাং এই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু উছিলার বিরুদ্ধে নয়। বরং এই আয়াতের মর্মার্থ হল আল্লাহ তা'আলা বান্দার অতি নিকটবর্তী।[২৬১] বান্দা তাঁকে উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে যেভাবেই ডাকুক না কেন তিনি তা শুনতে পান এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। এখানে উছিলা দিয়ে দোয়া করা হচ্ছে 'নূরুন আলা নূর' এর মত।

---

২৬০. ইমাম ইবনু কাছির: তাফছিরে ইবনে কাছির, ১ম খণ্ড, ৫০৫ পৃ:;

২৬১. মাজাজী অর্থে নিকটবর্তী বুঝানো হয়েছে, হাকিকী অর্থে সকল কিছুই আল্লাহ দরবারে হাজির। আল্লাহ পাক স্থান, কাল ও পাত্র থেকে পবিত্র।

এ কারণেই রাসূলে আকরাম (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম দোয়ার সময় উছিলা ধরেছেন।[২৬২]

পীর-মুর্শীদ কি মুরীদকে সুপারিশ করতে পারবে?

অনেকেই প্রশ্ন করেন হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর দরবারে হক্বানী পীর মাশায়েখ বা মুর্শীদে কামেলগণ স্বীয় মুরীদান বা অনুসারীদেরকে সুপারিশ করতে পারবেন কিনা। তাদের জবাবে বলব, আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম বিশ্বাস করে, রাসূলে পাক (ﷺ), সকল নবী-রাসূলগণ, শুহাদায়ে কেরাম, হক্বানী পীর মাশায়েখ বা মুর্শীদে কামেলগণ তাদের গোনাহ্গার অনুসারীদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারবেন। যেমন ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উল্লেখ করেন,

وَأَجْمَعَ السَّلَفُ الصَّالِحُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَيْهَا، وَمَنَعَتِ الْخَوَارِجُ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْهَا،

-"আহলে সুন্নাত ওয়াল এর ছালফে-ছালেহীন ও এর পরবর্তী সকল উলামায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে যে, শাফায়াত সত্য। পথভ্রষ্ট খারেজী ও মু'তাযিলীরা ইহাকে অস্বীকার করে।"[২৬৩]

সর্বোপরি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও উম্মতের মুহাম্মাদীর শাফায়াতের বিষয়ে মোট ৫০ জনেও বেশী সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে লা-মাজহাবীদের বড় শায়েখ জনাব আবূ উলা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দির রাহিম মুবারকপুরী তদীয় কিতাবে বলেছেন,

وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ الَّذِي بَلَغَتْ بِمَجْمُوعِهَا التَّوَاتُرَ لِصِحَّةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْآخِرَةِ،

-"আখেরাতে শাফায়াত সত্য হওয়ার বিষয়ে এত পরিমাণ হাদিস একত্রিত হয়েছে যে, সবগুলো মিলে 'তাওয়াতুর' পর্যায়ের।"[২৬৪]

---

২৬২. প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উছিলা ধরেছেন মূলত উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই। অন্যথায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর চেয়ে আল্লাহ তা'আলার অধিক নৈকট্য হাছিলকারী আর কেহই নেই।

২৬৩. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খণ্ড, ২৮০ পৃ:;

২৬৪. মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩০৮ পৃ:;

সুতরাং শাফায়াতকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবে যারা কাফের-মুশরীক বা বেইমান হয়ে মারা যাবে তাদের জন্য কোন সুপারিশ নেই। উল্লেখ্য যে, সবচেয়ে বড় শাফায়াতকারী বা শাফায়াতে কুবরার অধিকারী হল রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যেমন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي**

-"হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আমার শাফায়াত আমার উম্মতের বড় বড় গোনাহ্গারদের জন্য।"[২৬৫]

ইমাম তিরমিজি (রঃ), ইমাম ছিয়তী (রঃ) ও ইমাম হাকেম (রঃ) হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন। এই হাদিসটি হযরত আনাস (রাঃ) থেকেও একাধিক সূত্রে ছহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে এবং এছাড়া এ বিষয়ে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত রয়েছে। এক কথায় ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেছেন,

(ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ) أَيْ: جَمِيعِهِمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أَيْ: حَيْثُ يَحْتَاجُونَ إِلَى شَفَاعَتِي ذَلِكَ الْيَوْمَ

-"অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমিই মানবমন্ডলীর সর্দার। অর্থাৎ সকল নবীগণ ও অন্যান্য মানুষের সর্দার। 'কিয়ামতের দিন' অর্থাৎ সেদিন সকলেই আমার শাফায়াতের মুখাপেক্ষী হবেন।"[২৬৬]

---

২৬৫. সুনানে আবু দাউদ, ২য় জি: ৬৫২ পৃ: হাদিস নং ৪৭৩৯; তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ৭০ পৃ: হাদিস নং ২৪৩৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৩০ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৪৯৪ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খণ্ড, ২৭০ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, ২১৩ পৃ:, হাদিস নং ১৩২২২; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৬ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খণ্ড, ১০২ পৃ:; তাবারানী তাঁর আওছাতে, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৫ পৃ: হাদিস নং ৩৫৬৬; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ৩০১ পৃ:; মুসনাদু আবী দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ১৭৭৪; মুসনাদে হারেছ, হাদিস নং ১১৩২; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৫৮৪০; মু'জামে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ১৯৮; তাওহিদ লিইবনে খুজাইমা, ২য় খণ্ড, ৬৫১ পৃ:; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৪৬৭; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, হাদিস নং ৭৪৯; ইমাম তাবারানী তাঁর ছগীরে, হাদিস নং ৪৪৮; মুসনাদে শিহাব, ১ম খণ্ড, ১৬৬ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: এ'তেকাদে বায়হাক্বী, ১ম খণ্ড, ২০০ পৃ:; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩২৮৪; ইমাম বায়হাক্বী: শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৩০৫-৬; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, ২০০ পৃ:;

২৬৬. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫৫৭৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

এ বিষয়ে মুফাচ্ছিরীনে কেরামগণ একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন,

وقال عليه السلام الناس يحتاجون الى شفاعتى حتى ابراهيم

-"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সকল মানুষই আমার শাফায়াতের মুখাপেক্ষী এমনকি হযরত ইব্রাহিম (আঃ)।"[২৬৭]

সুতরাং ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর বড় বড় গোনাহ্গারকে শাফায়াত করবেন এবং নবী-রাসূলগণসহ সকলেই আমাদের নবী রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখাপেক্ষী। এ পর্যায়ে আমরা এখানে হক্বানী পীর-মুর্শীদ তথা আল্লাহর আউলিয়াগণের শাফায়াত নিয়ে আলোচনা করব।

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে ওলীগণের শাফায়াত

মহান আল্লাহ পাক নবী-রাসূল কিংবা আল্লাহর ওলীগণের শাফায়াতের ব্যাপারে একাধিক আয়াত নাজিল করেছেন এবং তাঁদের শাফায়াতের অনুমতি দান করেছেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً

-"যে দয়াময়ের কাছে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবেনা।" (সূরা মরিয়াম: ৮৭ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তথা আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক ভাল তাঁরাই কেয়ামতের দিন শাফায়াত করতে পারবেন। যারা আল্লাহর বান্দাহ থেকে আল্লাহর বন্ধু হতে পেরেছে তাঁরাই আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে পারবেন। অথবা যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক করেননি ও রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন ফলে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাহ হয়েছেন তাঁরাই

২৬৭. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ৩য় খণ্ড, ২৫৬ পৃ:; তাফছিরে নিছাপুরী, ৩য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃ:; ইহার সনদ সম্পর্কে আমি অবগত নই।

সুপারিশ করতে পারবেন। যেমন এ বিষয়ে আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

-"আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করেন ও সত্য সাক্ষ্য দেয় তাঁরা ব্যতীত।" (সূরা যুখরুফ: ৮৬ নং আয়াত)

লক্ষ্য করুন! এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যারা হাক্ব তথা ইসলামের সকল সত্য বিষয় গুলো সাক্ষ্য দেয় ও সত্যকে উপলব্ধি করেন তাঁরা সুপারিশের ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছেন। কিন্তু যারা সত্য সাক্ষ্য দেয়না এবং সত্যকে উপলব্ধি করেনা তারা সুপারিশ করতে পারবেনা। এখানে হক্বানী পীর-মুর্শীদ তথা আল্লাহর আউলিয়াগণ অবশ্যই সেই সত্যের সাক্ষ্য দানকারী। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন,

يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً

-"দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবেনা।" (সূরা ত্বোয়া-হা: ১০৯ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি তথা নবী-রাসূল, সিদ্দিক বান্দাগণ, শোহাদায়ে কেরাম ও ছালেহীন বান্দাগণ প্রমূখ আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করতে পারবে। কারণ তাঁরা সবাই আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বান্দাহ। শাফায়াতের ব্যাপারে তিনারা সকলেই আল্লাহর অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন। এ বিষয়ে আরেক আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ -"কে আছ আল্লাহর দরবারে তার অনুমতি ব্যতীত শাফায়াত করবে?" (আয়াতুল কুরছীর অংশ, সূরা বাকারা: ২৫৫ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ শাফায়াত করতে পারবেনা, তবে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তিনার অনুমতি সাপেক্ষ্যে শাফায়াত করতে পারবেন। সুতরাং হক্বানী পীর-মুর্শীদ তথা আল্লাহর আউলিয়াগণ হাশর ময়দানে আল্লাহর অনুমতিক্রমে স্ব স্ব গোনাহ্গার অনুসারীদেরকে সুপারিশ করতে পারবেন।

পবিত্র হাদিসের দৃষ্টিতে ওলীগণের শাফায়াত

আহলে সুন্নাত ওয়াত জামাত এর আকিদা মোতাবেক হযরত রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতগণ যেমন সাহাবায়ে কেরাম, শোহাদায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম, মুত্তাক্বী আলিমগণ, আমলদার মুয়াজ্জিনগণ, বা-আমল হাফিজে কোরআন প্রমূখ প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে শাফায়াত করতে পারবেন। আর হক্বানী পীর-মুর্শীদগণ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাহ'র অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে পবিত্র হাদিস শরীফে আছে,

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَهْطٍ بِإِيلِيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ سِوَاكَ؟ قَالَ: سِوَايَ فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبِي الجَذْعَاءِ..**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকিক (রাঃ) বলেন, আমি একদল লোকের কাছে ছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন: আমি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি: আমার একজন উম্মতের শাফায়াতে বনী তামিম গোত্রের চেয়ে অধিক লোক জান্নাতে যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা আপনি ব্যতীত অন্য কেও? প্রিয় নবীজি বললেন: হ্যাঁ আমি ব্যতীত। যখন তিনি দাঁড়ালেন তখন আমি বললাম: সেই লোকটি কে? তিনি বললেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আবী জাদ্য়া (রাঃ)।"[২৬৮]

---

২৬৮. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ৭০ পৃ:; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৩০ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খণ্ড, ১০৩ পৃ:; দারেমী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৪২৩ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ৩/৪৬৯, ১১১৪৯; মেসকাত শরীফ, ৪৯৪ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খণ্ড, ২৭২ পৃ:; শরহে ত্বাবী; শায়েখ আব্দুল হাক্ব: লুমআতুত তানকীহ্; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খণ্ড, ৬৬৪ পৃ:; মুসনাদু আবী দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ১৩৭৯; মুসনাদে ইবনে আবী শায়বাহ, ৫৭১ নং হাদিস; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৭৩৭৬; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, হাদিস নং ১৮৮; ইমাম

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি (রঃ), ইমাম যাহাবী (রঃ) ও কাঠ-মিস্ত্রি নাছিরুদ্দিন আলবানী বলেছেন: **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ** -"এই হাদিস হাছান-ছহীহ্।"[২৬৯]

সুতরাং ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়াও উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ঐরূপ শাফায়াতের যোগ্য লোক রয়েছে। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، وَأَبُو عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الزَّاهِدُ، قَالَا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ، **عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ مُضَرَ،**

-"হযরত হারেছ ইবনে উকাইশ (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যার একজনের সুপারিশে 'মুজার' গোত্রে লোকের চেয়ে অধিক পরিমাণ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবেন।"[২৭০]

আরেক জায়গায় আছে, তিনি হযরত আবু বারজা (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হাকেম (রঃ) ও ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন: **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ** -"এই হাদিসের সনদ ইমাম মুসলীম (রঃ) শর্ত মোতাবেক ছহীহ্।"[২৭১]

ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন: **رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.**

তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ২৭৩৫; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৬৮৬৬; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খণ্ড, ৩০৪ পৃ:;

২৬৯. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ৭০ পৃ:; মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খণ্ড, ১০৩ পৃ:; তারগীব হাশিয়া;

২৭০. মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃ:; সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৩১ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১২তম খণ্ড, ১৫৯ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃ: হাদিস নং ২২৬৬৫; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ৮ম খণ্ড, ৬৫ পৃ: হাদিস নং ৩৯৮৪; ইমাম মুনজেরী: তারগীব, ৩য় খণ্ড, ৯১ পৃ:; ইমাম ইবনে আদী তাঁর 'কামিল' গ্রন্থে ৫র্থ খণ্ড, ১৪৪৮ পৃ:; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, হাদিস নং ৩৩৬৩; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ১৫৮১; মুছান্নাফু ইবনু আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩১৭০২; তুহফাতুল আশরাফ বি'মারেফাতিল আতরাফ, হাদিস নং ৩২৭৩; ইমাম ইবনু কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, ২য় খণ্ড, ২৫৭ পৃ:; মিসবাহুয যুজাযা, ৪র্থ খণ্ড, ২৬২ পৃ:;

২৭১. হাকেম, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃ:;

-"আবু বারজার রেওয়ায়েতটি ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আর বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত।"[২৭২]

আবারো ছহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতগণের মধ্যে অনেক লোক সুপারিশ করে বহু লোককে জান্নাকে নিয়ে যাবেন। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস রয়েছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، **عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي مِثْلُ رَبِيعَةَ، وَمُضَرَ**

-"হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত উছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) রবীয়া এবং মুজার গোত্রের সম-পরিমাণ লোক সুপারিশ করে জান্নাতে নিবেন।"[২৭৩]

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রহঃ) হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এভাবে:

واحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح-"ইমাম আহমদ, তাবারানী ও বায়হাক্বী ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।"[২৭৪]

আল্লামা হাফিজ ইমাম মুনজেরী (রহঃ) বলেন: **إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ** -"এর সনদ অধিক উত্তম।"[২৭৫] ইমাম নুরুদ্দিন হায়ছামী (রহঃ) বলেন:

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ، وَأَحَدُ أَسَانِيدِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

-"ইমাম আহমদ একটি সনদে ও ইমাম তাবারানী একাধিক সনদে ইহা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (রহঃ) এর সনদটি ও ইমাম তাবারানী সনদগুলোর

---

২৭২. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ৩৯৮৪;

২৭৩. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কবীর, হাদিস নং ৩৩৬৩; ইমাম মুনজেরী; আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খণ্ড, ৬৬৪ পৃ:; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ৩২৩৪৩ নং হাদিস; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৬ পৃ:; ফাদ্বাইলে ছাহাবা লি'আহমদ, হাদিস নং ৭৯১৯; মুসনাদে ফারুক লি-ইবনে কাছির, ২য় খণ্ড, ৬৮৮ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৮৫৪৪;

২৭৪. তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৬ পৃ:;

২৭৫. আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খণ্ড, ৬৬৪ পৃ:;

একটি সনদের বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ, তবে 'আব্দুর রহমান ইবনে মাইছারাহ' ব্যতীত, আর তিনি বিশ্বস্ত।"[২৭৬]

এই হাদিস থেকেও প্রমাণিত হল, হাশরের ময়দানে নবী পাক (ﷺ) এর উম্মতগণের মধ্যে অনেক লোক রয়েছে যারা সুপারিশ করে বহু লোককে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে,

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ أُقَيْشٍ، يُحَدِّثُ **أَنَّ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَشْفَعُ لِأَكْثَرَ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ،**

-"হযরত আবী বারজা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: নিশ্চয় আমার উম্মত হতে একজন 'রবিয়া ও মুজার' গোত্রের চেয়েও অধিক লোক শাফায়াত করবেন।"[২৭৭]

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম নূরুদ্দিন হায়ছামী (রঃ) বলেন:

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. -"ইমাম আহমদ (রঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন, আর এটির রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।"[২৭৮] এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، **عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي مِثْلُ رَبِيعَةَ، وَمُضَرَ**

-"হযরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত উছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) রবীয়া এবং মুজার গোত্রের সম-পরিমাণ লোক সুপারিশ করে জান্নাতে নিবেন।"[২৭৯]

---

২৭৬. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৮৫৪৪;

২৭৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭৮৫৮; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৮৫৪৫;

২৭৮. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৭৮৫৮; হাদিস নং ১৮৫৪৫;

২৭৯. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ৭০ পৃ:; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩২৩৪৩; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৬ পৃ:; তাবারানী তার কবীরে, হাদিস নং ৭৯১৯;

এই সনদটি **مرسل** 'মুরছাল' হলেও ছহীহ্ এবং ইহার সমর্থনে উপরে উল্লেখিত 'মারফূ' রেওয়ায়েতটি রয়েছে। সর্বোপরি রাবী ছিক্বাহ হলে 'মুরছাল' রেওয়ায়েতও 'হুজ্জত' বা দলিল হয়।[২৮০] এছাড়াও এটি পূর্বের হাদিসের সমর্থক, তাই এটি এমনিতেই ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যাবে।

সুতরাং ছহীহ মরফূ ও ছহীহ্ মুরছাল রেওয়ায়েত দ্বারা আবারো প্রমাণিত হল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উম্মতগণের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিগণ শাফায়াত করতে পারবেন। উম্মতে মুহাম্মদীর হক্বানী পীর-মুর্শীদ তথা আল্লাহর আউলিয়াগণের শাফায়াত প্রসঙ্গে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الجَنَّةَ.**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা এক জনেই বহু সংখ্যক লোক সুপারিশ করে জান্নাতে নিবেন। এমন লোকও আছে যারা একজনেই সুপারিশ করে একটি গোত্রের লোক জান্নাতে নিবেন। এমনও লোক আছে যারা একজনেই সুপারিশ করে গোষ্টির লোক জান্নাতে নিবেন। এমনও লোক আছে যারা একজনেই একজনকে সুপারিশ করবে। এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করবেন।"[২৮১]

ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন, **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.**

---

২৮০. ইমাম ছিয়তী: তাদরিবুর রাবী;

২৮১. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ৭০ পৃ: হাদিস নং ২৪৪০; মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, ২০০ পৃ:; মেসকাত শরীফ, ৪৯৫ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ খণ্ড, ২৭২ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ১৬তম জি: ৬৩৫ পৃ:; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১২ পৃ:; তুহফাতুল আশরাফ বি'মারেফাতিল আতরাফ, হাদিস নং ৪১৯৭; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৪৪৭২; ইমাম ছিয়তী: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ৮৫০৪; তাখরিজু আহাদিসুল এহ্ইয়া, হাদিস নং ৪৪১৯; ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৪২১২;

-"এই হাদিস হাছান।" আবারো প্রমাণিত হল, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতগণও কেয়ামতের দিন শাফায়াত করতে পারবে। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ واللفظ لزهير , أخبرنا عبد الرَّزَّاق , أخبرنا مَعْمَر، عَنْ ثابتٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: **أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: কেয়ামতের দিন একজন লোক ২ জন অথবা ৩ জন সুপারিশ করবে।"[২৮২]

আল্লামা ইমাম হাফিজ ইবনে আব্দুল ক্বাবী মুনজেরী (রঃ) ওফাত ৬৫৬ হিজরী ও ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেছেন:

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. -"ইহা ইমাম বাজ্জার (রঃ) বর্ণনা করেছেন আর ইহার রাবীগণ সকলেই বিশুদ্ধ।"[২৮৩]

দেখুন এই হাদিসে রয়েছে, একজন মুমিন আরো দুইজন বা তিনজন গোনাহগার মু'মীনকে সুপারিশ করতে পারবে। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

عن ابن عمر موقوفا يقال للعالم اشفع فى تلامذتك ولو بلغت عدد نجوم السماء

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আলিমকে বলা হবে তোমরা তোমাদের অনুসারীদের শাফায়াত কর, যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের তারকার সমানও হয়।"[২৮৪]

---

২৮২. মুসনাদে বাজ্জার শরীফ, হাদিস নং ৬৯২১; ইমাম মুনজেরী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খণ্ড, ৬৬৪ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৮৫৪৮; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৯০৯৭;

২৮৩. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৮৫৪৮;

২৮৪. দায়লামী শরীফ; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৬ পৃ:; তাফছিরে মারেফুল কোরআন;

হাদিসটি ইমাম দায়লামী (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন।[২৮৫] উল্লেখিত হাদিসদ্বয় দ্বারা প্রমাণ হয় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উম্মতের মধ্যে যারা আলিম, তাঁদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং তাঁরা সুপারিশ করে স্বীয় অনুসারীদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এ বিষয়ে নিচের রেওয়ায়েতটি লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زُكَيْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُدَوَّرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَبْعَثُ اللهُ الْعَالِمَ وَالْعَابِدَ، فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ: اشْفَعْ لِلنَّاسِ**

-"হযরত জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা আলিম ও আবিদ লোককে প্রেরণ করেছেন, অতঃপর আবিদ ব্যক্তিকে বলবেন তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর এবং আলিমকে বলবেন: তুমি লোকদেরকে সুপারিশ কর।"[২৮৬]

এই হাদিসের আলিমগণের সুপারিশের বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে। অন্য হাদিসে শুহাদায়ে কেরামের শাফায়াতের ব্যাপারেও বর্ণিত রয়েছে। যেমন এ বিষয়ে আরেকটি ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ الدِّمَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي نِمْرَانُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَارِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ، فَقَالَتْ: أَبْشِرُوا، فَإِنِّي **سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ**

২৮৫. ইমাম দায়লামী: মুসনাদু ফেরদৌছ, হাদিস নং ৮৮৩৯;
২৮৬. জামেউল বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলি, হাদিস নং ৮৬;

-"হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: একজন শহীদ তাঁর পরিবারের ৭০ জনকে সুপারিশ করবে।"[২৮৭]

সুতরাং এই হাদিস মোতাবেক রাসূলে পাক (ﷺ) এর উম্মতগণের মধ্যে যারা শহিদ হয়েছেন, তারাও হাশরের ময়দানে সুপারিশ করতে পারবে।

আমলদার হাফিজে কোরআন সুপারিশ করবে

শুহাদায়ে কেরাম শাফায়াত সাথে সাথে বা-আমল হাফিজে কোরআন শাফায়াতের হাদিসটিও উল্লেখ যোগ্য। উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ মর্যাদা হিসেবে এরূপ সুপারিশের অনুমতি থাকবে। নিম্নের হাদিসটি লক্ষ্য করুন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي أَبَا عُمَرَ الْقَارِئَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، **عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.**

-"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করেন ও স্বরণ রাখেন, হালালকে হালাল জানে ও হারামকে হারাম জানে। আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবের এবং তার পরিবারের এমন ১০ জনকে সুপারিশ করবেন যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে।"[২৮৮] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত আছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ التُّرْكِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ الشَّاشِيُّ قَالَ: نَا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، **عَنْ جَابِرٍ قَالَ:**

---

২৮৭. সুনানে ইবনে মাজাহ, ২০৬ পৃ:; সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৬ পৃ:; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৬৬০; ইমাম তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, ২৩১৬; ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৭১৭২; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ১১১৩০;

২৮৮. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৯০৫; মেসকাত শরীফ, ১৮৭ পৃ:; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২১৬; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৭৮; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ৫ম খণ্ড, ৪১ পৃ:; আব্দুল হক্ব দেহলভী: লুমআতুত তানকীহ; শরহে ত্বাবী;

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِقَارِئِ الْقُرْآنِ إِذَا أَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَنْ يُشَفَّعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

-"হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোরআন পাঠকারী যে হালালকে হালাল জানবে ও হারামকে হারাম জানবে, সে তার আহলে বাইত থেকে এমন ১০জন লোক শাফায়াত করে জান্নাতে নিবে, যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে।"[২৮৯]

সুতরাং আমলদান হাফিজে কোরআন হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর দরবারে তার বংশের ১০জনকে শাফায়াত করবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুবহানাল্লাহ)

তিন শ্রেণীর লোক শাফায়াত করবে

হাশর ময়দানে তিন শ্রেণীর লোক মহান আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবেন। যেমন নবী-রাসূলগণ, উলামাগণ আল্লাহর রাস্তায় শহিদগণ। যেমন এ বিষয়ে নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِلَاقَةَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ **عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثلاثة الْأَنْبِيَاءُ، ثم العاماء ثُمَّ الشُّهَدَاءُ،**

-"হযরত উছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: কেয়ামতের দিন ৩ শ্রেণীর লোক শাফায়াত করবেন। প্রথম সকল নবীগণ অতঃপর আলিমগণ অতঃপর শোহাদায়ে কেরাম।"[২৯০]

---

২৮৯. ইমাম তাবারানী তাঁর আওছাত গ্রন্থে, হাদিস নং ৫২৫৮; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১১৬৫১;

২৯০. সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৩০ পৃ: হাদিস নং ৪৩১৩;; মেসকাত শরীফ, ৪৯৫ পৃ:; জামেউল আহাদিছ, হাদিস নং ২৬৮১০; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেসকাত, ১০ম খণ্ড, ২৮০ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী তাঁর শুয়াইবুল ঈমানে; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ২৮তম জি: ২৯৯ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৫ পৃ:; শরহে ত্বাবী, ৫৬১১; শায়েখ আব্দুল হাক্ব: লুমআতুত তানকীহ; ইমাম

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বুয়ূছিরী কেনানী (রঃ) এর বক্তব্য হচ্ছে:

قال البوصيرى : هذا إسناد ضعيف.-"এই হাদিসের সনদ দ্বায়িফ।"

الحافظ العراقي بضعف الحديث. -"হাফিজ ইরাকী (রঃ) হাদিসটিকে জয়ীফ বলেছেন।"[২৯১] আল্লামা ইমাম মানাভী (রঃ) বলেন: **بِإِسْنَاد ضَعِيف** -"জয়ীফ সনদে বর্ণিত।"[২৯২]

তবে নবী-রাসূলগণের শাফায়াত, শুহাদায়ে কেরামের শাফায়াত ও উম্মতে মুহাম্মদীর শাফায়াত একাধিক ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই এই হাদিস সনদগত দ্বায়িফ হলেও মতনগত ভাবে ক্বাবী বা শক্তিশালী।

মুসনাদে বায্যার শরীফে অতিরিক্ত উল্লেখ আছে: **ثُمَّ الْمُؤَذِّنُونَ** -"অতঃপর মুয়াজ্জিন শাফায়াত করবেন।"[২৯৩]

সুতরাং প্রমাণিত হল, ৪ শ্রেণির লোক শাফায়াত করবেন। ১/নবী-রাসূলগণ, ২/আলিমগণ, ৩/শোহাদায়ে কেরাম ও ৪/মুয়াজ্জিনগণ। এখানে আলিম বলতে সাধারণ জোব্বাধারী (নজদী) মৌলভীদের কথা বলা হয়নি। বরং আলিম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ -"নিশ্চয় আলিমগণই আল্লাহকে ভয় করেন।" (সূরা ফাতির: ২৮ নং আয়াত)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

-"সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নেই আর তাঁরা চিন্তিতও হবেনা। তাঁরা ঈমানদার ও আল্লাহকে ভয়কারী।" (সূরা ইউনূছ: ৬২-৬৩ নং আয়াত)

উভয় আয়াত একত্রিত করলে বুঝা যায়, মূলত আল্লাহকে ভয়কারী হলেন আল্লাহর ওলীগণ। তাই প্রকৃতপক্ষে আলিম হলেন আল্লাহর ওলীগণ। সুতরাং

মানাভী: তাইছির বি-শরহে জামেউছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ৫০৮ পৃ:; ইমাম মানাভী: ফায়জুল কাদির, হাদিস নং ১৪৫৬৫; আত্তানভী শরহে জামেউছ ছাগীর, হাদিস নং ৯৯৯৩; রওদ্বাতুল মোহাদ্দেছীন, হাদিস নং ৪৯০০;

২৯১. আত তানভীর শরহে জামউছ ছাগীর, ৯৯৯৪;

২৯২. ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ৩৯২ পৃ:;

২৯৩. মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৩৭২; তাফছিরে মাজহারী, ৫ম খণ্ড, ৩২৬ পৃ:;

আলিম বলতে আল্লাহর ওলীগণকেই বুঝানো হয়েছে। মুদ্দা কথা হল হাশরের দিন নবীগণের পরে আলিমগণ তথা আল্লাহর ওলীগণও শাফায়াত করবেন।

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও তিনার উম্মতের মধ্যে যারা মুত্তাকী আলিম, আল্লাহর রাস্তায় শহিদ ও আমলদার কোরআনে হাফিজ তাঁরা আপনজনদেরকে শাফায়াত করতে পারবে, যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অবশ্যই আরো উপরে। তাই এটির উপর ঈমান রাখা অবশ্যই প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য।

ঃ প্রমাণপঞ্জী ঃ

১. আল কুরআনুল হাকীম;

হাদিসের কিতাব সমূহ

২. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (১৯৪হি-২৫৬হি.) : আস্-সহীহ, দারু তওকুন নাজাত, বয়রুত লেবানন।

৩. বায্যার : আবু বকর আহমদ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি. / ৮২৫-৯০৫ ইং) : আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতু উলূমিল কুরআন, প্রকাশ. ১৪০৯ হিজরী;

৪. বাগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি. / ১০৪৪-১১২২ ইং) : শরহে সুন্নাহ, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, প্রকাশ. ১৪০৭ হি / ১৯৮৭ ইং।

৫. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : আস-সুনানুল কুবরা, মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।

৬. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : শু'আবুল ঈমান, বয়রুত লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১০ হি. / ১৯৯০ ইং।

৭. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা (২১০-২৭৯ হি. ৮২৫-৮৯২ ইং) : আল-জামেউস সহীহ, বয়রুত, লেবানন, দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

৮. হাকিম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি. ৯৩৩-১০১৪ ইং) : আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি. ১৯৯০ ইং।

৯. ইবনে খুযায়মা : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি. / ৮৩৮-৯২৪ ইং) আস-সহীহ, বয়রুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭০ ইং।

১০. দারাকুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহাদী মাসউদ ইবনে নু'মান (৩০৬-৩৮৫ হি./৯১৮-৯৯৫ ইং) : মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪২৪ হি.

১১. দারেমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি. / ৭৯৭-৮৬৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, প্রকাশ. ১৪০৭ হি.।

১২. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আসআছ সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. / ৮১৭-৮৮৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।

১৩. দায়লামী : আবু সূজা শেরওয়াই ইবনে শহরদার ইবনে শেরওয়াই হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. / ১০৫৩-১১১৫ ইং) : আল ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।

১৪. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল কাবীর, মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।

১৫. তাবারী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে যারীর ইবনে ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং) : জা'মিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।

১৬. 'আবদুর রায্যাক : আবু বকর ইবনে হুম্মাম ইবনে নাফে' সুনআনী (১২৬-২১১ হি. / ৭৪৪-৮২৬ ইং) : আল-মুসান্নাফ, বয়রুত, লেবানন, আল মাকতুবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।

১৭. ইবনে মাযাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ কাযভীনি (২০৯-২৭৩ হি. / ৮২৪-৮৮৭ ইং) : আস্ সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল ইহ্ইয়াইল কুতুব আরাবিয়্যাহ।

১৮. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি. / ৭২১-৮৭৫ ইং) : আস-সহীহ, বয়রুত, লেবানন, দার ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।

১৯. মুনযিরী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাভী ইবনে আবদুলুল- াহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'দ (৫৮১-৬৫২ হি. / ১১৮৫-১২৫৮ ইং) তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৭ হি.।

২০. নাসায়ী : আহমদ ইবনে মাআ'ঈব (২১৫-৩০৩ হি. / ৮৩০-৯১৫ ইং) : আস-সুনান, হালব, শাম, মাকতুবুল মাতবু'আত, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।

২১. আবূ নুয়াইম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি. / ৯৪৮-১০৩৮ ইং) : হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং;

২২. হিন্দি : হুসামুদ্দীন, আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী (৯৭৫ হি.) : কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং।

২৩. হাইসামী : আবুল হাসান নূর-দ্দিন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি. / ১৩৩৫-১৪০৫ ইং) : মাযমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়িদ, কায়রো, মিসর, দার-র রায়আন লিত তুরাছ + বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ ইং।

২৪. আবু ই'য়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি. / ৮২৫-৯১৯ ইং) আল-মুসনাদ, দামিশক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত্ তুরাস, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।

-ঃ শরহে হাদিস গ্রন্থ ঃ-

২৫. বদরুদ্দীন আইনী : আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা ইবন আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইউসূফ ইবনে মাহমুদ (৭৬২-৮৫৫ হি. / ১৩৬১-১৪৫১ ইং) : 'উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং।

২৬. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : ফাতহুল বারী বি শরহে সহীহুল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।

২৭. মুবারকপুরী : আবুল 'উলা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহীম (১২৭৩-১৩৫৩ হি.) : তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী বি শরহে জামে'উত তিরমিযী, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

২৮. মোল্লা আলী ক্বারী : নুরুদ্দীন ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারভী হানাফী (১০১৪-১২০৬ ইং) : মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাফাতিহ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২২ হি.।

২৯. মানাভী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি. / ১৫৪৫-১৬২১ ইং) : ফয়জুল কাদির শারহিল জামেউস সগীর, মিশর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.।

-ঃ ফিক্‌হ ঃ-

৩০. ইবনে নুযায়ম মিসরী : যাইন ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বকর হানাফী (৯২৬-৯৭০ হি.) : আল বাহরুর রায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।

৩১. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : রুদ্দুল মুখতার, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৩২. বদরুদ্দীন আইনী : আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা ইবন আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইউসূফ ইবনে মাহমুদ (৭৬২-৮৫৫ হি. / ১৩৬১-১৪৫১ ইং) : বেনায়া শারহুল হিদায়া, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৪২০ হি.।

৩৩. সারাখসী: মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবি সাহল বিন শামসুল আইম্মা সারাখসী (ওফাত. ৪৮৩ হি.), আল-মাবসুত, দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৪ হি.

৩৪. ইবনুল হুমাম: কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহেদ সিওয়াসী (ইবনুল হুমাম), (ওফাত. ৮৬১ হি.), দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩৫. বাবিরতী: মুহাম্মদ বিন আকমালুদ্দীন জামালুদ্দীন রুমীম বাবিরতী (ওফাত. হি.), এনায়া শারহুল হিদায়া, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩৬. মিরগীনানী: আলী বিন আবি বকর বিন আবদুল জলিল ফারগানানী মিরগীনানী (ওফাত. ৫৯৩ হি.), হেদায়া, দারু ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

-ঃ আসমাউর রিজাল ঃ-

৩৭. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাক্বরীবুত তাহযীব, শাম, দার্‌র রশীদ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।

৩৮. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাহযীবুত তাহযীব, দায়েরাতুল মা'রিফ, নিযামিয়া, ভারত, ১৩২৬ হি.

৩৯. মিয্যী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি. / ১২৫৬-১৩৪১ ইং) : তাহযিবুল কামাল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং।

৪০. যাহাবী: শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : মিযানুল ই'তিদাল, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ, ১৩৮২ হি.

৪১. মুগলতাঈ: মুগলতাঈ ইবনে কুলাইজ ইবনে আব্দুল্লাহ বাকজিরী মিশরী হানাফী, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, আল-ফারুকুল হাদিসিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৪২. যাহাবী: শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : তারিখুল ইসলাম, দারুল গুরাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ, প্রকাশ. ২০০৩ খৃ.

৪৩. নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ.) : সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদ্বআহ, দারুল মা'রিফ, রিয়াদ, সৌদিআরব, প্রকাশ. ১৪২০ হি.

৪৪. নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ.) : ইরওয়াউল গালীল, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।

-ঃ তাফসীর ঃ-

৪৫. ইমাম খাযেন (ওফাত ৭৪১ হি.) : তাফসীরে খাযেন, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৪৬. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৪৭. ইসমাঈল ইবনে কাসীর (ওফাত ৭৭৪ হি.) : তাফসীরে কুরআনুল আজীম : দারুল খায়ের, বয়রুত।

৪৮. আল্লামা মাহমুদ আলূসী (ওফাত ১২৭০ হি.) : রুহুল মা'য়ানী, এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান।

৪৯. ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাভী (ওফাত. ৬৮৫হি.) : তাফসীরে বায়যাভী, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৫০. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি (ওফাত. ৬০৬ হি.) : তাফসিরে কাবির : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৫১. ইবনে আব্বাস: সায়্যিদিল মুফাস্সিরিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস: তাফসীর ইবনে আববাস, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৫২. তাবারী: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (৩১০ হি.): জামেউল বায়ান, দারুল হুজর, কায়রু, মিশর।

৫৩. নাসাফী: ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ নাসাফী: তাফসীরে মাদারেকুত তানযিল ওয়া হাকায়েকুল তাভীল, দারুল কালিমাতুত তায়্যব, বয়রুত, লেবানন।

৫৪. কুরতুবী: ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সামসুদ্দীন কুরতুবী আল-মালেকী: তাফসীরে জামেউ লি আহকামিল কোরআন: দারুল কুতুব মিশরিয়্যাহ, কায়রু, মিশর, দ্বিতীয় প্রকাশ. ১৩৮৪ হি.

৫৫. বাগভী: ইমাম মহিউস্ সুন্নাহ আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে বাগভী আশ-শাফেয়ী (ওফাত. ৫১০ হি.) : তাফসীরে মুআলিমুত তানযিল: দারু ইহ্ইয়াউস তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০ হি.

৫৬. সুয়ূতি: ইমাম জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সূয়ূতি: তাফসীরে দুররুল মানসূর, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

(সমাপ্ত)